ইতিপূর্বে তত্ত্ববিদ্যা জ্ঞান সম্পর্কে অনুসন্ধান করতে গিয়ে অভিজ্ঞতামূলক-মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। কান্ট দেখলেন যে, জ্ঞান অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু, কিন্তু জ্ঞানের শর্তগুলি নয়। বিচারবাদের উদ্দেশ্য জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করা, জ্ঞানের মনস্তাত্ত্বিক বর্ণনা দেওয়া নয়; শুদ্ধ প্রজ্ঞার সূত্রের সাহায্যে একটি নতুন জ্ঞানের বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা। কান্টের বিচারবাদ বুদ্ধির অতীন্দ্রিয় প্রয়োগ (transcendent use) অর্থাৎ অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে বুদ্ধির প্রয়োগকে নিষিদ্ধ করে, কিন্তু অভিজ্ঞতার বস্তুর ক্ষেত্রে অর্থাৎ জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধির অতীন্দ্রিয় প্রয়োগকে অনুমোদন করে। শুধু অনুমোদন নয়, কান্টের বিচারবাদ নিজে তা প্রয়োগ করেছে। এই প্রয়োগের অর্থ হল জ্ঞানের শর্তগুলি যেগুলি অভিজ্ঞতায় প্রদত্ত হয় না সেইগুলির সাহায্যে অভিজ্ঞতার বিষয়বস্তু, জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করা।[1]

৪। তত্ত্ববিদ্যা কি সম্ভব? (Is Metaphysics possible?):

'Critique of Pure Reason' গ্রন্থের প্রথম এবং দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকায় এবং 'Prolegomena to Any Future Metaphysics' গ্রন্থের পূর্বাভাসে এবং প্রথম খণ্ডে কান্ট তত্ত্ববিদ্যা সম্ভব কিনা এই প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। কান্ট প্রশ্ন করেছেন তত্ত্ববিদ্যা কি তত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানকে বর্ধিত করতে পারে? কান্টের মতে তত্ত্ববিদ্যার প্রধান সমস্যা হল ঈশ্বর, স্বাধীনতা এবং অমরতা। কাজেই প্রশ্ন হল, তত্ত্ববিদ্যা কি আমাদের ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও প্রকৃতি, মানুষের স্বাধীনতা এবং মানুষের মধ্যে অবস্থিত একটি আধ্যাত্মিক অবিনশ্বর আত্মা সম্পর্কে সুনিশ্চিত জ্ঞান দিতে পারে?

ঈশ্বর, স্বাধীনতা এবং আত্মা সম্পর্কে তত্ত্ববিদ্যার সুনিশ্চিত জ্ঞান দেবার ক্ষমতা বিচার

কান্ট তত্ত্ববিদ্যার আলোচ্য বিষয়ের গুরুত্বকে কখনও অস্বীকার করেননি। কিন্তু কান্ট মনে করেন, যে তত্ত্ববিদ্যাকে এক সময় সমস্ত বিজ্ঞানের কেন্দ্রমণি বলে গণ্য করা হত, সেই তত্ত্ববিদ্যা তার পূর্বের মর্যাদা হারিয়েছে। কান্টের মতে এর কারণ গণিত এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে যতখানি অগ্রগতি হয়েছে, তত্ত্ববিদ্যায় হয়নি। গণিত এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানে সর্বজনস্বীকৃত জ্ঞানের ক্ষেত্র খুবই বিস্তৃত, কিন্তু তত্ত্ববিদ্যা হয়ে উঠেছে অন্তহীন বিতর্কের ক্ষেত্র। আসল কথা হল, পদার্থবিদ্যার মত তত্ত্ববিদ্যা কোন সুনিশ্চিত পদ্ধতি খুঁজে পায়নি, যে পদ্ধতি প্রয়োগ করে সে তার সমস্যাগুলি সমাধান করতে পারে।

কান্টের মতে তত্ত্ববিদ্যার বর্তমান অবস্থার কারণ

1. "Criticism forbids the transcendent use of reason (transcendiat experience) it permits, demands and itself exercises the transcendental use of it, which explains an experiential object, knowledge from its conditions, which are not empirically given"

—*Falckenberg*: History of Modern Philosophy; Page-340

কোন সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম এমন কোন নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি খুঁজে বার করতে না পারার জন্য তত্ত্ববিদ্যার অগ্রগতি পদে পদে ব্যাহত হয়েছে। এই সবের জন্য তত্ত্ববিদ্যার প্রতি একটা ব্যাপক ঔদাসীন্যের মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে। কান্ট মনে করেন যে, তত্ত্ববিদ্যার প্রতি এই ঔদাসীন্যের মনোভাব সমর্থনযোগ্য নয়, কেননা তত্ত্ববিদ্যা এমন সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করে যার প্রতি মানুষ উদাসীন থাকতে পারে না। বস্তুতঃ যাঁরা এই উদাসীনতা দেখান তাঁরাও অনেক সময় নিজেদের অজ্ঞাতে তত্ত্ববিদ্যা সম্পর্কীয় উক্তি করে থাকেন। কান্টের মতে এই ঔদাসীন্যের মূলে রয়েছে মানুষের অলীক জ্ঞান বা ভ্রান্ত বিজ্ঞানে পরিতৃপ্ত না হবার প্রবণতা।

তত্ত্ববিদ্যার প্রতি ঔদাসীন্য ও তার কারণ

কান্ট মনে করেন যে, তত্ত্ববিদ্যার প্রতি এই উপেক্ষার মনোভাবই যেন মানুষকে তত্ত্ববিদ্যার বিচারে প্রণোদিত করে। তত্ত্ববিদ্যাকে মানুষের বুদ্ধির বিচারের সামনে হাজির হতে হবে।

প্রশ্ন হল, এই বিচারমূলক অনুসন্ধানের রূপটা কি হবে? এই বিচারমূলক অনুসন্ধানের কাজ কোন্ পথ ধরে অগ্রসর হবে? এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য কান্ট তত্ত্ববিদ্যা বলতে কি বুঝেছেন সেটা আমাদের জানা প্রয়োজন। আমাদের সব প্রত্যয়ে উদ্ভব অভিজ্ঞতা থেকে। লক (*Locke*)-এর এই মতবাদের সঙ্গে কান্ট একমত হতে পারেননি। এই মতবাদের বিরুদ্ধ মতবাদ অর্থাৎ অন্তর-ধারণার (innate ideas) অস্তিত্ব আছে, এই মতবাদও কান্ট গ্রহণ করেননি। কিন্তু কান্ট বিশ্বাস করেন যে, এমন প্রত্যয় এবং নিয়মের অস্তিত্ব আছে যা মানুষের বুদ্ধি, অভিজ্ঞতার সময় নিজের মধ্য থেকে উদ্ভব করতে পারে। কোন শিশু কার্যকারণ তত্ত্বের ধারণা নিয়ে জন্মগ্রহণ করে না কিন্তু অভিজ্ঞতার সময় তার বুদ্ধি নিজের মধ্য থেকেই ধারণাটিকে উদ্ভূত করে। এটি একটি অভিজ্ঞতাপূর্ব ধারণা (a priori concept), এই অর্থে যে, এটি অভিজ্ঞতা প্রসূত (a posteriori) নয়। কিন্তু এটি অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয় এবং এক অর্থে অভিজ্ঞতাকে নিয়ন্ত্রিত করে। সুতরাং অভিজ্ঞতা-পূর্ব ধারণা এবং অভিজ্ঞতা-পূর্ব নিয়মের অস্তিত্ব আছে যেগুলি মনের নিজের গঠনের মধ্যেই নিহিত। এই সব ধারণা বা প্রত্যয়গুলি শুদ্ধ (pure) এই অর্থে যে, এগুলি সকল প্রকারের অভিজ্ঞতামূলক উপাদান বর্জিত। কান্ট-পূর্ব তত্ত্ববিদ্‌রা অনুমান করেছে যে, বস্তু যেভাবে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয় শুধুমাত্র তাদের উপলব্ধির ক্ষেত্রে নয়, অতীন্দ্রিয় সত্তা এবং স্বরূপতঃ বস্তু (things in themselves)—এদের উপলব্ধি করার জন্য বুদ্ধি, সব ধারণা এবং

বিচারমূলক অনুসন্ধানের প্রকৃতি

Philosophy (Hons.)
Sem-II
CC-4

সচেষ্ট হওয়া যা ... ত্মক এবং যা দাবিক এবং ... অথাৎ অভিজ্ঞতা-পূর্ব। এই বিচার-বিবেচনা থেকেই কান্টের Critique of pure Reason-এর প্রধান প্রশ্নের উৎপত্তি—**অভিজ্ঞতাপূর্ব সংশ্লেষণাত্মক অবধারণ কিভাবে সম্ভব?** (**How are synthetic judgments a priori possible?**)

অভিজ্ঞতা-পূর্ব সংশ্লেষণাত্মক অবধারণের সম্ভাব্যতার প্রশ্ন

৩। বিচারমূলক দর্শনঃ অতীন্দ্রিয়তত্ত্ব (Critical Philosophy : Transcendentalism) ঃ

ইতিপূর্বে আমরা কান্টের চিন্তাধারার বিকাশের পথে তিনটি স্তরের উল্লেখ করেছি। প্রথম স্তরে তিনি ছিলেন দার্শনিক লাইবনিজ ও ভলফের প্রভাবাধীন একজন বুদ্ধিবাদী দার্শনিক। দ্বিতীয় স্তরে তিনি ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদীদের, বিশেষ করে হিউমের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন, যিনি তাঁকে বিচারবিযুক্তবাদের নিদ্রা (dogmatic slumber) থেকে জাগরিত করেছিলেন। তৃতীয় স্তরে তাঁর চিন্তাধারার সর্বশেষ পরিণতি লক্ষ্য করা যায় যাকে 'বিচারমূলক দর্শন' (Critical philosophy) নামে অভিহিত করা হয়।

কান্টের চিন্তাধারার বিকাশের পথে তিনটি স্তর

বিচারবাদ (Criticism) বলতে কান্ট বোঝেন, সেই দর্শন যা জ্ঞানলাভের পূর্বে জ্ঞানের শর্তগুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করে। এই সাধারণ অর্থে কান্টের দর্শন বিচারমূলক ত বটেই, একটা বিশেষ অর্থেও এই দর্শন বিচারমূলক। বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের সমন্বয় সাধিত হয়েছে এই দর্শনে। এই অর্থেও এই দর্শন বিচারমূলক। বুদ্ধিবাদ ও অভিজ্ঞতাবাদের বিচারবিযুক্তবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে এই দর্শন বিচারমূলক, যেহেতু এই দর্শন জ্ঞানের সংগঠনে ইন্দ্রিয় এবং বুদ্ধির সুস্পষ্ট পার্থক্যকে স্বীকার করে নেয়। অভিজ্ঞতাবাদের বা সংবেদনবাদের সঙ্গে এই মতবাদ একমত যে, আমাদের ধারণার বিষয়বস্তু ইন্দ্রিয়ই যুগিয়ে দেয়; বুদ্ধিবাদের সঙ্গে এই মতবাদ একমত যে, ধারণায় আকার (form) বুদ্ধিরই ক্রিয়া—বুদ্ধি তার নিজস্ব সূত্র বা নিয়মের সাহায্যে প্রদত্ত সংবেদনের বহুতাকে (manifold) ধারণায় রূপান্তরিত করে। এই মতবাদ একদিকে যেমন সংবেদনবাদীদের অভিমতকে—অর্থাৎ কিনা, আমাদের সব ধারণা এবং সব সত্যই ইন্দ্রিয় থেকে উদ্ভূত এবং বুদ্ধি ধারণার নিষ্ক্রিয় সংগ্রাহক—এই মতবাদকে বর্জন করে, তেমনি অপরদিকে বুদ্ধিবাদীদের মতবাদ অর্থাৎ কিনা, আমাদের সব ধারণা এবং সব সত্য বুদ্ধি থেকে

কান্টের দর্শন বিচারমূলক

উৎপন্ন, এই মতবাদও বর্জন করে। বিচারমূলক দর্শন প্রতিটি ধারণার দুটি উপাদানের মধ্যে প্রভেদ করে—একটি বিষয়গত উপাদান যা ইন্দ্রিয়, অভিজ্ঞতা থেকে যুগিয়ে দেয় এবং একটি আকারগত উপাদান যা চিন্তন, অভিজ্ঞতার পূর্বে যুগিয়ে দেয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রে এই দুটি উপাদানকে স্বীকার করার ফলে এই দর্শন দুটি বিরোধী মতবাদের আংশিক সত্যকে স্বীকার করে নেয় এবং দুই মতবাদের প্রতিটিরই চরম সত্য প্রকাশের ভ্রান্ত দাবীকে খণ্ডন করে।

বিচারমূলক দর্শন ভাববাদী এবং বস্তুবাদী উভয়ই, তবু সঠিকভাবে বলতে গেলে কোনটিই নয়। কান্ট তাই এই দর্শনকে অতীন্দ্রিয় (transcendental) বলে অভিহিত করতে চান, অর্থাৎ কিনা, এই দর্শন সংবেদনবাদ ও ভাববাদকে অতিক্রম করে যায়। এই মতবাদ যথার্থই তাই, যেহেতু এই মতবাদ একটা উচ্চতর দৃষ্টিভঙ্গিতে উপনীত হতে সমর্থ হয়, যার ফলে এই মতবাদ বুদ্ধিবাদ এবং অভিজ্ঞতাবাদ, এই দুই চরম মতবাদের আপেক্ষিক সত্যতা এবং মিথ্যাত্বকে জানতে সহায়তা করে।

কান্টের দর্শন অতীন্দ্রিয়

কান্টের বিচারবাদ যে পদ্ধতিকে অবলম্বন করে অভিজ্ঞতার শর্তগুলিকে জানতে চায়, কান্ট তাকে 'transcendental' বা অতীন্দ্রিয় নামে অভিহিত করেছেন। কান্ট 'transcendental' পদটিকে জ্ঞানের অভিজ্ঞতা-পূর্ব উপাদানের আবিষ্কার ও প্রমাণ এবং অভিজ্ঞতার বস্তুর সঙ্গে তার সম্পর্কের প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছেন। '*transcendental*' ও '*transendent*'—এই পদ দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। শেষোক্ত পদটির অর্থ যা অ... ক অতিক্রম করে যায়। আসলে অতীন্দ্রিয় পদ্ধতি হল শুদ্ধ প্রজ্ঞার সূত্রের সাহায্যে জ্ঞানের অভিজ্ঞতা-পূর্ব উপাদানগুলিকে আবিষ্কার ও প্রমাণ করা। এই পদ্ধতি, পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক অভিজ্ঞতামূলক-অনুসন্ধান (empirico-psychoicgical investigation by observation) পদ্ধতি থেকে পৃথক।

'transcendental' ও 'transcendent'-এর পার্থক্য

যে চিন্তনমূলক তত্ত্ববিদ্যা (speculative metaphysics) অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে ইন্দ্রিয়াতীত বিষয়ের জ্ঞান দিতে চায় (transcendent metaphysics) এবং তত্ত্ববিদ্যাকে ইন্দ্রিয়াতীত সত্তার বিজ্ঞান বলে দাবী করতে চায়, কান্ট সেই তত্ত্ববিদ্যার জায়গায় এমন এক অতীন্দ্রিয় তত্ত্ববিদ্যার (transcnedental metaphysics) কথা চিন্তা করলেন, অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান এবং প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের তত্ত্ববিদ্যা সম্পর্কীয় ভিত্তি যার অন্তর্ভুক্ত।

অতীন্দ্রিয় তত্ত্ববিদ্যা

এখানে সরল বস্তুবাদকেই (Native Realism) বুঝেছি কারণ এই বস্তুবাদই সাধারণ মানুষের নির্বিচার মত। তাই সরল বস্তুবাদকে বাতিল করার (যা কান্ট করছেন) অর্থই হোল সাধারণ মানুষের জ্ঞান সম্পর্কে ধারণাকে বাতিল করা। সরল বস্তুবাদকে খণ্ডন করে কান্ট জ্ঞানরাজ্যে এক বিপ্লব আনলেন যখন তিনি বললেন যে প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক বচন সম্ভব। অর্থাৎ যখন তিনি দেখলেন যে বস্তুকে জ্ঞানের অনুরূপ হতে হবে।

সরল বস্তুবাদের মতে, বাইরের জগতে অসংখ্য বস্তু আছে—এই বস্তুগুলির স্বরূপ বা অস্তিত্ব কোনভাবেই আমাদের জানার ওপর নির্ভর করে না। প্রত্যক্ষে আমরা বস্তুর মুখোমুখি হই—বস্তু যেমন ঠিক তেমনি আমাদের জ্ঞানে ধরা দেয়। পরোক্ষ জ্ঞানের ক্ষেত্রেও বাস্তব বস্তু ও জ্ঞানের বিষয়ের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। অর্থাৎ তাত্ত্বিক বস্তু ও জ্ঞানতাত্ত্বিক বস্তু এক ও অভিন্ন।

এখন দেখা যাক, জ্যোতির্বিজ্ঞানে কোপার্নিকীয় বিপ্লব বলতে কি বোঝায়। কোন ঘটনাকে যথার্থভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কিছু প্রকল্প (hypothesis) রচনা করেন। যে ঘটনার ব্যাখ্যার জন্য কোপার্নিকাসের এত খ্যাতি তা হোল সূর্যের আপাতগতি (apparent movement of the Sun)।

এই ঘটনার ব্যাখ্যা জ্যোতির্বিজ্ঞানে দুভাবে দেওয়া হয়েছে। (১) ভূকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা (geocentric explanation) এবং (২) সৌরকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা (heliocentric explanation)।

ভূকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী, পৃথিবী স্থির এবং সূর্য ও অন্যান্য তারকামণ্ডলী তার চারদিকে ঘুরছে। আমরা সূর্যকে পূর্বদিকে উদিত হতে দেখি তার কারণ সূর্য পূর্বদিকে উদিত হয়। আবার সূর্যকে পশ্চিমে অস্ত যেতে দেখি তার কারণ সূর্য পশ্চিমে অস্ত যায়। অপরপক্ষে, সৌরকেন্দ্রিক ব্যাখ্যা অনুযায়ী, সূর্য স্থির এবং পৃথিবী তার চারদিকে ঘুরছে। ভূকেন্দ্রিক ব্যাখ্যায় যেভাবে সৌরজগতের ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঠিক তার বিপরীত ব্যাখ্যা কোপার্নিকাস তার বিপ্লবাত্মক সৌরকেন্দ্রিক মতবাদে প্রকাশ করেছেন। কোপার্নিকাসের মতে, সূর্যকে আপাতদৃষ্টিতে গতিশীল বলে মনে হয় কারণ আমরা আমাদের গতি সূর্যতে আরোপ করি। গতি প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর, সূর্যের নয়। পৃথিবীর গতি সূর্যতে আরোপিত হচ্ছে। কোপার্নিকাসের মতবাদে প্রকৃত বস্তু এবং অবভাসের মধ্যে পার্থক্য করা হয়েছে। ফলে সরল বস্তুবাদকেও খণ্ডন করা হয়েছে।

ভূকেন্দ্রিক মতবাদের বিপরীতে কোপার্নিকাস যেমন সৌরকেন্দ্রিক মতবাদ প্রতিষ্ঠা করলেন ঠিক সেরকম কান্ট জ্ঞানরাজ্যে এক পরিবর্তন আনলেন। টলেমির মতে, সূর্যকে গতিশীল দেখি কারণ সূর্য সত্যিই গতিশীল। এই মতবাদ সরল বস্তুবাদকেই সমর্থন করে কারণ এই মতে প্রকৃত বস্তু এবং তার অবভাসের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। অপরপক্ষে, কোপার্নিকাস সরল বস্তুবাদকে খণ্ডন করে প্রকৃত বস্তু এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করলেন—গতিশীল বলে মনে হলেও সূর্য প্রকৃতপক্ষে গতিশীল

নয়। কান্টও জ্ঞানের বিষয় সম্বন্ধে সরল বস্তুবাদের ধারণাকে পরিবর্তিত করলেন। সরল বস্তুবাদ অনুসারে জ্ঞানের বিষয়ই জ্ঞানের জনক। জ্ঞানের কাজ হোল বস্তুকে যথাযথ প্রকাশ করা। জ্ঞানে বস্তু ভাসমান হয় মাত্র। যথার্থ হতে হলে জ্ঞানকে বস্তুর অনুরূপ হতে হবে। কিন্তু কান্ট বলছেন, যদি তাই হয় তবে কিভাবে বস্তু সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ, আবশ্যিক জ্ঞান হওয়া সম্ভব? অর্থাৎ প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক বিধানকে তাহলে আমরা ব্যাখ্যা করব কি করে? বিষয় সম্বন্ধে প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞান আমাদের অবশ্য ততটুকুই হতে পারে যতটুকু আমরা তাদের ওপর আরোপ করেছি।

'বিষয়' বলতে কান্ট কি বোঝেন তা আমাদের স্পষ্টভাবে বোঝা দরকার 'বিষয়' বলতে কান্ট বুঝছেন জ্ঞানের বিষয়। এ সম্বন্ধে আমাদের এতকালের ধারণাকে কান্ট পরিবর্তিত করলেন।[৪] আমরা এতকাল মনে করতাম যে, বিষয় সম্পূর্ণরূপে জ্ঞাতা নিরপেক্ষ। জ্ঞানে জ্ঞাতা বিষয়ের স্বরূপকে প্রকাশ করে। কান্ট প্রথম দেখালেন যে বিষয় জ্ঞাতানির্ভর। সেইজন্যই আমরা সহজেই কান্টের মূল প্রশ্ন "সংশ্লেষক প্রাক্‌সিদ্ধ বিধান সম্ভব কিনা?"-এর উত্তর দিতে পারি। স্বতন্ত্র বস্তু বুদ্ধিসাপেক্ষ বা জ্ঞানসাপেক্ষ হতে পারে না। জ্ঞানে আমরা যা পাই তা স্বতন্ত্র বস্তু নয়—তা আমাদের জ্ঞানের বিষয় এবং এই বিষয়ের স্বরূপ আমাদের জ্ঞানশক্তির ওপর নির্ভর করে। এই জ্ঞানশক্তি বলতে কিন্তু কান্ট সকল মানুষের মধ্যে বিদ্যমান এক সাধারণ জ্ঞানশক্তিকেই বুঝেছেন—ব্যক্তিবিশেষের ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধিকে বোঝেননি। জ্ঞানশক্তি নির্ভর কিছু জ্ঞানীয় আকার সব জ্ঞাতার মধ্যে উপস্থিত—যেমন ইন্দ্রিয়শক্তির আকার দেশ ও কাল এবং বুদ্ধিবৃত্তির প্রকারসমূহ। এসব আকারের দ্বারা বিশেষিত হয়েই বিষয় আমাদের কাছে জ্ঞাত হয়। আর, বিষয় বুদ্ধির ওপর বা জ্ঞানশক্তির ওপর নির্ভর করলেও তার দ্বারা সম্পূর্ণ তৈরি হয়, এমন কথা কান্ট বলেন না। বিষয়ের সাধারণ ব্যাপক রূপটিই, বিষয়টি নয়, বুদ্ধি দ্বারা নির্দ্ধারিত হয়। অধ্যাপক রাসবিহারী দাস এই ব্যাপারটি খুব পরিষ্কারভাবে তাঁর লেখায় বুঝিয়ে দিয়েছেন। "বিষয়ের বিশেষ বিশেষ গুণ-ধর্ম শুধু বুদ্ধি দ্বারা নিরূপিত হইতে পারে না। টেবিল বলিলে, একেবারে না দেখিয়াও আমরা বলিতে পারি, এটা একটা দ্রব্য হইবে এবং এর দৈশিক পরিমাণ থাকিবে, কিন্তু তাহা কি রং এর হইবে, কতখানি ছোট বড় হইবে, তাহা নিরূপণ করিতে হইলে অনুভবের প্রয়োজন।"[৫]

আর একটি কথা বলে আমরা এই আলোচনা শেষ করব। জ্ঞানের বিষয়ের ক্ষেত্রে কান্ট যে পরিবর্তন আনলেন তার সঙ্গে কোপার্নিকাসের বিপ্লবের মূল সাদৃশ্য কোথায় দেখা যাক। আপাতদৃষ্টিতে সূর্য ও তারাদের গতিশীল মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এদের কোন গতি নেই। দর্শকের অবস্থা বিশেষের জন্য গতির প্রতীতী হয় মাত্র। ঠিক সেই রকম জ্ঞানের ক্ষেত্রে বিষয়ে যে ধর্ম আমরা দেখি তা স্বতন্ত্রভাবে বিষয়েই আছে বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। জ্ঞাতার জ্ঞানশক্তির ওপর বিষয়ের ধর্ম নির্ভরশীল। অতএব সাদৃশ্যের মূল কথাটি হোল—সৌরজগতের বস্তুসমূহের

ছাত্র। অধিবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে ধারণানির্ভর—গণিতের মত তাকে অপরোক্ষ অনুভবের ওপর ধারণা প্রয়োগের জন্য নির্ভর করতে হয় না। কিন্তু অন্যান্য বিজ্ঞান অপেক্ষা প্রাচীনতর হয়েও আজও অধিবিদ্যা বিজ্ঞানের নিশ্চিত জগতে প্রবেশ করতে পারেনি। অধিবিদ্যার ছাত্ররা বারবার পথভ্রষ্ট হয়েছেন, ঐকমত্য হতে পারেন নি; বিবাদ বিসম্বাদের এক রণভূমিতে পরিণত হয়েছে অধিবিদ্যা। কি সেই কারণ যার জন্য বিজ্ঞানের পথে অধিবিদ্যা পদক্ষেপ করতে পারেনি? এই পথ আবিষ্কার করা কি অসম্ভব? নিশ্চয়ই তা নয়। এতদিন পর্য্যন্ত আমরা অধিবিদ্যার আসল পথটি খুঁজে পাইনি ঠিকই, কিন্তু আরো চেষ্টা করলে সফল হতেও পারি এই আশা পোষণ করা কি অসঙ্গত?

কান্ট নিজেই তাঁর ***Critique of Pure Reason***-এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় বলেছেন যে, তাঁর এই বই-এর মূল উদ্দেশ্যই হোল অধিবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করা। তিনি অধিবিদ্যাকে বিজ্ঞানের পর্য্যায়ে উন্নীত করতে চান। কান্টের এই স্পষ্ট উক্তি সত্ত্বেও কোন কোন দার্শনিক মনে করেন যে কান্টের মতে অধিবিদ্যা অসম্ভব। প্রকৃতপক্ষে কান্ট দুরকম অর্থে 'অধিবিদ্যা'-কে নিয়েছেন। এক অর্থে অধিবিদ্যা হোল তাই যা অতীন্দ্রিয় বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। কান্ট তাঁর ***Critique***-এ এই রকম অধিবিদ্যা অসম্ভব বলে উল্লেখ করেছেন। দ্বিতীয় অর্থে অধিবিদ্যা হোল প্রকৃতির অধিবিদ্যা। এটা হোল প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাক্‌সিদ্ধ বিদ্যা। অর্থাৎ এটি প্রকৃতির প্রাক্‌সিদ্ধ সূত্রের তন্ত্র। এই অর্থে অধিবিদ্যা সমস্ত বিজ্ঞানের সেরা। এই অর্থেই কান্টের মতে অধিবিদ্যা সম্ভব। বৈজ্ঞানিকগণ সবসময়ই প্রকৃতি সম্বন্ধে প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক সূত্রের অস্তিত্ব মেনে নেন এবং এইরকম সূত্র আবিষ্কার করাই হোল অধিবিদ্যার কাজ।

আধুনিক কালের দার্শনিকরাও দু'ধরনের অধিবিদ্যার কথা বলেছেন। বর্ণনামূলক অধিবিদ্যা ও সংশোধনমূলক অধিবিদ্যা। দার্শনিক ব্র্যাডলে সংশোধনমূলক অধিবিদ্যায় বিশ্বাস করতেন। তাঁর মতে, আমরা যে সমস্ত ধারণার সাহায্যে সত্তাকে জানতে চেষ্টা করি সেগুলি স্ববিরোধী। তাই তাঁর মতে এই ধারণাসমূহকে বাতিল করে নতুন ধারণার আমদানি করতে হবে। এরকম সংশোধনমূলক অধিবিদ্যার ঠিক বিপরীত হোল বর্ণনামূলক অধিবিদ্যা। বর্ণনামূলক অধিবিদ্যার কথা স্ট্রসন বলেছেন। তাঁর মতে, ধারণার মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই। এদের সম্বন্ধে আমাদের যে বোধ তাই ত্রুটিপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, কার্যকারণসম্পর্কের যে ধারণা তার মধ্যে কোন ত্রুটি নেই। ত্রুটি হোল সেই মতবাদের যা দিয়ে আমরা কার্যকারণসম্পর্ক ব্যাখ্যা করি। এই সমস্ত ধারণার যথার্থ ব্যাখ্যা দেওয়াই হোল অধিবিদ্যার কাজ।

এই কার্যকারণসূত্র পদার্থবিদ্যার মূল ভিত্তি। এই সূত্রটি একটি প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক বিধান। প্রত্যেক ঘটনার কারণ আছে—এটা একটা আবশ্যিক বিধান কারণ এর বিপরীত আমরা চিন্তাই করতে পারিনা। অর্থাৎ ঘটনা ঘটেছে, কিন্তু তার কারণ নেই

তা হতে পারে না। অতএব এটা প্রাক্‌সিদ্ধ। আবার এই বিধানটি সংশ্লেষক। কারণ কোন কিছু ঘটা আর তার কারণ থাকা দুটি ভিন্ন কথা। কোন কিছু ঘটলে আমরা এটুকু বলতে পারি যে তা আগে ছিল না, এখন ঘটল। কিন্তু তার যে কারণ থাকতে হবে তা আমরা ঘটনার ধারণার বিশ্লেষণ থেকেই পাই না। অতএব কান্টের মতে এই বিধানটি প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক।

আবার বলবিদ্যার (Mechanics) মূল ভিত্তিই হোল গতির নিয়ম। কোন একটি বস্তু যদি গতিশীল হয় তাহলে বাইরের কোন শক্তি দ্বারা ব্যাহত না হওয়া পর্য্যন্ত সেটি গতিশীলই থাকবে। এই বিধানটি আবশ্যিক কারণ এর বিপরীত চিন্তা করা যায় না এবং আবশ্যিক বলে এটা নিশ্চয়ই প্রাক্‌সিদ্ধ। আবার এই বিধানটি সংশ্লেষকও বটে কারণ গতিশীল বস্তুর ধারণা থেকে এটা কখনোই বলা যাবে না যে বস্তুটি বাইরের শক্তি দ্বারা ব্যাহত না হওয়া পর্য্যন্ত গতিশীলই থাকবে। অতএব কান্টের মতে অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ সংশ্লেষক বিধান লৌকিক বিজ্ঞানে সম্ভব। আর প্রকৃতির অধিবিদ্যা (metaphysics of nature) হোল প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক সূত্রাবলীর তন্ত্র (metaphysics of nature is the system of all *a priori* principles) এবং এই কারণেই প্রকৃতির অধিবিদ্যা সমস্ত লৌকিক বিজ্ঞানের ভিত্তি। (***Critique***-এ কান্ট এইরকম প্রকৃতির অধিবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করতে চেয়েছেন এবং কান্ট মনে করছেন যে তিনি তা করতে পেরেছেন কোপার্নিকীয় বিপ্লবের সদৃশ একটি বিপ্লবাত্মক পদ্ধতি বা দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে। কান্ট বলছেন যে, গণিত এবং পদার্থবিদ্যা এক একটি আকস্মিক বিপ্লবের ফলে যদি এত উন্নত হতে পারে তাহলে সেই বৈপ্লবিক পরিবর্তনের স্বরূপধর্ম কি ছিল তা আমাদের বিবেচনা করা দরকার। এই দুটি বিজ্ঞানের সাফল্য দেখে তাদের পদ্ধতি অনুকরণ করার প্রবণতা, অন্তত পরীক্ষামূলকভাবে, আমাদের মধ্যে দেখা দেওয়া উচিত—বিশেষ করে বুদ্ধিজাত জ্ঞানেরই প্রকাররূপে তাদের সঙ্গে অধিবিদ্যার যে সাদৃশ্য আছে তা দেখে।

এতদিন পর্য্যন্ত মনে করা হোত যে জ্ঞান মাত্রই বিষয়ানুরূপ। কিন্তু এই মতের বশবর্তী হয়ে ধারণার সাহায্যে বিষয়সম্বন্ধে প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞানের প্রসার ঘটাতে গিয়ে (অর্থাৎ প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক বিধান তৈরি করতে) আমরা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছি। কাজেই আমরা যদি ধরে নিই যে বিষয়কে জ্ঞানের অনুরূপ হতে হবে তাহলে অধিবিদ্যাতে আমরা আরও কিছু সাফল্য লাভ করতে পারি কিনা তা আমাদের দেখা দরকার। বিষয় যদি জ্ঞানের অনুরূপ হয় তাহলে জ্ঞান হওয়ার পূর্বেই আমরা বিষয় সম্বন্ধে কিছু জানতে পারব। এরকম প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞানই তো আমাদের কাম্য। "We should then be proceeding", কান্ট লিখেছেন, "precisely on the lines of Copernicus' primary hypothesis".[1]

কিন্তু এটা তো জ্ঞান বিষয়ক চিন্তার ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তন। বস্তুবাদী দার্শনিকদের মত থেকে এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। বস্তুবাদী দার্শনিকদের মত বলতে আমরা

Philosophy (Hons)
Sem-II
CC-3
Indian Philosophy

কান্টের বিপ্লব

রঞ্জনা মুখোপাধ্যায়

কান্টের বিখ্যাত গ্রন্থ ***Critique of Pure Reason***-এর দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকার মূল আলোচ্য বিষয় জ্ঞানরাজ্যে কোপার্নিকীয় বিপ্লব। এই বিপ্লবের কথা আলোচনা করতে গেলে আমাদের প্রথমে দেখতে হবে দর্শনে কান্ট 'বিপ্লব' শব্দটিকে কি অর্থে ব্যবহার করেছেন।

'বিপ্লব' শব্দের আভিধানিক অর্থ হোল আমূল পরিবর্তন অথবা শব্দটিকে সম্পূর্ণ উল্টো বা বিপরীত ব্যাখ্যা। 'বিপ্লব' শব্দটিকে কান্ট দর্শনে এই আভিধানিক অর্থেই প্রয়োগ করেছেন। জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে কান্ট সাধারণ মতের সম্পূর্ণ বিপরীতে কথা বলেছেন। সাধারণ মতে, জ্ঞানের বিষয় সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, বিষয়ের সত্তা বা ধর্ম আমাদের জানা না জানার ওপর নির্ভর করে না। কান্ট এই প্রচলিত মতের বিরোধিতা করে বলেন যে, জ্ঞানের বিষয় জ্ঞাতাসাপেক্ষ। জ্ঞাতার বুদ্ধি বা জ্ঞানশক্তির ওপরই বিষয়ের স্বরূপ নির্ভর করে।

কান্ট বিশ্বাস করেন যে, প্রত্যেক বিজ্ঞানেই এমন একটা সময় আসে যখন কোন বৈজ্ঞানিক সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতির প্রবর্তন করেন এবং তার ফলে বিজ্ঞানটি সত্যিকারের বিজ্ঞানে পরিণত হয় ও তার অগ্রগতি নিশ্চিত হয়। এটা লক্ষণীয় যে সুপ্রাচীন কাল থেকেই গণিতশাস্ত্র জ্ঞানের নিশ্চিত পথে চলেছে। কিন্তু এই মসৃণ পথে পদক্ষেপ গণিতের পক্ষে সহজে সম্ভব হয়েছিল, এমন কথা কান্ট মনে করেন না। বরং কান্ট মনে করেন যে গণিতকে বহুদিন অন্ধকারে হাতড়ে বেড়াতে হয়েছিল এবং নিশ্চিত সাফল্যের জন্য তাকে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল। এই বিপ্লবের ইতিহাস আমাদের কাছে অজ্ঞাত। কিন্তু বিপ্লব যে ঘটেছিল তাতে কোন সংশয় নেই। যিনি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের ধর্মসমূহকে স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন তাঁর বুদ্ধিতে যে হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগেছিল তা সহজবোধ্য। ঐ ত্রিভুজের নকশার মধ্যে বা তার বিশুদ্ধ ধারণার মধ্যে কি রয়েছে তা দেখা বা তার থেকে যেন তার ধর্মগুলোকে বুঝে ফেলা, এটা সঠিক পদ্ধতি নয় বলেই তিনি বুঝেছিলেন। তিনি কার্যত জ্যামিতিক নকশা বা চিত্রটিকে নির্মাণ করেন অভিজ্ঞতানিরপেক্ষভাবে গঠিত কিছু ধারণাবলী তাতে আরোপ করে। অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ এরূপ ধারণা আরোপনের মাধ্যমেই তিনি নকশাটিকে নতুনভাবে নিজের কাছে উপস্থাপিত করেন। তাঁর এই প্রতীতী জন্মে যে, এ সব ধারণা থেকে যা আবশ্যিকভাবে নিঃসৃত হয় তা স্পষ্ট করে প্রকাশ করাই হোল সঠিক পদ্ধতি। তিনি একথাও উপলব্ধি করেন যে, প্রাক্‌সিদ্ধ নিশ্চয়তার সঙ্গে যদি কিছু

জানতে হয় তাহলে জ্যামিতিক নকশাটিতে তিনি এমন কিছু আরোপ করতে পারেন না যা তাঁর নির্মিত নকশাটির ধর্ম (তাঁরই দেওয়া) থেকে আবশ্যিকভাবে নিঃসৃত হয় না। কান্ট বলেছেন, "If he is to know anything with *a priori* certainty he must not ascribe to the figure anything save what necessarily follows from what he has himself set into it in accordance with his concept." এরূপ নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের রাজপথে প্রবেশ করতে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের অনেক সময় লেগেছিল। বলাবাহুল্য, এক বৌদ্ধিক (intellectual) বিপ্লবের ফলেই তা সম্ভব হয়েছিল। এখানে অবশ্য কান্ট অভিজ্ঞতাজাত সূত্রাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের কথাই বলছেন।

গ্যালিলিওকে পরীক্ষণমূলক পদ্ধতি (experimental method)-র প্রবর্ত্তক রূপে গণ্য করা হয়। যে বলগুলির ওজন তিনি আগেই নির্দ্ধারণ করে রেখেছিলেন সেই বলগুলিকে যখন গ্যালিলিও একটি ঢালু ভূমিতে গড়িয়ে পড়তে দিয়ে প্রমাণ করলেন যে সব পতনশীল দ্রব্যই একই ত্বরণে (acceleration) পতিত হয়, যখন Torricelli বায়ুর যে ওজন আছে তা প্রমাণ করলেন, যে ওজন জলের একটি নির্দিষ্ট আয়তনের সমান বলে তিনি আগেই হিসেব করে রেখেছিলেন, অথবা আরো অনেক পরে Stahl যখন কিছু বাদ দিয়ে আবার তা যোগ করে ধাতুকে Oxide-এ এবং আবার Oxide-কে ধাতুতে রূপান্তরিত করলেন তখন প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে একটি তথ্য উদ্ভাসিত হোল। তথ্যটি হোল—বুদ্ধি নিজের পরিকল্পনা অনুযায়ী যা উৎপন্ন করে একমাত্র তাকেই জানবার বা উপলব্ধি করার শক্তি বুদ্ধির আছে। এবার এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হলো, বুদ্ধিকে আর প্রকৃতির বশ্যতা স্বীকার করতে দেওয়া হবে না—বরং প্রকৃতিকেই বাধ্য করা হবে বুদ্ধির প্রশ্নের উত্তর দিতে। বুদ্ধি এমন আবশ্যিক নীতি আবিষ্কার করতে চায় যা আকস্মিক (পূর্ব অপরিকল্পিত) প্রত্যক্ষে ধরা পড়ে না। Kant বলছেন, "Reason, holding in one hand its principles, according to which alone concordant appearances can be admitted as equivalent to laws, and in the other hand the experiment which it has devised in conformity with these principles, must approach nature in order to be taught by it."[২] যে ছাত্র শিক্ষকের সব কথা শোনে এমন ছাত্রের ভূমিকা বুদ্ধির নিলে চলবে না—বরং তাকে নিতে হবে একজন যথার্থ বিচারকের ভূমিকা যিনি তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে সাক্ষীকে বাধ্য করেন। অতএব পদার্থবিদ্যাকেও তার হিতকর বিপ্লবের জন্য সেই ভাবনাকেই অনুসরণ করতে হবে যাতে প্রাকৃতিক অনুসন্ধান কর্মে বুদ্ধিকে বা বুদ্ধি উৎসারিত উপাদানকে পদপ্রদর্শক হিসেবে গ্রহণ করা হয়। এইভাবেই বহু শতাব্দী পরে পদার্থবিদ্যা নিশ্চয়াত্মক জ্ঞানের মসৃণ পথে প্রবেশ করতে পেরেছে।

অধিবিদ্যা বৌদ্ধিক কল্পনা বা গবেষণানির্ভর সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি বিদ্যা যা অভিজ্ঞতার শিক্ষাকে অতিক্রম করে বহুদূর চলে যায়, যেখানে বুদ্ধি নিজেই নিজের

চূড়ান্ত ও অপরিবর্তনীয় অবদান বলে মনে করেন, সুতরাং এদের পূর্বশর্তকেও একইভাবে স্বীকার করেছেন। কান্ট এও বিশ্বাস করেন যে, প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণের একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তিনি দিয়েছেন। এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চান যে, যদি এরূপ কোনো অবধারণ থাকে যা তাঁর তালিকায় অনুল্লিখিত, তাবে সেই অবধারণ তাঁর তালিকাভুক্ত অন্য অবধারণগুলির থেকে নিঃসরণযোগ্য।

Richard Robinson কান্টীয় দর্শনে আবশ্যিকতার চারটি প্রকারের প্রতি আলোকপাত করেন। কান্টের প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণে এর কোনো প্রকার আবশ্যিকতা উপস্থিত নেই—

(ক) আবশ্যিকতার অর্থ বিশ্বাসের অপরিহার্যতা; যে সব অবধারণে বিশ্বাস অপরিহার্য, সেগুলি আবশ্যিক, কারণ আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য।

(খ) অ্যারিস্টটলীয় আবশ্যিকতা যেখানে অবধারণে 'অবশ্য' বা 'বাধ্য' পদের উল্লেখ অপরিহার্য।

(গ) লাইবনিজিয় অর্থ, যেখানে আবশ্যিকতার ভিত্তিভূমি হল স্ববিরোধিতার নীতি, এটি হল প্রাক্‌সিদ্ধ বিশ্লেষক অবধারণের আবশ্যিকতা।

(ঘ) যে সব অবধারণের অনিয়ন্ত্রিত সার্বিকতা থাকে (unrestricted universality), সেগুলিও আবশ্যিক। হিউম একে মনস্তাত্ত্বিক আবশ্যিকতা বলেছেন, কারণ সমস্ত বাস্তব ঘটনা বা পদার্থের বিপরীত সর্বদাই সম্ভব।

কান্টের দর্শনে প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণের আবশ্যিকতা হল একটি পঞ্চম প্রকারের আবশ্যিকতা, যাকে প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞানীয় পূর্বশর্ত বিষয়ক (transcendental) বলা যায়।[১৭] এই আবশ্যিকতা অভিজ্ঞতার প্রাক্‌সিদ্ধ শর্তরূপে অভিজ্ঞতাপূর্ব। এর আবশ্যিকতা যতো না বাস্তববাদী তার চেয়ে বেশি নির্দেশবাহী।

কোনো কোনো চিন্তাবিদের মতে গাণিতিক অবধারণগুলি সংশ্লেষক নয়, তারা বিশ্লেষক। কান্টের সমর্থনে W. H. Walsh নিম্নোক্ত যুক্তি দিয়েছেন ঃ—

যদি আমরা এই সংজ্ঞা মেনে নিই যে, বিশ্লেষক অবধারণের সত্যতা সর্বদাই যুক্তিবিজ্ঞানের নীতির দ্বারা নির্ধারিত হয়, তাহলে কার্যতঃ আমাদের কোনো এক প্রকার প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ স্বীকার করে নিতে হয়।[১৮] ব্যাখ্যা করে বলা যায়, উল্লিখিত যুক্তিবিজ্ঞানের নীতিগুলি অবশ্যই সংশ্লেষক, বিশ্লেষক নয়, কারণ তাদের সত্যতা ঐ একই নীতির দ্বারা নির্ধারিত নয়। আবার তারা প্রাক্‌সিদ্ধও বটে, কারণ তাদের আবশ্যিকতা ও সার্বিকতা (প্রাক্‌সিদ্ধ অবধারণের বৈশিষ্ট্য) দুইই রয়েছে।

উপসংহার

বস্তুতঃ বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক অবধারণের পার্থক্য যে অনিবার্য, তা হল কান্টের প্রধান সমস্যার (প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণের সম্ভাব্যতা ব্যাখ্যা) পূর্বশর্ত। কান্টের আবিষ্কারেরর ফল হল, সব বিশ্লেষক অবধারণ প্রাক্‌সিদ্ধ। কিন্তু এর বিপরীতটি সত্য

নয় এবং সব পরতসাধ্য অবধারণ হল সংশ্লেষক, কিন্তু এর বিপরীতটি সত্য নয়। এ থেকে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, কিছু কিছু অবধারণ প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক যার পিছনে 'শুদ্ধ স্বজ্ঞা' কাজ করছে।

সূত্র নির্দেশ ও টীকা

১। Immanuel Kant, ***Prolegomena To Any Future Metaphysics,*** Henry Regnery Company, Chicago, Illinois, 1902. পৃঃ-১৬

২। "Since these sciences actually exist, it is quite proper to ask how they are possible; for that they must be possible is proved by the fact that they exist." ***Immanuel Kant's Critique of Pure Reason,*** tr. by N. Kemp Smith, Macmillan, 1933, পৃঃ-৫৬ (B 20).

৩। তদেব, পৃঃ-৫৫ (B 19).

৪। এখানে মনে রাখতে হবে যে, অবধারণের আকার বহুলাংশে উদ্দেশ্য-বিধেয়-বিশিষ্ট বলে অনেকে অবধারণ ও বচনকে অভিন্ন বলে মনে করেন। কিন্তু কান্টের শ্রেণীবিভাগ বচন বিষয়ে নয়—এটি হল অবধারণ বিষয়ে, অর্থাৎ যে বচনটি কোনো না কোনো ব্যক্তি দ্বারা ঘোষিত (asserted)। এই ব্যবহার বহু দিক থেকে সুবিধাজনক। এ প্রসঙ্গে S. Körner বলেছেন, "This is in many ways an advantage, since judgements are personal events, and the manner in which they exist is less problematic than the manner of existence of propositions. ***Kant,*** Penguin Books, 1955, পৃঃ-১৮।

৫। ***Immanuel Kant's Critique of Pure Reason.*** tr. by N. Kemp Smith, পৃঃ-৪১ (B 1).

৬। তদেব, **Introduction** অধ্যায়টি দ্রষ্টব্য।

৭। S. Korner, ***Kant,*** পৃঃ ১৯।

৮। ***Immanuel Kant's Critique of Pure Reason,*** পৃঃ- ৪৩-৪৪ (B 3-4)

৯। তদেব, পৃঃ- ৪৮

১০। তদেব, পৃঃ- ৪৮ (B 10)

১১। তদেব, পৃঃ-১১০ (A 151) দ্রষ্টব্য।

১২। তদেব, পৃঃ- ৪৮ (A 7) দ্রষ্টব্য।

১৩। তদেব, পৃঃ- ৪৯ (A 8) দ্রষ্টব্য।

১৪। Kant, ***Prolegomena To Any Future Metaphysics,*** পৃঃ- ১৬।

১৫। ***Kant's Critique of Pure Reason,*** পৃঃ- ৫২. কান্ট বলেছেন, "All

বলিষ্ঠ দিকটিতে চলে যান।[২২] প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণের সম্ভাব্যতা বিষয়ে কান্ট প্রদত্ত যুক্তি স্পষ্টতই 'প্রাক্‌সিদ্ধ' পদের দুর্বল অর্থের ওপর নির্ভরশীল বলে মনে হয়।

২. কান্টের বিরুদ্ধে প্রচলিত প্রধান আপত্তি দুটি।[২৩]

(ক) কান্ট-প্রদত্ত অবধারণ সম্পর্কীয় শ্রেণীবিন্যাস সমস্ত অবধারণকে শুধুমাত্র উদ্দেশ্য-বিধেয়-আকারবিশিষ্ট বলে মনে করে।

(খ) 'বিশ্লেষক' পদের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, বিধেয় উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকে। এই সংজ্ঞাটিও আলংকারিক অর্থে নেওয়া হয়েছে, সুতরাং খুবই অস্পষ্ট।

কান্টের সমর্থনে কিছু সরল যুক্তি দেওয়া যায়।[২৪] কর্ণারের মতে এই দুটি সমালোচনা যুক্তিগ্রাহ্য হলেও প্রকৃতপক্ষে গুরুতর নয়। প্রথম সমালোচনাটি স্বীকার করে তিনি বলেন, সত্যই কান্ট একটি বিশেষ আকারের অবধারণের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন এবং অন্যান্য আকারবিশিষ্ট অবধারণকে (যেমন প্রাকল্পিক, বৈকল্পিক, আদেশসূচক ইত্যাদি) অগ্রাহ্য করেছেন। এর জন্য দায়ি হল কান্ট গৃহীত প্রথাসিদ্ধ ও প্রচলিত (traditional) যুক্তিবিজ্ঞান, যা প্রধানতঃ উদ্দেশ্য-বিধেয় আকারবিশিষ্ট অবধারণ নিয়ে আলোচনা করে। কিন্তু কান্টের দর্শনে গুরুত্বপূর্ণ কথা হল অবধারণ বিষয়ে তাঁর শ্রেণীবিভাগ অন্যান্য সব অবধারণের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য কি না। কর্ণার মন্তব্য করেছেন যে, এই সমস্যা সমাধান করতে গেলে কান্ট-প্রদত্ত বিশ্লেষক ও সংশ্লেষকের সংজ্ঞাটিকে পুনর্গঠনীকরণ করা প্রয়োজন (reconstruction) যাতে সব আকারের অবধারণ এই সংজ্ঞার দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়। সংজ্ঞাটিকে এভাবে উপস্থাপন করা যায় ঃ

একটি অবধারণ বিশ্লেষক হবে, যদি এবং কেবল যদি, এই অবধারণের বিরুদ্ধ অবধারণটি স্ববিরোধী হয়।

এই সংজ্ঞা অনুসারে এই অবধারণ "যদি ক খ-এর থেকে বৃহত্তর হয়, তবে খ ক-এর থেকে ক্ষুদ্রতর" অবশ্যই বিশ্লেষক অবধারণ হবে।

'অন্তর্ভুক্তি' শব্দটির আলংকারিক ব্যবহার সম্পর্কে কর্ণার বলেন, একথা সত্য যে, যে অর্থে একটি বড়ো আকারের বস্তু অপর একটি ছোট বস্তুকে নিজের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে, সে অর্থে অবধারণের উদ্দেশ্য বিধেয়কে নিজের অন্তর্ভুক্ত করতে পারে না। কিন্তু নতুন সংজ্ঞানুযায়ী কান্টের বক্তব্যের অর্থ খুবই পরিষ্কার ঃ একটি অবধারণের বিধেয় তার উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়, যদি এবং কেবল যদি, অবধারণটির বিরুদ্ধ অবধারণ স্ববিরোধী হয়। "সবুজ হয় এক প্রকার বর্ণ" এই অবধারণটিতে যদি কান্টীয় রূপক প্রয়োগ করি তবে তা দাঁড়ায় 'বর্ণ'-এর ধারণাটি 'সবুজ' পদের অন্তর্ভুক্ত। এটি সমুচিত প্রয়োগ, কারণ 'সবুজ' পদটি সম্বন্ধে 'বর্ণ' পদটি অস্বীকার করলে স্ববিরোধিতা দেখা দেয়।

এই পটভূমিকায় বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক অবধারণের পার্থক্যকেও পুনর্বিন্যাস করে বলা যায় ঃ একটি অবধারণ বিশ্লেষক হবে, যদি এবং কেবল যদি এই অবধারণের

বিরুদ্ধ অবধারণ স্ববিরোধী হয়, অথবা যদি এই অবধারণের যৌক্তিক আবশ্যিকতা থাকে, অথবা যদি এর বিরুদ্ধ অবধারণের যৌক্তিক অসম্ভাব্যতা থাকে। অপরদিকে যে অবধারণ বিশ্লেষক নয়, তা হল সংশ্লেষক।

৩. কান্টের বিরুদ্ধে গভীরতর আপত্তির কথা কর্ণার উল্লেখ করেছেন। তাঁর প্রশ্ন, প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ কি সত্যই সম্ভব? এই আপত্তিটি কান্টীয় দর্শনে আবশ্যিকতার দুটি অর্থের বিভ্রান্তির ওপর নির্ভরশীল। সঙ্কীর্ণ অর্থে শুধু বিশ্লেষক অবধারণগুলি আবশ্যিক এবং ব্যাপক অর্থে সব প্রাক্‌সিদ্ধ অবধারণ আবশ্যিক। বিশ্লেষক অবধারণের আবশ্যিকতা হল যৌক্তিক আবশ্যিকতা। তাদের অস্বীকার করলে যুক্তিবিজ্ঞানের নীতির বিরোধিতা করা হয়, একই সঙ্গে সমস্ত বাস্তব চিন্তা এবং বিজ্ঞানচিন্তাকে বিশৃঙ্খল করে দেওয়া হয়। প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবরণগুলিও আবশ্যিক, কারণ তাদের বৈধতার জন্য তারা ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে না। কিন্তু তাদের আবশ্যিকতা বিশ্লেষক অবধারণের আবশ্যিকতার সঙ্গে অভিন্ন নয়, কারণ সংশ্লেষক অবধারণের সংজ্ঞা থেকে এটি স্পষ্ট যে, সংশ্লেষক অবধারণের বৈধতা শুধুমাত্র যুক্তিবিজ্ঞানের নীতির দ্বারা নির্ধারিত নয়, তদতিরিক্ত কিছুর দ্বারা যাচাইযোগ্য, যদিও এই বৈধতা সর্বদাই যুক্তিবিজ্ঞানের নীতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

কর্ণার এ প্রসঙ্গে দুটি উদাহরণের উল্লেখ করেছেন।[২৫]

(ক) প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ—"সব পরিবর্তনের কারণ আছে"।

(খ) পরতসাধ্য সংশ্লেষক—"সব ব্যক্তিরই তার জন্মের ত্রিশত বার্ষিকীর আগে মৃত্যু হয়"।

(ক)-এর ক্ষেত্রে কোনো একটি পরিবর্তনের কারণহীনতার সম্ভাবনাকে আমরা বর্জন করি (এমন কি কোনো ক্ষেত্রে একটি পরিবর্তনের কারণের অনুপস্থিতিতেও)। কিন্তু (খ)-কে স্বীকার করতে গিয়ে আমরা কোনো কোনো ব্যক্তির জন্মের ত্রিশতবার্ষিকী অতিক্রম করবার সম্ভাবনাকেও বর্জন করি না। সুতরাং (ক) যে অর্থে সার্বিক ও আবশ্যিক, (খ) সে অর্থে নয়।

কান্ট বিশ্বাস করেন যে, আবশ্যিকতা ও কঠোর সার্বিকতা যুগ্মভাবে ও পৃথকভাবে অবধারণের প্রাক্‌সিদ্ধ স্বভাবের পর্যাপ্ত পূর্বশর্ত। কর্ণার স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, সমস্ত প্রাক্‌সিদ্ধ অবধারণের আবশ্যিকতা কখনোই বিশ্লেষক অবধারণের যৌক্তিক আবশ্যিকতা নয়। প্রকৃত পার্থক্যটি হল এই। যেখানে প্রাক্‌সিদ্ধ বিশ্লেষক অবধারণের বিরুদ্ধ অবধারণটি আমাদের সমস্ত বাস্তব জ্ঞান, এমনকি বিজ্ঞানের মূলে কুঠারাঘাত করে, সেখানে প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণের বিরুদ্ধ অবধারণটি অনেক কম বিপজ্জনক।

কান্ট নিজে কিন্তু এই বিশ্লেষক-সংশ্লেষকের পার্থক্য সৃষ্টি করেন নি।[২৬] এগুলি তিনি গণিত, ইউক্লিডিয় জ্যামিতি ও নিউটনীয় পদার্থবিদ্যা, এমনকি প্রথাগত যুক্তিবিদ্যার পূর্বশর্ত হিসাবে স্বীকার করেছেন। এগুলিকে তিনি মানুষের চিন্তাশক্তির

একটি বিশেষ সংখ্যায় দুটি সংখ্যার সংযোগ এবং '১২'-র লক্ষণার্থ হল গাণিতিক সংখ্যার পারম্পর্যে ১১ সংখ্যাটির অনুবর্তী সংখ্যা (successor)। এখন, 'বিশ্লেষক' কথাটির অর্থ হল উদ্দেশ্যের লক্ষণার্থের মধ্যে বিধেয়ের লক্ষণার্থের অন্তর্ভুক্তি, এই অর্থে "৭ + ৫ = ১২" প্রাক্‌সিদ্ধ হয়েও বিশ্লেষক নয়, সংশ্লেষক।

একটি শুদ্ধ জ্যামিতিক অবধারণ হল "সরলরেখা হল দুটি বিন্দুর সর্বাপেক্ষা ন্যূনতম দূরত্ব নির্দেশক রেখা"। সাধারণভাবে মনে হয়, এই ধরনের (apodeictic)[১৭] অবধারণের বিধেয়টি উদ্দেশ্যের ধারণার অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে, সুতরাং এটি বিশ্লেষক। কিন্তু এই মত শুধুমাত্র অবধারণের অন্তর্গত শব্দগুলির অস্পষ্টতার ফল। এই অবধারণ সংশ্লেষক, কারণ সরলরেখার ধারণা পরিমান বিষয়ক নয়, এটি গুণবিষয়ক ধারণা। ন্যূনতাবিষয়ক ধারণাটি সম্পূর্ণই নতুন সংযোজন, এটি সরলরেখার ধারণার কোনোরকম ব্যাখ্যা থেকেই নিঃসৃত হয় না। শুধুমাত্র স্বজ্ঞার (intuition) সাহায্যেই যে এক্ষেত্রে সংশ্লেষণ সম্ভব হয়, তা এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। আমাদের চিন্তার জগতে কোনো একটি ধারণার সাথে কোনো একটি বিধেয়কে যুক্ত করতে হবে এবং এই সংযুক্তি আবশ্যিকভাবেই ধারণাগুলির মধ্যে সমবেত (inherent) থাকবে। চিন্তার জগতে ধারণার সঙ্গে আমাদের 'কি যুক্ত করা উচিত' তা গুরুত্বপূর্ণ নয়। বরং ধারণাটি সম্বন্ধে স্পষ্ট বা অস্পষ্টভাবে আমরা 'বাস্তবিক কি চিন্তা করি', সেই প্রশ্নটি এখানে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এর থেকেই স্পষ্ট হয় যে ধারণা বিষয়ে স্বজ্ঞার পরিপ্রেক্ষিতেই একটি বিধেয় আবশ্যিকভাবে ধারণাটির সাথে যুক্ত হয়, শুধুমাত্র ধারণার মধ্যে চিন্তিত হওয়ার জন্য নয়।

কান্ট-প্রদত্ত প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণের পরবর্তী দৃষ্টান্ত হল নীতিবিদ্যাবিষয়ক অবধারণগুলি, যেমন "আমাদের কর্তব্যগুলি নৈতিক বিধি দ্বারা নির্দিষ্ট" (আমাদের উদ্দেশ্য বা আকাঙ্ক্ষার দ্বারা নয়, কারণ সেগুলি কর্তব্যভিন্ন অন্য পথে চলে যেতে পারে)। এই অবধারণ সংশ্লেষক, কারণ এর বিরোধিতা স্ববিরোধিতা ছাড়া সম্ভব নয়, আবার এটি প্রাক্‌সিদ্ধও বটে, কারণ কর্তব্যের ধারণা কোনোভাবেই বাস্তব ঘটনা সম্পর্কীয় কোনো বর্ণনার সাথে সম্পর্কিত নয়।

এখানে কান্ট স্বীকার করেন যে, জ্যামিতির পূর্বশর্ত হিসাবে কিছু মূলনীতি পাওয়া যায় সেগুলি প্রকৃতই বিশ্লেষক এবং যেগুলি স্ববিরোধিতার নীতির ওপর নির্ভরশীল।[১৮] কিন্তু সেগুলি হল অভেদসম্পর্কিত অবধারণ (identical propositions) যেগুলি জ্যামিতিক পদ্ধতির যোগসূত্রের কাজ করে, তারা নিজেরা নীতি নয়। যেমন, "ক = ক", "(ক + খ) > ক", "অবয়বী সর্বদাই অবয়ব অপেক্ষা বৃহত্তর" ইত্যাদি।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, যাকে কান্ট পদার্থবিদ্যা বলেছেন, সেখানেও প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণের প্রভূত উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন, "বস্তুগত জগতে শত পরিবর্তন সত্ত্বেও বস্তুর পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকে," বা "গতির সমস্ত ব্যাখ্যাতেই (communication) ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া সমান হয়ে থাকে।" প্রথম অবধারণটি

আবশ্যিক বলে উৎপত্তির দিক থেকে প্রাক্‌সিদ্ধ এবং একই সঙ্গে সংশ্লেষকও বটে। কারণ, বস্তুর ধারণার মধ্যে স্থায়িত্বের ধারণা থাকে না, শুধুমাত্র দেশগত অবস্থিতির ধারণা থাকে। সুতরাং বস্তুর ধারণার অন্তর্গত নয় এমন কিছুকে আবশ্যিকভাবে এই ধারণার সঙ্গে যুক্ত করতে হলে আমাদের বস্তুর ধারণাকে অতিক্রম করতে হয়। এইভাবে অবধারণটি বিশ্লেষক না হয়ে সংশ্লেষক হয় এবং একই সঙ্গে আবশ্যিকও হয়।

অধিবিদ্যার ক্ষেত্রেও কান্ট একই মত পোষণ করেন। এক্ষেত্রেও প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ থাকা আবশ্যক। বিজ্ঞান হিসাবে অধিবিদ্যার অসম্ভাব্যতা প্রমাণে কান্ট এই যুক্তিই প্রয়োগ করেন যে, যেহেতু এই অবধারণ অধিবিদ্যায় ব্যাখ্যা করা যায় না, সেহেতু বিজ্ঞান হিসাবে অধিবিদ্যা অসম্ভব।[১৯] তবে, বিভিন্ন বিচারে অধিবিদ্যার অসম্ভাব্যতা প্রমাণিত হলেও কান্ট চূড়ান্তভাবে এটিকে অসম্ভব বলেন নি। বরং তাঁর মতে মানুষের যুক্তির প্রকৃতি অনুসারে অধিবিদ্যা একটি অপরিহার্য বিজ্ঞান, এবং সেইহেতু অধিবদ্যায় প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞান লাভ করা যায়। বস্তুবিষয়ে যে সব ধারণাগুলিকে আমরা আবশ্যিকরূপে গঠন করি, সেগুলির বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যাই অধিবিদ্যার একমাত্র কাজ নয়, এর কাজ হল আমাদের আবশ্যিক জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করা। এইজন্য কিছু নীতি কার্যকরী হয় যার দ্বারা প্রদত্ত একটি ধারণাতে ধারণাটির অতিরিক্ত কিছু সংযোজিত হয়। ফলতঃ প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণগুলির দ্বারা আমরা এমন কোনো অবধারণে পৌঁছাতে পারি যা অভিজ্ঞতার দ্বারা পৌঁছানো যায় না, যেমন "পৃথিবীর নিশ্চয়ই একটি প্রথম আরম্ভ (সূচনা) ছিল।"

প্রাসঙ্গিকতা

বিশ্লেষক ও সংশ্লেষকের পূর্বোল্লিখিত পার্থক্য বিষয়ে দার্শনিকেরা যথেষ্ট আপত্তি তুলেছেন, বিশেষতঃ অভিজ্ঞতাবাদী ও যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীরা। বিভিন্ন সমালোচনার মধ্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সমালোচনা এ প্রবন্ধে আলোচিত হবে।

১. অধ্যাপক Bennett-এর মতে[২০] প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ সম্পর্কে কান্টের নিশ্চয়তার একটি কারণ হল তিনি 'সংশ্লেষক' পদের অর্থ হিসাবে ধরে নিয়েছেন 'যার সত্যতা সংজ্ঞালব্ধ নয়।' এখানে 'প্রাক্‌সিদ্ধ' পদটির ব্যবহারে একটি অস্পষ্টতা দেখা যাচ্ছে। কান্টের মতে যদি কোনো অবধারণ আবশ্যিক না হয়ে চিন্তার জগতে আসতে না পারে, তাহলে সেটি হল প্রাক্‌সিদ্ধ।[২১] কিন্তু এটি সত্য যে, একজন ব্যক্তির কাছে একটি অবধারণ অভিজ্ঞতার দ্বারা বিঘ্নিত না হলেও (invulnerable to experience), অপর একজন ব্যক্তি ঐ অবধারণকে স্বচ্ছন্দে আবশ্যিক বলে ব্যাখ্যা করতে পারেন (অবধারণটি অভিজ্ঞতার দ্বারা বিঘ্নিত হতে পারে অথবা পারে না এই আলোচনা ব্যতিরেকেই দ্বিতীয়জনের কাছে অবধারণটি আবশ্যিক হতে পারে)। কান্ট 'প্রাকসিদ্ধ' পদটির এই দুর্বল ও বলিষ্ঠ দিকের পার্থক্য বিষয়ে আলোচনা করেন নি। বরং তাঁর বক্তব্যের অস্পষ্টতা এটিও বোঝায় যে তিনি বহুসময় দুর্বল দিকটি থেকে

পরিচয় হয়। কিন্তু এখানে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্পর্ক প্রাক্‌সিদ্ধরূপে পাওয়া যায়। কতগুলি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই সম্পর্কের প্রত্যক্ষ এই অবধারণের নিশ্চয়তাকে বৃদ্ধি করে না। এই প্রসঙ্গে সংশ্লেষক অবধারণও প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণের অতিরিক্ত উপাদান বিষয়ে কান্ট প্রদত্ত ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা উল্লেখ করা যেতে পারে।

সংশ্লেষক অবধারণ গঠন বিষয়ে জিজ্ঞাসা ওঠে, কিভাবে একটি বিধেয় যা উদ্দেশ্য পদে নিহিত নেই, তা ঐ পদের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়? বস্তুত এর জন্য উদ্দেশ্যের ধারণার অতিরিক্ত কোনো উপাদানের ওপর আমাদের জ্ঞানীয় বৃত্তিকে (understanding) নির্ভর করতে হবে। এই অতিরিক্ত উপাদানটি কি, এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ করতে হয়। যে সব অবধারণ অভিজ্ঞতালব্ধ, যেমন, "সকল বস্তু হয় ওজনবিশিষ্ট"—তাদের ক্ষেত্রে এই অতিরিক্ত উপাদানটি উদ্দেশ্যের ধারণার মাধ্যমে চিন্তিত বস্তুর সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা ('complete experience of the object thought through the concept of the subject')। অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই কোনো ব্যক্তি জানতে পারে যে বিস্তৃতি, আয়তন ইত্যাদির ধারণার মত ওজনের ধারণাও ঐ বস্তুর সঙ্গে যুক্ত এবং এইভাবে সে এই ধারণাটিকে উদ্দেশ্যের ধারণার সঙ্গে সংশ্লেষক উপায়ে যুক্ত করে ও জ্ঞানের পরিধিকে বাড়ায় ('attaches it synthetically and extends his knowledge')। সুতরাং বস্তুর ধারণার সঙ্গে বিধেয় ওজনের সংশ্লেষণ অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে। যদিও ওজনের ধারণা বস্তুর ধারণার অন্তর্ভুক্ত নয়, তবু ধারণা দুটি একটি পূর্ণাঙ্গ অভিজ্ঞতার বিভিন্ন অংশের মতো পরস্পর সংশ্লিষ্ট, যে অভিজ্ঞতাটি আবার একাধিক স্বজ্ঞার (intuitions) সংশ্লেষণমূলক সংযুক্তি (synthetic combination)।

কিন্তু প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণের ক্ষেত্রে এরূপ অভিজ্ঞতালাভ সম্ভব নয়। কান্ট প্রদত্ত এরূপ অবধারণের দৃষ্টান্ত—"প্রত্যেক ঘটমান বস্তু কারণবিশিষ্ট।" ঘটমান কোনো বস্তুর ধারণার মধ্যে কারণের ধারণা নিহিত থাকে না। বরং কারণের ধারণা এরূপ বস্তুর ধারণার বহির্ভূত। সুতরাং প্রশ্ন হল, এখানে কি সেই অজ্ঞাত 'x' যা কারণের ধারণাকে প্রত্যেক ঘটমান বস্তুর ধারণার সঙ্গে সংযুক্ত করে? এটি অবশ্যই অভিজ্ঞতা নয়, কারণ অবধারণটি প্রাক্‌সিদ্ধ এবং এই কারণে সার্বিক ও আবশ্যিক। কান্ট মনে করেন যে, এরূপ অবধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লেষণ নির্ভর করে দৃশ্য প্রতিরূপের (visual images) সাহায্য গ্রহণের ওপর। কান্টের এই বক্তব্যটি তাঁর ***Prolegomena To Any Future Metaphysics*** গ্রন্থে পাটিগাণিতিক অবধারণের ব্যাখ্যার সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত।

কান্টের মতে, এই প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণের প্রভূত দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় গণিতশাস্ত্রে।[১৭] গাণিতিক অবধারণগুলি যে বিশ্লেষক নয়, তা ব্যাখ্যাসাপেক্ষ। কান্ট দেখিয়েছেন, যেহেতু পাটিগাণিতিক সিদ্ধান্তগুলি স্ববিরোধিতার নীতি অনুসারে পাওয়া যায় (এটি apodeictic নিশ্চয়তার দাবি) সেহেতু মনে হয় যে পাটিগণিতের মূলসূত্রগুলি

সবই ঐ একই নীতি থেকে পাওয়া যায়। কিন্তু এটি ভুল ধারণা। একটি সংশ্লেষক অবধারণ স্ববিরোধিতার নীতির সাহায্যে অবশ্যই উপলব্ধি করা যায়, কিন্তু এটির পূর্বশর্ত রয়েছে। পূর্বশর্তটি হল, ঐ সংশ্লেষক অবধারণের আশ্রয়বাক্যরূপে অপর একটি সংশ্লেষক অবধারণকে স্বীকার করা (যার থেকে প্রথমটি সিদ্ধান্তরূপে পাওয়া যায়)।

কান্টের মতে, সব গাণিতিক অবধারণগুলি প্রাক্‌সিদ্ধ, কারণ এগুলি আবশ্যিক এবং এই আবশ্যিকতা অভিজ্ঞতালব্ধ নয়। যেহেতু কান্ট বক্তব্যকে সীমিত করেছেন শুধুমাত্র শুদ্ধ গণিতের আলোচনায় সেহেতু শুদ্ধ গণিতের ধারণা থেকে এটি স্পষ্ট হয় যে এটি শুদ্ধ প্রাক্‌সিদ্ধ জ্ঞান এবং কখনোই অভিজ্ঞতা নির্ভর নয়।

উদাহরণস্বরূপ কান্ট একটি বিশেষ পাটিগাণিতিক অবধারণের উল্লেখ করেন, '৭ + ৫ = ১২'। এই অবধারণটি যে প্রাক্‌সিদ্ধ তা সর্বতোভাবে স্বীকৃত। কান্ট একই সঙ্গে এটিকে সংশ্লেষকও বলেছেন, কারণ '১২' এই বিশেষ সংখ্যাটির ধারণা কোনোভাবেই '৭' এবং '৫' এই দুটি সংখ্যার সংযোগের ধারণার অন্তর্ভুক্ত নয়। ৭ এবং ৫-এর সংযোগ, কান্টের মতে, একটি ধারাবাহিক কার্যক্রম মাত্র (process), যা কোনো একটি সময়ে ঘটে, '১২' সংখ্যাটি কিছুতেই এর থেকে নিঃসৃত (deduced) হয় না, যদিও আমরা অবধারণটির সত্যতা সম্বন্ধে নিশ্চিত। '১২' সংখ্যাটি '১০ + ২' বা '৬ + ৬' থেকেও পাওয়া যায়। সুতরাং যদিও '৭ + ৫ = ১২', তবু '১২'-র অর্থ '৭ + ৫' নয়। বাচ্যার্থের দিক থেকে '১০ + ২', '৭ + ৫', '১২'—সবই সমার্থক, কিন্তু বিষয়ীনির্ভর লক্ষণার্থের (subjective intension) দিক থেকে এরা সমার্থক নয়।

কান্টের ভাষায় এই অবধারণাকে এইভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। '১২' সংখ্যাটির ধারণা পেতে হলে আমাদের অবশ্যই '৭', '৫' এবং এই দুই সংখ্যার সংযোগের ধারণাকে অতিক্রম করে, অতিরিক্ত কিছু মূর্ত প্রতিরূপের (concrete image) সাহায্য নিতে হয়। যেমন, পাঁচটি আঙ্গুল বা পাঁচটি বিন্দু ইত্যাদি মূর্ত প্রতিরূপের পরিপ্রেক্ষিতে পাঁচটি এককের (units of the five) সঙ্গে অনুরূপভাবে সাতটি এককের সংযোগ করতে হয়। এইভাবে '৭ + ৫ = ১২' এই অবধারণে আমাদের ধারণা বিবর্ধিত হয়। এখানে সংযোগ অর্থ শুধুমাত্র চিন্তায় অন্তর্ভুক্তি নয়। সুতরাং পাটিগাণিতিক অবধারণগুলি সংশ্লেষক। বৃহত্তর পাটিগাণিতিক সংখ্যার ক্ষেত্রে এই ব্যাখ্যা আরও স্পষ্ট হয়, কারণ সেক্ষেত্রে যতো সূক্ষ্মভাবেই আমরা ধারণাকে বিশ্লেষণ করি না কেন, দৃশ্য প্রতিরূপের সাহায্য ছাড়া শুধুমাত্র ব্যবচ্ছেদের দ্বারা (dissection) আমরা ঐ বৃহত্তর সংখ্যাটি পেতে পারি না।

এক্ষেত্রে একটি আপত্তি উঠতে পারে যে, '৭ + ৫ = ১২' আসলে একটি গাণিতিক সমীকরণ মাত্র, যে সমীকরণের দুটি দিক অভিন্ন। সুতরাং স্ববিরুদ্ধতার নীতি অনুসারে অবধারণটি বিশ্লেষক, সংশ্লেষক নয়। উত্তরে বলা যায় যে,[১৮] বাচ্যার্থের দিক থেকে উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের ধারণা অভিন্ন কারণ তারা একই সংখ্যা নির্দেশ করে। কিন্তু লক্ষণার্থের (intensionally) দিক থেকে তারা অভিন্ন নয়। "৭ + ৫" এর লক্ষণার্থ হল

অভিজ্ঞতালব্ধ নয়। সুতরাং বোঝা যায় যে, বিশ্লেষক অবধারণমাত্রই যৌক্তিকভাবে আবশ্যিক। স্ব-বিরোধিতা ছাড়া উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিধেয়কে অস্বীকার করা যায় না।

এই অবধারণ বিষয়ে কান্ট একটি বিশেষ ভাষা ব্যবহার করেছেন, "...যেখানে উদ্দেশ্য-বিধেয়ের সম্পর্ক অভিন্নতার নীতির মাধ্যমে চিন্তিত হয়।"[২২] কিন্তু এর দ্বারা এরূপ বোঝায় না যে বিশ্লেষক অবধারণ হল স্বতঃসত্য (tautology)। যেমন, "মানুষ হয় মানুষ" অবধারণাটি অতথ্যজ্ঞাপক এবং স্বতঃসত্য। অপরদিকে বিশ্লেষক অবধারণ অতথ্যজ্ঞাপক হয়েও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে; এই অবধারণ উদ্দেশ্যপদে নিহিত ধারণাকে বিধেয়পদে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করে।

চতুর্থত, বিশ্লেষক অবধারণ সংজ্ঞা নয়। বরং বিশ্লেষক অবধারণগুলি সংগঠন করতে করতে আমরা সংজ্ঞায় পৌঁছাতে পারি।

অপরদিকে সংশ্লেষক অবধারণগুলি উদ্দেশ্যপদের অন্তর্ভুক্ত নয়—এরূপ বিধেয়কে উদ্দেশ্য সম্বন্ধে স্বীকার বা অস্বীকার করে। এসব অবধারণে উদ্দেশ্যের ধারণার সাথে এমন বিধেয় যুক্ত করা হয় যা কোনোভাবেই উদ্দেশ্যের ধারণার অন্তর্ভুক্ত বলে ভাবা হয়নি। শুধু তাই নয়, কোনো বিশ্লেষণের দ্বারাই এই বিধেয়কে উদ্দেশ্য থেকে নিষ্কাশন সম্ভব নয়। সংশ্লেষক অবধারণে উদ্দেশ্যের ধারণার সঙ্গে নতুন কিছু অতিরিক্ত তথ্য সংযোজন করে বলে এগুলিকে 'বিবর্ধনমূলক' ('ampliative') অবধারণ বলে অভিহিত করা হয়। যেমন, "সব বস্তু হয় ওজনবিশিষ্ট"—এই অবধারণে ওজনের ধারণা বস্তুর ধারণার অন্তর্ভুক্ত নয়। সংশ্লেষক অবধারণের বৈশিষ্ট্য নিম্নরূপ ঃ—

প্রথমত, এই অবধারণে বিধেয়ের ধারণা উদ্দেশ্যের ধারণার অতিরিক্ত কিছু প্রকাশ করে। অতএব, এটি তথ্যজ্ঞাপক।

দ্বিতীয়ত, শুধুমাত্র বিরুদ্ধতার নীতির সাহায্যেই উদ্দেশ্যের ধারণা থেকে অবধারণ তৈরি করা যায় না। কান্টের মতে, সংশ্লেষক অবধারণ গঠনের জন্য উদ্দেশ্যের ধারণার অতিরিক্ত একটি অতিরিক্ত উপাদান (x) থাকা প্রয়োজন।[২৩] কান্ট সংশ্লেষক অবধারণ ও সংশ্লেষক প্রাক্‌সিদ্ধ অবধারণের অতিরিক্ত উপাদানের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে পরে আলোচনা করা হবে।

কান্ট সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক অবধারণের পার্থক্যটিকে প্রাক্‌সিদ্ধ ও পরতসাধ্য অবধারণের পার্থক্যের সঙ্গে যুক্ত করেন। এই সংযুক্তি চারপ্রকার অবধারণ নির্দেশ করে। যথা—

(ক) প্রাক্‌সিদ্ধ বিশ্লেষক (analytic *a priori*)

(খ) প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক (synthetic *a priori*)

(গ) পরতসাধ্য বিশ্লেষক (analytic *a posteriori*)

(ঘ) পরতসাধ্য সংশ্লেষক (synthetic *a posteriori*)

একথা সত্য যে, বিশ্লেষক অবধারণ মাত্রই প্রাক্‌সিদ্ধ কারণ এরূপ অবধারণ অভিজ্ঞতাভিত্তিক অবধারণ থেকে যৌক্তিকভাবে নিরপেক্ষ। এ থেকে বোঝা যায় যে, সব

পরতসাধ্য অবধারণগুলি নিঃসন্দেহে সংশ্লেষক। হিউম ও যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদীদের মতে, বিশ্লেষক অবধারণমাত্রই প্রাক্‌সিদ্ধ এবং সংশ্লেষক অবধারণমাত্রই পরতসাধ্য। এখানে কান্টের স্বকীয়তা সুপরিস্ফুট কারণ তিনি প্রাক্‌সিদ্ধ অবধারণকে অবধারণের একটি স্বতন্ত্র প্রকাররূপে স্বীকার করেছেন।

অনেক চিন্তাবিদের মতে, কান্টের আগে লক ও হিউমের দর্শনের এই শ্রেণীবিভাগের উল্লেখ আছে। কান্ট নিজেও এ প্রসঙ্গে তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিক লকের মত উল্লেখ করেছেন।[২৪] বস্তুত কান্ট-কৃত অবধারণের শ্রেণীবিন্যাসের কিছু ইঙ্গিত লকের দর্শনে পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে কান্টের শ্রেণীবিভাগে যে অভিনবত্ব লক্ষ করা যায় তা তাঁর পূর্ববর্তী দার্শনিকদের দর্শনে ছিল না। যেমন হিউম যে অবধারণগুলিকে বস্তু বা বিষয় সম্পর্কীয় (matter of fact) বলেছেন, সেগুলি প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণের সমতুল্য নয়। অনুরূপভাবে, লাইবনিজিয় ব্যাপারবিষয়ক সত্যকেও (truth of fact) প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণের সমতুল্য বলা যায় না। তবে একথা সত্য যে, কান্টের ভাষায়, তাঁর দর্শনচিন্তা বহুলাংশে হিউমের দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত।

সাধারণভাবে মনে করা হয়, যা অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষ তা সংশ্লেষক নয়, বরঞ্চ তা বিশ্লেষক। কিন্তু কান্ট এই মতের বিরোধিতা করেন। প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণের সম্ভাবনা বিষয়ে কান্ট নিজে নিশ্চিত ছিলেন। এগুলি সংশ্লেষক, কারণ এদের বিধেয় উদ্দেশ্যে নিহিত থাকে না। আবার এগুলি প্রাক্‌সিদ্ধ, কারণ প্রথমত, সমস্ত অভিজ্ঞতা-নির্ভর অবধারণ থেকে এগুলি যৌক্তিকভাবে নিরপেক্ষ এবং দ্বিতীয়ত, এদের মধ্যে সার্বিকতা ও আবশ্যিকতা রূপ দুটি ধর্ম বর্তমান। এই দুটি ধর্মকে কান্ট প্রাক্‌সিদ্ধ অবধারণের মানদণ্ডরূপেও গণ্য করেন। এরা আবশ্যিক, যেহেতু স্ববিরোধিতা ছাড়া এদের বিরুদ্ধ অবধারণ চিন্তা করা অসম্ভব। আবার এগুলি কঠোর সার্বিকতা যুক্ত (strictly universal)। বলা বাহুল্য, কান্ট নিছক সার্বিক ও কঠোরভাবে সার্বিক অবধারণের মধ্যে পার্থক্য করেন। "সব মানুষ মরণশীল" এবং "৭ + ৫ = ১২" যথাক্রমে এরূপ দুপ্রকার অবধারণের দৃষ্টান্ত। প্রথমটি একটি অভিজ্ঞতালব্ধ সামান্যীকরণ, একটি বিরুদ্ধ দৃষ্টান্তই যার খণ্ডনের পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু দ্বিতীয়টি সর্বদেশে ও সর্বকালে সত্য। কোনো দেশে বা কালে এর খণ্ডন সম্ভব নয়। অর্থাৎ এটি ব্যতিক্রমহীনভাবে সত্য।

কান্ট-প্রদত্ত প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণের দৃষ্টান্ত হল "প্রত্যেক ঘটমান বস্তু কারণবিশিষ্ট।" এর অর্থ এই নয় যে, এ পর্যন্ত প্রাপ্ত অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে বলা যায় যে সব ঘটনার কারণ আছে। এর অর্থ হল, অভিজ্ঞতা যেহেতু ব্যতিক্রমহীন, সেহেতু আশা করা যায় যে ভবিষ্যৎ ঘটনাগুলিরও কারণ আছে। এক অর্থে অবশ্য এই অবধারণও অভিজ্ঞতা-নির্ভর, কারণ অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই ঘটনার সাথে আমাদের

তত্ত্বাঙ্গ

এটি একটি সাধারণ মত যে, সব ধারণাই অভিজ্ঞতানির্ভর, কারণ সেগুলি প্রত্যক্ষ থেকে প্রাপ্ত। অভিজ্ঞতাবাদীদের সঙ্গে কান্ট এ বিষয়ে একমত যে সকল জ্ঞানই অভিজ্ঞতাপ্রসূত।[৫] কিন্তু কান্ট একথাও বলেন যে, জ্ঞানমাত্রই অভিজ্ঞতালব্ধ নয়, জ্ঞানের মধ্যে একটি অভিজ্ঞতাপূর্ব উপাদান আছে যা সরবরাহ করে আমাদের জ্ঞানীয় বৃত্তি।

প্রাক্‌সিদ্ধ এবং পরতসাধ্য অবধারণের পার্থক্য কান্ট-পূর্ববর্তী দার্শনিকদের সময়ে প্রচলিত ছিল।[৬] প্রাক্‌সিদ্ধ অবধারণ হল সমস্ত অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ, এমনকি সমস্ত ইন্দ্রিয়লব্ধ ধারণা, নিরপেক্ষ। এই নিরপেক্ষতা হল যৌক্তিক নিরপেক্ষতা। দুটি অবধারণের মধ্যে যৌক্তিক নিরপেক্ষতার সম্পর্ক হল সেই সম্পর্ক যখন কোনো একটি অবধারণ দ্বিতীয় কোনো অবধারণ বা তার বিরুদ্ধ বচনকে প্রসক্ত (entail) করে না। যেমন, "এই ফুলটি লাল" এবং "সূর্য আলো দেয়" হল পরস্পর যৌক্তিক নিরপেক্ষ। কিন্তু প্রাক্‌সিদ্ধ অবধারণ হল সেই অবধারণ যা **সমস্ত** অভিজ্ঞতাপ্রসূত অবধারণ থেকে যৌক্তিকভাবে নিরপেক্ষ। যেমন "২ + ২ = ৪" বা "সব সন্তানের পিতা (হয়) পুরুষমানুষ।"[৭] এক অর্থে অবশ্য এই অবধারণগুলি অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর করে, কারণ অভিজ্ঞতাকে বর্জন করলে এগুলির তাৎপর্য থাকে না। কিন্তু এই নির্ভরতা যৌক্তিক নয়। এই প্রাক্‌সিদ্ধ অবধারণগুলি সর্বদা সত্য, এমন কি কোনো বস্তুহীন জগতেও। এরূপ প্রাক্‌সিদ্ধ অবধারণের মানদণ্ড হল দুটি—সার্বিকতা ও আবশ্যিকতা।[৮] এই মানদণ্ড বিষয়ে পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনা করা হবে।

কান্টের দর্শনে প্রাক্‌সিদ্ধ কথাটি চারটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে —

(ক) যা যৌক্তিকভাবে আবশ্যিক।

(খ) যা বিশেষ সংবেদন থেকে নিঃসৃত নয়।

(গ) যা সমস্ত অভিজ্ঞতার পূর্বশর্ত।

(ঘ) জ্ঞানের যে অংশটি জ্ঞাতার অবদান (contributed by ourselves)।

কান্ট অবধারণের যে প্রথম বিভাগটির ওপর বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেন, সেটি প্রাক্‌সিদ্ধ ও পরতসাধ্য অবধারণের বিভাগ। যে অবধারণ প্রাক্‌সিদ্ধ নয়, তা পরতসাধ্য। কারণ, এরূপ অবধারণ অভিজ্ঞতাপ্রসূত অবধারণের ওপর যৌক্তিকভাবে নির্ভরশীল। এই অবধারণ বিশেষ বা সার্বিক দুই প্রকারের হতে পারে। "এই আপেলটি লাল" এবং "সব অবলম্বনরহিত বস্তু হয় পতনশীল।"-এই দুটি যথাক্রমে বিশেষ ও সার্বিক অবধারণের দৃষ্টান্ত।

অবধারণ-সংক্রান্ত দ্বিতীয় বিভাগটি হল সংশ্লেষক ও বিশ্লেষক অবধারণের বিভাগ। উদ্দেশ্য-বিধেয়ের ধারনার পারস্পরিক সম্পর্কের ভিত্তিতে এই বিভাগ করা হয়। কান্ট-পূর্ববর্তী দার্শনিকদের কাছে অপরিচিত না হলেও কান্টই প্রথম এটিকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন। উদ্দেশ্য ও বিধেয়ের সম্পর্ক দুইভাবে[৯] উপস্থাপনা করা যায়।—

(১) বিধেয়ের ধারণা, অন্তত অন্তর্নিহিতভাবে, উদ্দেশ্যের ধারণার অন্তর্ভুক্ত থাকে; অথবা

(২) বিধেয়ের ধারণাটি উদ্দেশ্যের ধারণার বর্হির্ভূত থাকে, যদিও তারা পরস্পর সম্পর্কিত।

প্রথমটি হল বিশ্লেষক এবং দ্বিতীয়টি হল সংশ্লেষক অবধারণ। এখানে মনে রাখা আবশ্যক যে, কান্টের 'অন্তর্ভুক্তি' ('Contained in') পদটির দ্বারা একথা সূচিত হয় না যে, বিধেয় পদটি উদ্দেশ্যপদের অন্তর্ভুক্ত। বস্তুত, পদটির দ্যোতনা এই যে উদ্দেশ্য পদ সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে বিধেয়পদ সম্পর্কিত ধারণাটি অন্তর্ভুক্ত।

একটি বিষয় এখানে উল্লেখ প্রয়োজন।[১০] কান্ট বলেছেন, "Either the predicate B belongs to the subject A, as something which is (covertly) contained in this concept A, or B lies outside the concept A...". এখানে অস্পষ্ট বা গোপন অন্তর্ভুক্তি এবং স্পষ্ট অন্তর্ভুক্তির (implicitly or explicitly contained in) মধ্যে পার্থক্য করা প্রয়োজন। দুটি উদাহরণের সাহায্যে এই পার্থক্য বোঝান যায়। অস্পষ্ট অন্তর্ভুক্তির উদাহরণস্বরূপ কান্ট প্রদত্ত উদাহরণ নেওয়া যায়, "সব বস্তু হয় বিস্তৃত" (All bodies are extended). এখানে 'বস্তু'র ধারণাটির ব্যাখ্যা করে দেখানো যায় যে, বিস্তৃতির ধারণা বস্তুর ধারণার অন্তর্ভুক্ত। অপরদিকে "সব চিরকুমার হল অবিবাহিত"—এই অবধারণে বিধেয় 'অবিবাহিত' স্পষ্ট বা উন্মুক্তভাবেই 'চিরকুমার' উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত, কারণ 'চিরকুমার'-এই উদ্দেশ্যের পরিবর্তে 'অবিবাহিত ব্যক্তি'-র ধারণাটি ব্যবহার করা যেত। কান্ট প্রদত্ত উদাহরণ ও উল্লিখিত উদ্ধৃতি থেকে মনে হয় যখন কান্ট বিশ্লেষক অবধারণের কথা বলেছেন, তখন স্পষ্ট অন্তর্ভুক্তির কথা তিনি সচেতনভাবেই উহ্য রেখেছেন।

বিশ্লেষক অবধারণকে ব্যাখ্যা করলে এর কতগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় ঃ—

প্রথমতঃ, অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভর করে বিশ্লেষক অবধারণ গঠন অসম্ভব। এই অবধারণের সপক্ষে ধারণার বহির্ভূত কোনো অভিজ্ঞতার সাক্ষ্যপ্রমাণ প্রয়োজন হয় না। সুতরাং "সব বস্তু হয় বিস্তৃত"—এই অবধারণ প্রাক্‌সিদ্ধ এবং কখনোই অভিজ্ঞতানির্ভর নয়।

দ্বিতীয়তঃ, এই অবধারণ ব্যাখ্যামূলক (explicative), কারণ এখানে বিধেয় উদ্দেশ্যের ধারণার অতিরিক্ত নতুন তথ্য দেয় না।

তৃতীয়তঃ, এটি নির্ভর করে বিরুদ্ধতার নীতির ওপর। এই নীতিটি বিশ্লেষক অবধারণের সার্বিক ও পর্যাপ্ত নীতি।[১১] যেহেতু এই অবধারণে বিধেয় উদ্দেশ্যের অন্তর্ভুক্ত, সেহেতু উদ্দেশ্য সম্পর্কে বিধেয়কে অস্বীকার করলে যৌক্তিক স্ববিরোধিতা দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে কান্ট-প্রদত্ত উদাহরণ হল, 'সব বস্তু হয় বিস্তৃত"। এক্ষেত্রে বস্তুর ধারণা থেকে স্ববিরোধিতার নীতি অনুসারে নির্দিষ্ট বিধেয়টি নিঃসৃত করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় আমরা অবধারণটির আবশ্যিকতা সম্বন্ধে সচেতন হই, এই সচেতনতা

Philosophy (Hons)
Sem-II
CC-3
Indian Philosophy

বিশ্লেষক ও সংশ্লেষক অবধারণ—কান্টের শ্রেণীবিভাগ

মণিদীপা সান্যাল

উপস্থাপনা

দর্শনের সুদীর্ঘ ইতিহাস ইমানুয়েল কান্টের দার্শনিক চিন্তা এক যুগান্তকারী পরিবর্তন সাধন করে। দর্শন আলোচনার প্রারম্ভেই কান্ট 'জ্ঞান'কে অবধারণ-সম্পর্কীয় বলে উল্লেখ করে তাঁর চিন্তার স্বকীয়তা প্রকাশ করেছেন। এই অবধারণের প্রচলিত দ্বিবিভাগের পরিবর্তে কান্ট স্বীকৃত ত্রিবিভাগ দর্শনে এক নতুন মাত্রা সংযোজন করে। কান্ট তাঁর ***Prolegomena To Any Future Metaphysics*** গ্রন্থে[১] উল্লেখ করেছেন যে অবধারণের দ্বিবিভাগ দর্শনের ইতিহাসে বহু আগেই স্বীকৃত হয়েছে। কিন্তু এই দ্বিবিভাগ তৎকালীন দর্শনচর্চার দুর্বলতার একটি কারণ। অবধারণের মাত্র দুটি বিভাগ স্বীকার করবার ফলে অতিক্রান্তি অধিবিদ্যার অসম্ভাব্যতা প্রমাণের অযোগ্য থেকে গিয়েছে। ফলতঃ দর্শনে শুদ্ধ বুদ্ধির (Pure reason) যাথার্থ্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়নি।

কান্ট পূর্ববর্তী দার্শনিক হিউম এবং কান্ট-পরবর্তী যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদী দার্শনিকেরা (Logical Positivists) যেভাবে অধিবিদ্যার অসম্ভাব্যতা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন, কান্ট তা থেকে ভিন্ন পথ অনুসরণ করেছেন। এঁদের মতে, সব অবধারণ হয় পরতসাধ্য (empirical) নয় যৌক্তিকভাবে আবশ্যিক (logically necessary)। প্রথমটি সংশ্লেষক পরতসাধ্য এবং দ্বিতীয়টি বিশ্লেষক প্রাক্‌সিদ্ধ। কান্ট যে তৃতীয় প্রকারের অবধারণটি স্বীকার করেন, তা হল সংশ্লেষক প্রাক্‌সিদ্ধ। এই অবধারণে পৌঁছবার পূর্বকথা হিসাবে আমরা কান্টের সময়ে প্রচলিত বিজ্ঞানের দুটি অন্যতম দৃষ্টান্ত গণিত ও পদার্থবিদ্যা বিষয়ে কান্টের দুটি দার্শনিক প্রশ্নের কথা উল্লেখ করতে পারি ঃ—

(ক) গণিত কিভাবে সম্ভব?

(খ) পদার্থবিদ্যা কিভাবে সম্ভব?

কান্টের মতে, এগুলি সমকালীন বিজ্ঞানের সর্বশ্রেষ্ঠ দুটি দৃষ্টান্ত।[২] এ দুটি বিজ্ঞানই প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণ (synthetic-a priori judgment) দ্বারা গঠিত। কান্টের ***Critique of Pure Reason*** গ্রন্থে এই প্রাক্‌সিদ্ধ সংশ্লেষক অবধারণের সম্ভাব্যতার ব্যাখ্যাসংক্রান্ত সমস্যা প্রাধান্য লাভ করে।[৩] এই গ্রন্থের **"Introduction"** অংশে এবং ***Prolegomena To Any Future Metaphysics*** গ্রন্থে কান্ট অবধারণ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। এখন দেখা যাক, কান্টের অবধারণ সম্পর্কিত বিভাগটি কিরূপ।[৪]

(ক) দেশ ও কাল ঐন্দ্রিয়কভাবে বাস্তব।

(খ) দেশ ও কাল অতীন্দ্রিয়ভাবে অবাস্তব।

কান্ট ঐন্দ্রিয়ক জগৎ ও অতীন্দ্রিয় জগতের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। ঐন্দ্রিয়ক জগৎ মানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ, ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞেয় জগৎ। অতীন্দ্রিয় জগৎ হল এমন জগৎ যা ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম করে যায়, যাকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জানা যায় না।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে ঐন্দ্রিয়ক জগতের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আমরা যখন ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে জ্ঞান লাভ করি তখন বিষয় দেশ ও কালের পরিচ্ছদ ধারণ করেই থাকে।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের বিষয়মাত্রেরই দৈশিক ও কালিক আকারে আকারিত হয়ে আভাসিত হবার ব্যাপারটি অনিবার্য ও অনস্বীকার্য। কাজেই দেশ ও কাল ঐন্দ্রিয়কভাবে বাস্তব।

শুধু তাই নয়, দেশ ও কালের বাস্তবতা ঐন্দ্রিয়ক জগতেই সীমাবদ্ধ। ঐন্দ্রিয়ক জগতের উর্দ্ধে দেশ ও কালের কোন বাস্তবতা নেই। দেশ ও কালের চরম সত্তা নেই ; কেননা , ঐন্দ্রিয়ক অনুভব থেকে যদি আমরা দেশ ও কালকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করি তাহলে দেশ ও কাল বলে কিছু খুঁজে পাই না। দেশ ও কাল হল ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বস্তুকে জানার বিষয়ীগত শর্ত ছাড়া আর কিছুই নয়। দেশ ও কাল স্বতন্ত্র বস্তু নয়, বস্তুধর্ম নয়, মানবীয় জ্ঞানের আকার মাত্র। সুতরাং মানবীয় জ্ঞানের যে জগৎ সেই জগতের উর্দ্ধে দেশ ও কালের কোন বাস্তবতা নেই। মানবীয় জ্ঞানের জগৎ হল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ। কাজেই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের উর্দ্ধে দেশ ও কালের কোন বাস্তবতা নেই। অন্যকথায়, অতীন্দ্রিয় জগতে দেশ ও কাল অবাস্তব।

এর থেকে কান্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। সিদ্ধান্তটি হল— বস্তুস্বরূপ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়। দেশ ও কালের আকারে আকারিত হয়নি বস্তুর এমন যে স্বরূপ তা-ই হল বস্তুস্বরূপ। মানবমনের এমনই বৈশিষ্ট্য যে তা কোনকিছুকে দেশ ও কালের আকারে আকারিত না ক'রে জানতে পারে না।

যেহেতু বস্তুস্বরূপ দেশ ও কালের আকারে আকারিত নয়, সেহেতু বস্তুস্বরূপ অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়।

দেশ ও কাল ঃ নিউটন, লাইবনিজ ও কান্টের মতের তুলনা

দেশ ও কাল সম্পর্কে কান্টের মতকে ভালো ক'রে অনুধাবন করতে হলে নিউটন ও লাইবনিজের মতের সঙ্গে তাঁর মত তুলনা করতে হবে।

নিউটনের মতে, দেশ ও কাল দুটি বাস্তব অনন্ত ধারক। অর্থাৎ (ক) দেশ ও কালের মনোনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র বাস্তবতা আছে এবং (খ) দেশ ও কাল সবকিছুরই ধারক। এ মতের সুবিধা এই যে, এর সাহায্যে গাণিতিক বচনের পূর্বতঃসিদ্ধতা ব্যাখ্যা করা যায়। দেশ সবকিছুরই ধারক ; অর্থাৎ দেশ সর্বব্যাপক, সবকিছুই দৈশিক। সুতরাং কোনকিছু প্রত্যক্ষ না করেই আমরা বলতে পারি তার দৈশিক ধর্ম আছে। বস্তুর দৈশিক

ধর্ম সম্পর্কীয় বচন বা জ্যামিতিক বচন পূর্বতঃসিদ্ধভাবে সত্য। নিউটনের মতের অসুবিধা এই যে, দেশ ও কাল যদি সর্বব্যাপক ও অনন্ত হয় তাহলে দেশ ও কালের বাইরে কিছু থাকতে পারে না। এমনকি, ঈশ্বরও দেশ কালাতীত নন। কিন্তু এই শেষের সিদ্ধান্তটি মেনে নেওয়া যায় না। ঈশ্বর অতীন্দ্রিয় এবং দেশ-কালাতীত — এটাই ঈশ্বর সম্পর্কে আমাদের স্থির বিশ্বাস। সুতরাং নিউটনের মত মেনে নিলে ঈশ্বরের স্বরূপ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস ব্যাখ্যা করা যায় না।

লাইবনিজের মতে, দেশ ও কাল হল আভাসের সম্বন্ধ বা বৈশিষ্ট্য। এই সম্বন্ধগুলি বস্তুর অসংবদ্ধ অভিজ্ঞতা থেকে পৃথকীকরণ প্রক্রিয়ার ফলে প্রাপ্ত। সুতরাং দেশ ও কাল হল অভিজ্ঞতামূলক সামান্যপ্রত্যয়। দেশ ও কাল হল অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ বা পরতসাধ্য পদার্থ। লাইবনিজের মতের অসুবিধা এই যে যদি দেশ ও কাল অভিজ্ঞতালব্ধ (অভিজ্ঞতা-সাপেক্ষ) প্রত্যয় হয় তা হলে দেশ ও কাল সম্পর্কে পূর্বতঃসিদ্ধ (অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ) জ্ঞান সম্ভব নয়। গাণিতিক জ্ঞান দেশ ও কাল সম্পর্কীয় জ্ঞান। সুতরাং গণিতে পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান সম্ভব নয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া যায় না। গাণিতিক জ্ঞান যে পূর্বতঃসিদ্ধ জ্ঞান তা আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

কান্টের মতে, দেশ ও কাল হল মানবীয় ইন্দ্রিয়ানুভবের দুটি পূর্বতঃসিদ্ধ আকার।

এ মতের সাহায্যে একদিকে যেমন গাণিতিক বচনের পূর্বতঃসিদ্ধতা ব্যাখ্যা করা যায়, অন্যদিকে তেমনি ঈশ্বরকে অতীন্দ্রিয় বলে গণ্য করা যায়। দেশ ও কাল পূর্বতঃসিদ্ধ হওয়ায় দেশ ও কালসংক্রান্ত বচনগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ। সুতরাং গাণিতিক বচনগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ—একথা প্রমাণিত হল। অন্যদিকে, দেশ ও কাল কেবল ইন্দ্রিয়ানুভবের আকার হওয়ায় ইন্দ্রিয়াতীত ঈশ্বরকে স্বীকার করার কোন অসুবিধা রইল না। অন্য মতবাদের ত্রুটিগুলো নেই, কিন্তু গুণগুলো আছে। এখানেই কান্টের মতবাদের উৎকর্ষ।

পাদটিকা

১। প্রাসঙ্গিক অধ্যায়টির কান্ট লিখিত শিরোনামের ইংরাজী অনুবাদ করা হয়েছে Transcendental Aesthetic. 'Transcendental' শব্দটির কোনো প্রতিষ্ঠিত বাংলা প্রতিশব্দ নেই। যদিও এখানে 'অতীন্দ্রিয়' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে তবু 'অতীন্দ্রিয়' মানে Transcendent বুঝলে হবে না। Transcendent এবং Transcendental শব্দ দুটির তাৎপর্য ভিন্ন। Transcendent মানে that which transcends the limits of the senses. Transcendental মানে that which transcends experience as its necessary condition. এদিক থেকে এক অর্থে বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'অতীন্দ্রিয়' শব্দটি ব্যবহার করা যায়।

হয়েছে এমন হতে পারে না। সহজ কথায়, যখনই আমরা ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে কোনকিছু প্রত্যক্ষ করি তখনই আমাদের 'এখন' 'তখন' ইত্যাদি বোধ হয়। এরকম কালবোধ ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। সুতরাং কাল অপরিহার্য এবং সেইহেতু কাল পূর্বতঃসিদ্ধ।

(খ) কান্ট অরো বলেন, আমরা শূন্যকালের কথা ভাবতে পারি, কিন্তু কালশূন্য আভাসের কথা ভাবতে পারি না। আভাস, অর্থাৎ অনুভবের বিষয়, কালশূন্য, কালিক ধর্মরহিত—এমন ভাবা যায় না। এর থেকেও প্রমাণিত হয় যে কাল অপরিহার্য।

অবশ্য এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার। দেশের বেলায় যা বলা হয়েছে কালের বেলাতেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। এমন নয় যে আমাদের মনে প্রাথমিক স্তরে কেবল কালের (বস্তুহীন, ঘটনাহীন কালের) সুস্পষ্ট ধারণা থাকে। ইন্দ্রিয়ানুভবের সাথে সাথেই কালবোধ সুস্পষ্ট হয়।

তবে আমরা শূন্যকালের কথা কল্পনা করতে পারি, কিন্তু কালশূন্য আভাসের কথা কল্পনাই করতে পারি না।

তৃতীয় যুক্তি :

কালিক সম্বন্ধবিষয়ক সুনিশ্চিত অপরিহার্য নিয়ম বা কালবিষয়ক স্বতঃসিদ্ধগুলির সম্ভপরতা কালের পূর্বতঃসিদ্ধ অপরিহার্যতার উপর প্রতিষ্ঠিত। যেমন, কালের একটিই মাত্রা আছে; বিভিন্ন কাল যুগপৎ হতে পারে না। কেবল আনুপূর্বিক হতে পারে; এসব নিয়ম অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ হতে পারে না। কেননা, এ সব নিয়ম সার্বিক ও অনিবার্য, এবং সার্বিকতা ও অনিবার্যতা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষের মাধ্যমে লব্ধ হতে পারে না। কাল নিজেই পূর্বতঃসিদ্ধ না হলে কালসংক্রান্ত নিয়মগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ হতে পারে না। সুতরাং কাল পূর্বতঃসিদ্ধ।

চতুর্থ যুক্তি :

কাল যৌক্তিক প্রত্যয় নয়, কাল হল ইন্দ্রিয়ানুভবের বিশুদ্ধ আকার। বিভিন্ন খন্ড কাল এক ও অভিন্ন অখন্ড কালের অংশ মাত্র। অখন্ড কাল অনুভব ছাড়া আর কিছুই নয়। তাছাড়া , বিভিন্ন খন্ড কাল যুগপৎ হতে পারে না—এই বচনটি কোন সামান্য প্রত্যয় থেকে নিষ্কাশিত হতে পারে না ; কেননা বচনটি সংশ্লেষক এবং কোন সংশ্লেষক বচন সামান্য প্রত্যয়ের বিশ্লেষণ থেকে লব্ধ হতে পারে না।

এ যুক্তির তাৎপর্য্য নিম্নরূপ। কেউ কেউ মনে করেন, কাল যুক্তির দ্বারা লভ্য সামান্য প্রত্যয়। তাঁদের মতে, আমরা প্রথমে খন্ড কালের জ্ঞান লাভ করি এবং তারপর বিমূর্তকরণ প্রক্রিয়ায় (যা একটি যৌক্তিক প্রক্রিয়া) সাহায্যে কালের সামান্য ধারণা গঠন করি। কিন্তু কান্ট বলেন, এক ও অভিন্ন অখন্ড কালকে পরিচ্ছিন্ন করেই বিভিন্ন খন্ড কালের কথা আমরা ভাবতে পারি। অখন্ড কাল যৌক্তিক সামান্য প্রত্যয় নয়, অনুভব। তাছাড়া, কাল যদি সামান্য ধারণা হত, তাহলে কালসংক্রান্ত বচনগুলি বিশ্লেষক হত। কিন্তু কালসংক্রান্ত বচন, যেমন—বিভিন্ন কাল যুগপৎ হতে পারে না, বিশ্লেষক নয়। সুতরাং কাল সামান্যধারণা নয়।

পঞ্চম যুক্তি :

কালের অসীমতা একথাই নির্দেশ করে যে সীমিত কাল এক অখন্ড কালকে পরিচ্ছিন্ন করেই সম্ভবপর হয়। আর যা অসীম ও অনন্ত তা সামান্য প্রত্যয় হতে পারে না, তা অনুভব।

এ যুক্তির দুটি অংশ। প্রথম অংশে কান্ট দেখাচ্ছেন—কাল অখন্ড, অসীম ও অনন্ত। দ্বিতীয় অংশে কান্টের বক্তব্য হল—যেহেতু কাল অসীম ও অনন্ত সেহেতু কাল সামান্য প্রত্যয় নয়, কাল হল অনুভব।

কাল যে অখন্ড, অসীম ও অনন্ত তা এভাবে প্রমাণ করা যায়। আমাদের নির্দিষ্ট সীমিত ও খন্ড কালের জ্ঞান হয়। কিন্তু কোন-না-কোন ভাবে অসীমের ধারণা না থাকলে সীমার জ্ঞান হতে পারে না। কাজেই এক ও অখন্ড, অসীম ও অনন্ত কাল যৌক্তিকভাবে বিভিন্ন খন্ড কালের পূর্ববর্তী।

যেহেতু কাল অসীম ও অনন্ত, সেহেতু কাল সামান্য প্রত্যয় নয়। একটি সামান্য প্রত্যয় বিভিন্ন ব্যক্তির (দৃষ্টান্তের) মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান সাধারণ ধর্ম। কিন্তু কাল সম্পর্কে একথা বলা যায় না যে বিভিন্ন খন্ড কালের মধ্যে কাল সাধারণ ধর্মরূপে বিদ্যমান। এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার। কাল ও কালিকতা এক নয়। কালিকতা বিভিন্ন খন্ড কালের সাধারণ ধর্ম। কিন্তু কাল বিভিন্ন খন্ড কালের সাধারণ ধর্ম নয়। বরং এক ও অখন্ড সমগ্র কালের পূর্বস্বীকৃতি বিভিন্ন খন্ড কালের জ্ঞানকে সম্ভব করে তোলে। সুতরাং কাল সামান্য প্রত্যয় নয় ; কাল হল অনুভব এবং অবশ্যই বিশুদ্ধ (পূর্বতঃসিদ্ধ) অনুভব।

কাল : জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কোনকিছুর ব্যাখ্যাই হল জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। কালকে পূর্বতসিদ্ধ অনুভব হিসাবে স্বীকার না করলে পাটীগণিতের জ্ঞানের (কালসংক্রান্ত বচনের) সম্ভবপরতা ব্যাখ্যা করা যায় না। কাল সম্পর্কে এই ব্যাখ্যাই হল জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।

কান্ট মনে করেন, পাটীগণিতের বহুবচন কালসংক্রান্ত বচন। যেমন, বিভিন্ন কাল যুগপৎ নয়—এ বচনটি একটি কালসংক্রান্ত স্বতঃসিদ্ধ বচন। এ বচনটি অনিবার্য ও সংশ্লেষক। কালসংক্রান্ত এরকম বহুবচন অনিবার্য ও সংশ্লেষক। অর্থাৎ কালসংক্রান্ত বহুবচন পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক। প্রশ্ন হল—কালসংক্রান্ত পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞানের সম্ভবপরতা কিভাবে ব্যাখ্যা করব? কান্টের উত্তর হল—কাল পূর্বতঃসিদ্ধ অনুভব বলেই কালসংক্রান্ত পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞান সম্ভবপর। অর্থাৎ পরোক্ষভাবে এটাই প্রামণিত হয় যে কাল হল পূর্বতঃসিদ্ধ অনুভব।

দেশ ও কাল ঐন্দ্রিয়কভাবে বাস্তব, কিন্তু অতীন্দ্রিয়ভাবে অবাস্তব

কান্টের মতে, দেশ ও কাল ঐন্দ্রিয়কভাবে বাস্তব, কিন্তু অতীন্দ্রিয়ভাবে অবাস্তব। এই বক্তব্যের দুটি অংশ:

কান্ট এই যুক্তিটিতে দেশ ও সামান্যধারণার পার্থক্য দেখিয়ে প্রমাণ করতে চাইছেন যে দেশ সামান্য ধারণা নয়। কান্টের যুক্তিটিকে নিম্নরূপে বিশ্লেষণ করা যায়।

প্রথমত, দেশ ও দৈশিকতা সমার্থক নয়। দৈশিকতা একটি সামান্য ধারণা যা আমরা বিভিন্ন দৈশিক বস্তু থেকে বিমূর্তকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে গঠন করি। অন্য যে কোন সামান্য ধারণা যেমন তার অন্তর্ভুক্ত অসংখ্য ব্যক্তির (দৃষ্টান্তের) মধ্যে থাকে, দৈশিকতাও তেমনি অসংখ্য দৈশিক (বিস্তৃত) বস্তুর মধ্যে থাকে। অসংখ্য দৈশিক বস্তু, দৈশিকতা সামান্যের অধীন। দৈশিক বস্তুগুলি দৈশিকতার মধ্যে আছে—এমন কথা বলা যায় না। কিন্তু দেশের বেলায় আমরা এরকম ভাবি যে খন্ড দেশগুলি এক অখন্ড অনন্ত দেশের মধ্যে আছে।

দ্বিতীয়ত, ব্যক্তির মধ্যদিয়ে সামান্য ব্যক্ত হয়; ব্যক্তি সামান্যকে প্রকাশ করে। কিন্তু খন্ড খন্ড অসংখ্য দেশের মধ্যদিয়ে অখন্ড অনন্ত দেশ ব্যক্ত হয়—একথা বলা যায় না। বরং এক অখন্ড ও অনন্ত দেশের অস্তিত্ব পূর্ব থেকে স্বীকার না করলে খণ্ডিত ও সীমিত দেশের কথা বলা যায় না।

তৃতীয়ত, দেশ সামান্য ধারণা নয় এজন্য যে, দেশ যদি সামান্য ধারণা হত তা হলে দেশকে অখন্ড বলে গণ্য করা যেত না অথচ আমরা দেশকে অখন্ড বলেই গণ্য করি। এখন যেহেতু অনন্তের ধারণা পরিমাণগত ধারণা নয় সেহেতু দেশ সামান্য ধারণা নয়।

চতুর্থত, সামান্য ও তার অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তির (দৃষ্টান্তের) সম্বন্ধ সমগ্র ও অংশের সম্বন্ধ নয়। কিন্তু দেশ ও খন্ড দেশের সম্বন্ধ সমগ্র ও অংশের সম্বন্ধ। এদিক থেকেও দেখা যাচ্ছে—দেশ সামান্য ধারণা নয়। সুতরাং দেশ হল পূর্বতঃসিদ্ধ অনুভব। ***Critique of Pure Reason***-এর প্রথম সংস্করণে আমরা এই চতুর্থ যুক্তিটির অন্য একটি ভাষ্য পাই। এখানে কান্ট বলেছেন, দেশ সামান্য ধারণা বা concept নয়। কারণ দেশ যদি সামান্য ধারণা হয় তবে এর মধ্যে এমন কিছু থাকবে যা সাধারণভাবে সমস্ত খণ্ড দেশের (different spaces) মধ্যে আছে। কিন্তু এমন কোনো বিশেষ নির্দিষ্ট পরিমাণ (magnitude) বিভিন্ন খণ্ড দেশের মধ্যে সাধারণভাবে পাওয়া যায় না। অন্যদিকে দেশ এক নির্দিষ্ট অনন্ত পরিমাণ রূপে প্রদত্ত (given as a definite infinite magnitude) হয়। কাজেই দেশকে সামান্য ধারণা বলা যায় না।

দেশ/জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

দেশ সম্পর্কে জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দেবার আগে জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বলতে কান্ট কী বোঝেন তা দেখা যাক। কান্ট বলেন, 'আমি একটি প্রত্যয়ের জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা বলতে সেই ব্যাখ্যাকে বুঝি নিয়ম হিসাবে যার থেকে অন্য পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞানের সম্ভবপরতা বোধগম্য হয়।''

তাঁর এই বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, কান্টের মতে, কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে কোন বিশেষ প্রত্যয়কে নিয়ম হিসেবে স্বীকার না করলে অন্য একটি পূর্বতঃসিদ্ধ

সংশ্লেষক জ্ঞানের সম্ভবপরতা ব্যাখ্যা করা যায় না। দেশ-এর বেলায় ঠিক এরকমটি ঘটে। দেশকে পূর্বতঃসিদ্ধ অনুভব বলে স্বীকার না করলে জ্যামিতিক জ্ঞানের সম্ভপরতা ব্যাখ্যা করা যায়।

জ্যামিতি হল সেই শাস্ত্র যা বস্তুর দৈশিক ধর্ম নিয়ে আলোচনা করে। অর্থাৎ, জ্যামিতিক বচনগুলি দেশ সংক্রান্ত বচন। আবার , জ্যামিতিক বচনগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ ও সংশ্লেষক। সুতরাং দেশ সংক্রান্ত বচনগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ ও সংশ্লেষক।

এখন, দেশ যদি সামান্য ধারণা হত তাহলে দেশ সংক্রান্ত বচনগুলি বিশ্লেষক হত। কেননা, কোনো সামান্য ধারণা থেকে এমন কোন বচন নিষ্কাশন করা যায় না যা ওই সামান্য ধারণাকে অতিক্রম করে যায়। কিন্তু জ্যামিতিক বচন, অর্থাৎ দেশ সংক্রান্ত বচন, বিশ্লেষক নয়। জ্যামিতিক বচনগুলি ধারণাসংক্রান্ত বচন নয়, বাস্তব জগৎ-সংক্রান্ত বচন ; কেননা, জ্যামিতিক বচনগুলি বাস্তব জগতেও প্রযোজ্যে। কাজেই, দেশ সামান্য ধারণা নয় ; দেশ হল অনুভব। শুধু তাই নয় ; দেশ হল পূর্বতঃসিদ্ধ অনুভব। জ্যামিতিক বচনগুলি অপরিহার্য এবং ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষে অপরিহার্যতার জ্ঞান হয় না। কাজেই স্বীকার করতে হবে অভিজ্ঞতা নিরপেক্ষভাবে বা পূর্বতঃসিদ্ধভাবে দেশ-এর জ্ঞান হয়। সুতরাং দেশ হল বিশুদ্ধ বা পূর্বতঃসিদ্ধ অনুভব।

কাল ঃ আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা

প্রথম যুক্তি ঃ

কাল অভিজ্ঞতা থেকে লব্ধ ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যয় নয়। কেননা যৌগপত্য বা পারম্পর্যের প্রত্যক্ষ হত না, যদি না কালের ধারণা পূর্বতঃসিদ্ধরূপে আমাদের মনে থাকত। কেবল কালের পূর্বস্বীকৃতির উপর ভিত্তি করেই আমরা বস্তুকে যুগপৎ বা আনুপূর্বিক বলে প্রত্যক্ষ করি।

এ যুক্তিটির তাৎপর্য এরূপ। অনেকে মনে করেন, আমরা বিভিন্ন ঘটনাকে একই সঙ্গে বা পরস্পর ঘটতে দেখি এবং সেই অভিজ্ঞতা থেকে কালের ধারণা গঠন করি। সুতরাং কাল হল অভিজ্ঞতালব্ধ ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যয়। কিন্তু কান্টের মতে, যৌগপত্য বা পারম্পর্য প্রত্যক্ষের মূলে আছে কালের পূর্বস্বীকৃতি। সুতরাং কাল অভিজ্ঞতালব্ধ ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যয় নয়। বরং জ্ঞানের আকার হিসাবে কালের ধারণা পূর্বে থেকে মনে থাকে বলেই আমরা বিভিন্ন ঘটনাকে যুগপৎ বা আনুপূর্বিক বলে প্রত্যক্ষ করতে পারি। সুতরাং কাল পূর্বতঃসিদ্ধ।

দ্বিতীয় যুক্তি ঃ

কাল হল এমন একটি অপরিহার্য ধারণা যা সকল ইন্দ্রিয়ানুভবের ভিত্তিস্বরূপ থাকে। আভাসের ক্ষেত্রে আমরা কালকে বাদ দিতে পারি না, যদিও আমরা কালকে আভাসশূন্য বলে ভাবতে পারি। সুতরাং কাল পূর্বতঃসিদ্ধ।

এ যুক্তিতে কান্টের বক্তব্য নিম্নরূপ।

(ক) যে কোন ইন্দ্রিয়ানুভবের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়োপাত্ত কাল-পরিচ্ছদ ধারণ করেই অনুভবের বিষয়ে পরিণত হয়। কাল-পরিচ্ছদ ধারণ করেনি অথচ ইন্দ্রিয়ানুভবের বিষয়

তারা যে পরস্পরের থেকে পৃথক বা বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত তা জানতে হলে, দেশকে পূর্ব থেকে স্বীকার করে নিতে হবেই।

কান্টের এই যুক্তির মমার্থ অনুধাবন করতে হলে কান্টের মতের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে একটি মত বিচার করে দেখতে হবে। কেউ কেউ মনে করেন, বাহ্যবস্তুর ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ থেকে দেশবোধ উৎপন্ন হয়। সুতরাং দেশ হল বাহ্য অভিজ্ঞতাজাত সামান্য ধারণা। তাঁদের মতে, যখনই আমরা বাহ্য পদার্থগুলিকে বাহ্যইন্দ্রিয়ের সাহায্যে প্রত্যক্ষ করি তখনই 'এখানে,' 'ওখানে,' 'কাছে', 'দূরে', 'ছোট', 'বড়' ইত্যাদি অনুভব হয়। এইসব অনুভব থেকে দেশবোধের উৎপত্তি হয়।

কিন্তু কান্ট সম্পূর্ণ ভিন্ন ও বিরুদ্ধ মত পোষণ করেন। তাঁর মতে, পূর্বথেকে আমদের মনে দেশবোধ আছে বলেই বাহ্যপদার্থের প্রত্যক্ষের সময় তাকে দৈশিক ধর্মযুক্ত বলে প্রত্যক্ষ করি। সকল প্রকার ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের পূর্বে আমাদের মনে দেশবোধ আছে বলেই কোনকিছু প্রত্যক্ষ করার সময় আমাদের 'এখানে' 'ওখানে' 'কাছে' 'দূরে' 'পাশাপাশি' 'ছোট' 'বড়' ইত্যাদির বোধ হয়। সংক্ষেপে, কান্টের বক্তব্য হল: ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের মাধ্যমে এবং ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের জন্য দেশের ধারণা জন্মায় না। বরং মানবমনের জ্ঞানশক্তিতে নিহিত দেশের ধারণার জন্যই বিষয় দৈশিক ধর্মযুক্ত বলে প্রত্যক্ষীভূত হয়। এখানে একটি কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার। কান্ট একথা বলছেন না যে—সবরকম অভিজ্ঞতার পূর্বে কেবল দেশের স্পষ্ট জ্ঞান আমাদের মনে থাকে। তিনি যা বলতে চান তা হল বাহ্যবস্তুর প্রত্যক্ষের সময় দেশবোধ সুস্পষ্ট হয় ঠিকই, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশবোধ সংবেদনজন্য নয়। মানবমনের জ্ঞানশক্তিতে পূর্বতঃসিদ্ধ আকার হিসেবে দেশবোধ নিহিত আছে বলেই বস্তু দৈশিকরূপে আভাসিত হয়। দেশবোধ বাহ্য অভিজ্ঞতার সম্ভবপরতার আবশ্যিক শর্ত। সুতরাং দেশ পূর্বতঃসিদ্ধ।

দ্বিতীয় যুক্তি :

দেশ হল এমন আবশ্যিক ও পূর্বতঃসিদ্ধ প্রতীতি যা সকল বাহ্যঅনুভবের অন্তরালে বিদ্যমান। আমরা দেশের অনুপস্থিতির কথা ভাবতে পরিনা, যদিও আমরা বস্তুহীন দেশের কথা ভালভাবেই ভাবতে পারি। সুতরাং দেশকে আভাসের শর্ত হিসেবে গণ্য করা যায়। এই যুক্তিটির তাৎপর্য এরূপ। দেশ পূর্বতঃসিদ্ধ, কেননা, দেশ অনিবার্য এবং অনিবার্যতা পূর্বতঃসিদ্ধতার একটি লক্ষণ। কিন্তু দেশ যে অনিবার্য তা কিভাবে দেখানো যায়? দেশের অনিবার্যতা এভাবে প্রমাণ করা যায়। আমরা বস্তুহীন শূন্যদেশের কথা ভাবতে পারি; অর্থাৎ এমন কোন দেশের কথা ভাবতে পারি যাতে কোন বস্তু নেই। কিন্তু আমরা দৈশিক ধর্মহীন বস্তুর কথা ভাবতে পরি না ; অর্থাৎ এমন কোন বস্তুর কথা ভাবতে পারি না যে কোন-না-কোন ভাবে দৈশিক ধর্মযুক্ত নয়। দৈশিক ধর্মহীন বিষয়ের কথা ভাবতে গেলে বিষয়ের বিষয়ত্ব থাকে না। কোনকিছুকে জ্ঞানের বিষয় হতে হলে তাকে দৈশিক ধর্মযুক্ত হতেই হবে। দৈশিক ধর্মযুক্ত হয়নি অথচ জ্ঞানের বিষয় হয়েছে-এমন হতে পারে না। এর থেকে এই সিদ্ধান্তই করা যায় যে দেশ বস্তু বা বিষয়ের

উপর নির্ভরশীল নয়; বরং দেশ হল আভাসের সম্ভবপরতার আবশ্যিক শর্ত এবং দেশের ধারণা যৌক্তিকভাবে আভাসের পূর্বগামী।

একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেশের অপরিহার্যতা বিচার করে দেখা যায়। দৈশিক ধর্মকে অন্যান্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধর্মের সাথে তুলনা করলে সহজেই বোঝা যায় কেন দৈশিক ধর্ম অনিবার্য। কোনো বস্তুতে কোন নির্দিষ্ট রূপ বা রস বা অন্যকোন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ধর্মের অভাব বা অনুপস্থিতি আমরা কল্পনা করতে পারি ; কিন্তু দৈশিক ধর্মের অভাবের কথা আমরা কল্পনা করতে পারি না। কোন বস্তু জ্ঞাত হয়েছে অথচ তার কোন দৈশিক ধর্ম জ্ঞাত হয়নি—এমন হতে পারে না ; আমরা এরকম কল্পনাই করতে পারি না। সুতরাং জ্ঞানীয় পরিস্থিতিতে দেশ অনিবার্য এবং সেইহেতু দেশ পূর্বতঃসিদ্ধ।

তৃতীয় যুক্তি :

দেশের ধারণা যুক্তির দ্বারা লভ্য সামান্য ধারণা নয় ; দেশ হল বিশুদ্ধ অনুভব। কারণ, প্রথমত, আমরা কেবল একটি দেশেরই ধারণা করতে পারি। এবং যখন আমরা বিভিন্ন দেশের কথা বলি, তখন সেগুলিকে মাত্র একটি এবং একই অনুপম দেশের অংশ বলেই বুঝি। দ্বিতীয়ত, অংশগুলি কখনো এক সর্বব্যাপী দেশের উপাদান হিসাবে পূর্বগামী হতে পারে না। বিপরীতপক্ষে, অংশগুলিকে এক সর্বব্যাপী দেশের অন্তর্ভুক্ত বলে চিন্তা করা যায়। দেশ মূলত এক ; দেশের অন্তর্ভুক্ত বহুতা এবং সেইজন্য বিভিন্ন দেশের ধারণা একই দেশের সীমিতকরণের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং একথাই প্রমাণিত হয় যে দেশ সংক্রান্ত সকল ধারণার অন্তরালে একটি পূর্বতঃসিদ্ধ অনুভব আছে।

এ যুক্তিতে কান্ট একথাই প্রমাণ করতে চান যে দেশ হল পূর্বতঃসিদ্ধ অনুভব। এবং তা করতে গিয়ে তিনি একটি বিরুদ্ধ মত খণ্ডন করেন। কেউ কেউ মনে করেন—দেশ হল এমন একটি সামান্য ধারণা যা বিভিন্ন দৈশিক সম্বন্ধ থেকে বিমূর্তকরণ প্রক্রিয়ায় গঠিত। কিন্তু কান্ট এমতের বিরোধিতা করে বলেন—পূর্ব থেকে আমাদের মনে এক সর্বব্যাপী সমগ্র দেশের ধারণা আছে বলেই সেই সর্বব্যাপী দেশকে সীমিত করে আমরা খন্ড খন্ড দেশের কথা ভাবি। অর্থাৎ বিভিন্ন দৈশিক সম্বন্ধের ধারণা এক অখন্ড সর্বব্যাপী দেশের প্রতি ইঙ্গিত করে। এক, অখন্ড ও সর্বব্যাপী দেশের ধারণা কোনো সামান্য ধারণা নয়। সুতরাং দেশ হল অনুভব।

চতুর্থ যুক্তি :

দেশ অনন্ত বলে প্রতীত হয়। প্রত্যেক সামান্য ধারণা হল এমন ধারণা যা অসংখ্য বাস্তব ও সম্ভাব্য বিশিষ্ট ধারণার মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান এবং ওই সব বিশিষ্ট ধারণা ওই সামান্য ধারণার অধীন।

কিন্তু কোন সামান্য ধারণা তার অধীনস্থ বিশিষ্ট ধারণাগুলিকে তার নিজের ভেতরে ধারণ করে না।

দেশের বেলায় আমরা ভাবি যে খন্ড দেশগুলি অখন্ড ও অনন্ত দেশের অংশ হিসেবে তার ভেতরেই আছে। সুতরাং দেশ সামান্যধারণা নয় ; দেশ হল পূর্বতঃসিদ্ধ অনুভব।

কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, অভিজ্ঞতার সর্বনিম্নস্তরে বা প্রাথমিক স্তরে কতকগুলি অসংলগ্ন উপাত্ত ভাসমান হয় এবং পরক্ষণে ওই উপাত্তগুলি দেশ ও কালের আকারে আকারিত হয়।

কান্টের প্রকৃত বক্তব্য হল—আভাস মাত্রই দেশ ও কালের আকারে আকারিত হয়।

আভাসমাত্রই দেশ ও কালের আকারে আকারিত। আভাসের উপাদানাংশ ও আকারাংশ কখনো বিচ্ছিন্নভাবে জ্ঞাত হয় না। আভাসের উপাদান ও আকার অবিচ্ছেদ্য।

আমরা উপাদান ও আকারের পার্থক্য যৌক্তিকভাবে বিশ্লেষণ করতে পরি, কিন্তু বাস্তবে এদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। এবং এদেরকে পৃথকভাবে চিন্তাও করা যায় না। কেননা, যখনই আমরা আভাসের উপাদানকে আকার থেকে বিচ্ছিন্ন করে চিন্তা করার চেষ্টা করি তখন আমরা চিন্তার বিষয় কিছুই পাই না। বস্তুত দৈশিক ও কালিক আকার বাদ নিয়ে বিষয়ের কথা চিন্তা করতে গেলে বিষয়ের বিষয়ত্ব থাকেনা। এজন্যই দেশ ও কাল জ্ঞানের ক্ষেত্রে অপরিহার্য, সার্বিক ও অপরিহার্য।

দেশ ও কাল পূর্বতসিদ্ধ আকার

দেশ ও কাল জ্ঞানের পূর্বতঃসিদ্ধ আকার। এ বক্তব্যের তাৎপর্য অনুধাবন করতে হলে 'পূর্বতঃসিদ্ধ' কথাটির অর্থ ভালোভাবে বুঝে নেওয়া দরকার। আক্ষরিক অর্থে, যা অভিজ্ঞতার পূর্বে সিদ্ধ তা-ই পূর্বতঃসিদ্ধ। কোনো কিছু আপেক্ষিকভাবে পূর্বতঃসিদ্ধ হতে পারে; আবার কোনোকিছু চরমভাবে পূর্বতঃসিদ্ধ হতে পারে। যেমন—ধরা যাক, একজন ব্যক্তি আগুনে হাত দিয়েছিল এবং হাত পুড়েছিল। পরবর্তীকালে দ্বিতীয় কোনো ক্ষেত্রে আগুন দেখে, আগুনে হাত না দিয়ে, তার জ্ঞান হতে পারে যে আগুনে হাত দিলে হাত পুড়ে যাবে। এক্ষেত্রে এই জ্ঞান হওয়ার জন্য যদিও আগুনে হাত দেওয়ার দরকার হয়নি, তবুও এই জ্ঞানকে চরমভাবে পূর্বতসিদ্ধ বলা যায় না। এ জ্ঞানটি আপেক্ষিকভাবে, পূর্বতঃসিদ্ধ; কেননা অন্য একটি জ্ঞানের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে এ জ্ঞান সম্ভব হয়েছে। কিন্তু কান্ট তাঁর ***Critique of Pure Reason***-এ 'পূর্বতঃসিদ্ধ' শব্দটি এ অর্থে গ্রহণ করেননি বা প্রয়োগ করেননি। তাঁর মতে, 'পূর্বতঃসিদ্ধ' মানে চরমভাবে অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ। যা সর্বতোভাবে অভিজ্ঞানিরপেক্ষ বা ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষের সঙ্গে যার কোন প্রকার সংশ্রব নেই, যার অস্তিত্ব প্রমাণের জন্য ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ, এমনকি ইন্দ্রিয় সংবেদনেরও, প্রয়োজন হয় না, তা-ই পূর্বতঃসিদ্ধ। আর একটি কথা, যা পূর্বতঃসিদ্ধ তা সার্বিক ও অনিবার্য। সার্বিকতা ও অনিবার্য পূর্বতঃসিদ্ধের দুটি লক্ষণ। কোন কিছু সার্বিক ও অনিবার্য হলে আমরা বলতে পারি তা পূর্বতঃসিদ্ধ।

দেশ ও কাল পূর্বতঃসিদ্ধ এই অর্থে যে এরা সকল প্রকার ইন্দ্রিয়অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ এবং সকল প্রকার ইন্দ্রিয়অভিজ্ঞতার আবশ্যিক পূর্বশর্ত। কেবল দেশ ও

কালরূপ আকারের মধ্য দিয়েই কোন বস্তু অনুভবের বিষয় হতে পারে। একটি বস্তু ইন্দ্রিয়ানুভবের বিষয় হয়েছে অথচ দৈশিক ও কালিক আকারে আকারিত হয়নি—এমন হতে পারে না। এর দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে বস্তুকে ইন্দ্রিয়ানুভবের বিষয় হতে গেলে অবশ্যই দৈশিক ও কালিক আকারে আকারিত হতেই হবে। সুতরাং দেশ ও কাল সকল প্রকার ইন্দ্রিয়ানুভবের পূর্ববর্তী এবং সেহেতু তারা পূর্বতঃসিদ্ধ। এখানে 'পূর্ববর্তিতা' বলতে কালিক পূর্ববর্তিতা বোঝাচ্ছে না। 'পূর্ববর্তী' শব্দটিকে 'আবশ্যিক শর্ত' অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। দেশ ও কাল সকল প্রকার ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতার বা ইন্দ্রিয়ানুভবের আবশ্যিক শর্ত—এই অর্থেই দেশ ও কাল পূর্বতসিদ্ধ।

দেশ ও কাল যে পূর্বতঃসিদ্ধ অনুভব তার প্রমাণ

দেশ ও কাল যে পূর্বতঃসিদ্ধ অনুভব তা প্রমাণ করার জন্য কান্ট দু'ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এক ধরনের ব্যাখ্যাকে কান্ট বলেছেন আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা ; আর এক ধরনের ব্যাখ্যাকে কান্ট বলেছেন জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা।

আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা

কোন ধারণার অন্তর্নিহিত স্বরূপের বিশ্লেষণের মাধ্যমে ঐ ধারণার পূর্বতঃসিদ্ধতা প্রদর্শনই হল আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা। সুতরাং আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা হল প্রত্যক্ষ ব্যাখ্যা। আধিবিদ্যক ব্যাখ্যা এ কথাই প্রমাণ করে যে দেশ ও কালের পূর্বতঃসিদ্ধ হবার ব্যাপারটি তাদের স্বরূপের মধ্যেই নিহিত।

জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

কোন পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞানের সম্ভবপরতা ব্যাখ্যা করা জন্য দেশ ও কালের পূর্বতঃসিদ্ধতা স্বীকারই হল জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যায় দেখানো হল যে দেশ ও কালের পূর্বতঃসিদ্ধতা স্বীকার না করলে কতগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞানের সম্ভবপরতা ব্যাখ্যা করা যায় না। সুতরাং জ্ঞানতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা হল পরোক্ষ ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা পরোক্ষভাবে দেশ ও কালের পূর্বতসিদ্ধতা প্রমাণ করে।

দেশের আধিবিদ্যক ব্যাখ্যার দুটি অংশ। **প্রথম অংশে** কান্ট দেখাতে চাইছেন—দেশ ও কাল ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষজাত নয়, দেশ ও কাল অভিজ্ঞতানিরপেক্ষ বা পূর্বতঃসিদ্ধ। **দ্বিতীয় অংশে**, কান্ট প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে—দেশ ও কাল বিমূর্ত প্রত্যয় বা সামান্যধারণা নয়। দেশ ও কাল হল অনুভব। এ দুটি অংশ একত্রে প্রমাণ করে যে দেশ ও কাল হল পূর্বতঃসিদ্ধ অনুভব।

প্রথম যুক্তি :

দেশ বাহ্যঅভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত বা বিমূর্তকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রাপ্ত ঐন্দ্রিয়ক প্রত্যয় বা সামান্য ধারণা নয়। কেননা, কোন কোন সংবেদনকে আমাদের বাইরে জানতে হলে বা সংবেদনগুলিকে পরস্পরের বাইরে বা পাশাপাশি রূপে জানতে হলে,

একই সঙ্গে পূর্বতঃসিদ্ধও বটে, আবার সংশ্লেষকও বটে। সুতরাং বাস্তবব্যাপার বিষয়ক এমন কোন বচন (সংশ্লেষক বচন) নেই যা অবশ্যম্ভব (পূর্বতঃসিদ্ধ)। বচনের প্রকারভেদ থেকে হিউম কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত করলেন। যেমন—(১) কারণ ও কার্যের মধ্যে কোন অবশ্যম্ভব বা অনিবার্য সম্বন্ধ নেই, (২) স্থায়ী দ্রব্য বলে কিছু নেই, ইত্যাদি। হিউমের এই মতের পরিণতি হল সংশয়বাদ যা বাস্তব ব্যাপার সম্পর্কে কোন নিঃসন্দিগ্ধ জ্ঞান স্বীকার করে না। যদিও কান্ট প্রথম জীবনে লাইবনিজের বুদ্ধিবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন, তবু হিউমের মতের সাথে পরিচিত হবার পর তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী ও চিন্তাধারার পরিবর্তন ঘটে। বিশেষ করে, কারণ ও কার্যের মধ্যে কোন অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ নেই—হিউমের এই বক্তব্যটি চিরাচরিত বিশ্বাসের ভিত্তিমূলে আঘাত করলো। কান্টের মনে তাই প্রশ্ন জাগলো, হিউমের বক্তব্য কি ঠিক? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে কান্ট যেন একটি বিস্ময়কর আবিষ্কার করলেন এবং তা হল : পূর্বতঃসিদ্ধ বচন ও সংশ্লেষক বচন পরস্পর বিসংবাদী নয়।[৪] কান্ট দেখলেন, এটা ঠিক নয় যে—কোন পূর্বতঃসিদ্ধ বচন সংশ্লেষক হতে পারে না। একটি বচন সংশ্লেষক হওয়া সত্ত্বেও পূর্বতঃসিদ্ধ হতে পারে। প্রত্যেক ঘটনার কারণ আছে—এই সার্বিক কারণিক নিয়মটিকে বিশ্লেষণ করেই তিনি এই সিদ্ধান্তে আসেন। প্রত্যেক ঘটনার কারণ আছে—এ বচনটি একাধারে পূর্বতঃসিদ্ধ ও সংশ্লেষক। এটি সংশ্লেষক এ জন্য যে বিধেয়ের ধারণটি (কারণের ধারণা) উদ্দেশ্যের ধারণা (ঘটনার ধারণা)-র মধ্যে নিহিত নেই। এটি পূর্বতঃসিদ্ধ এ জন্য যে আমরা যখন এ ধরনের বচন গঠন করি তখন স্বীকার করি যে এদের মধ্যে একটি অবশ্যম্ভব সম্বন্ধ আছে।

কান্ট আরো দেখলেন যে, পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক বচনে অথবা পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক বচনে প্রকৃত জ্ঞান ব্যক্ত হতে পারে না। কেননা, পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক বচনে যেহেতু কেবল উদ্দেশ্যপদের অর্থই বিশ্লেষণ করা হয়, সেহেতু পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক বচনে জ্ঞানের বিস্তৃতি ঘটে না; বিধেয়পদ উদ্দেশ্যপদ সম্পর্কে কোন নূতন তথ্য জ্ঞাপন করে না। অন্যদিকে, পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক বচনের কোন অবশ্যম্ভবতা নেই। কাজেই এ দু'প্রকার বচনের কোনটিতেই প্রকৃত জ্ঞান ব্যক্ত হয় না। কান্টের মতে, প্রকৃত জ্ঞানে একদিকে অবশ্যম্ভবতা ও সার্বিকতা এবং অন্যদিকে তথ্যজ্ঞাপকতা থাকা দরকার। আর এ বৈশিষ্ট্যগুলি কেবল পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বচনেই আছে। কিন্তু পূর্বতঃসিদ্ধ বচন কি আদৌ আছে? পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বচন কি সম্ভব? কান্ট দেখলেন—পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বচনের সম্ভপরতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না ; কেননা, বাস্তবতাই সম্ভপরতার প্রমাণ। গণিত ও পদার্থবিজ্ঞানের বচনগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বচন। যেমন—

(১) ৭ + ৫ = ১২

(২) একটি সরল রেখা দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী ক্ষুদ্রতম দূরত্ব,

(৩) প্রত্যেক ঘটনার কারণ আছে, ইত্যাদি।

এ বচনগুলি যে পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। প্রথম বচনটির কথাই ধরা যাক।

এখানে উদ্দেশ্যপদ '৭ + ৫' -এর ধারণাকে বিশ্লেষণ করে '১২'-এর ধারণা পাওয়া যায় না; '৭ + ৫'-এর ধারণার মধ্যে '১২'-এর ধারণা নিহিত নেই। কাজেই বচনটি সংশ্লেষক। আবার যেহেতু বচনটি অপরিহার্য বা অবশ্যম্ভব সেহেতু এটি পূর্বতঃসিদ্ধ। অনুরূপভাবে দেখানো যায়, অন্য দুটি বচনও পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক। কাজেই, পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক বচনের সম্ভবপরতা অস্বীকার করা যায় না।

এখন প্রশ্ন হল : কি ক'রে সংশ্লেষক অবধারণ পূর্বতঃসিদ্ধরূপে সম্ভব? 'পূর্বতঃসিদ্ধরূপে' মানে অভিজ্ঞতানিরপেক্ষভাবে, কোনোরকম অভিজ্ঞতার সাহায্য ছাড়াই। সুতরাং সমস্যাটি হল : কোন রকম অভিজ্ঞতা ছাড়াই কি ক'রে সংশ্লেষক অবধারণ সম্ভব হয়? প্রশ্নটিকে এভাবেও উত্থাপন করা যায়—কি'করে পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞান সম্ভব হয়? অবশ্যই মনে রাখা দরকার—কান্ট এখানে জ্ঞানের মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে চাইছেন না। কান্টের লক্ষ্য হল : জ্ঞাতার মনোগত সেইসব উপাদান আবিষ্কার করা যেগুলি পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞানের পূর্বশর্ত হিসেবে কাজ করে। সুতরাং জ্ঞানের জ্ঞানতাত্ত্বিক ও যৌক্তিক বিশ্লেষণই কান্টের লক্ষ্য। বিশ্লেষণের শেষ পর্যায়ে কান্ট এই সিদ্ধান্তে আসেন যে—আমাদের জ্ঞানশক্তিতে দেশ ও কাল রূপ দুটি পূর্বতঃসিদ্ধ আকার আছে বলেই আমরা পূর্বতঃসিদ্ধ সংশ্লেষক জ্ঞান লাভ করতে পারি।

শুদ্ধ অনুভব

কান্ট দেশ ও কালকে 'শুদ্ধ অনুভব' বলেছেন। কিন্তু কেন বলেছেন? কান্টের বক্তব্যের তাৎপর্য কী? প্রথমত, দেশ ও কাল হল অনুভব, প্রত্যয় বা সামান্যধারণা নয়। দৈশিক ও কালিক সম্বন্ধগুলো থেকে বিমূর্তকরণ প্রক্রিয়ায় দেশ ও কালের সামান্য ধারণা আমরা গঠন করি না। দেশ ও কাল আমাদের অনুভবেরই অপরিহার্য অংশ।

দ্বিতীয়ত, কান্টের মতে, 'শুদ্ধ মানে তা-ই যার মধ্যে এমনকিছু নেই যা ইন্দ্রিয়সংবেদনের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ যাকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে পাওয়া যায় না, তা-ই। একটি সমগ্র অনুভব বা আভাস থেকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সংবেদন বিচ্ছিন্ন করে নিলে যা অবশিষ্ট থাকে তা-ই দেশ ও কাল। কাজেই দেশ ও কাল হল শুদ্ধ অনুভব।[৫]

দেশ ও কাল — সার্বিক ও অপরিহার্য

দেশ ও কাল হল অনুভবমাত্রেরই অপরিহার্য প্রাক্-উপকরণ। অর্থাৎ আনুভবিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে দৈশিক আকার ও কালিক আকার সার্বিক ও অপরিহার্য প্রাক্-উপকরণ।

দেশ ও কালরূপ আকার দুটির মাধ্যমে ছাড়া কোন উপাত্ত ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হতে পারে না।

Philosophy (Hons.)
Sem – II
CC – 4

দেশ ও কাল সম্পর্কে কান্টের মত

অমিয় কুমার মাইতি

ভূমিকা

জ্ঞানের উৎপত্তিসংক্রান্ত সমস্যাটি একটি অত্যন্ত গুরুতপূর্ণ দার্শনিক সমস্যা। কী ভারতবর্ষে, কী পাশ্চাত্যে হেন কোনো দার্শনিক নেই যিনি কোন না কোন জ্ঞানসংক্রান্ত আলোচনা করেননি। বলা যায়, এটি একটি চিরায়ত দার্শনিক সমস্যা। তবে জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট জ্ঞান সংক্রান্ত আলোচনার উপর এতখানি গুরুত্ব আরোপ করেছেন যে তিনি এক সময় দর্শনশাস্ত্র ও জ্ঞানবিদ্যাকে অভিন্ন ও সমার্থক বলেই মনে করেছেন। তিনিই সর্বপ্রথম জ্ঞানের উৎপত্তি সংক্রান্ত সমস্যাটির একটি বিচারসম্মত জ্ঞানতাত্ত্বিক সমাধান দেবার চেষ্টা করেছেন।

বর্তমান প্রবন্ধে কান্টের জ্ঞানতত্ত্বের বিস্তারিত ও অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ সম্ভব নয়। জ্ঞানের উৎপত্তিতে দেশ ও কালের ভূমিকা কী, এবং দেশ ও কালের স্বরূপ কী, এ বিষয়ে কান্টের বক্তব্য সংক্ষেপে আলোচনা করা হল।

কান্ট তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ ***Critique of Pure Reason***-এর 'অতীন্দ্রিয় অনুভব বিজ্ঞান'[১] অংশে দেশ ও কাল সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। দেশ ও কাল সম্বন্ধে কান্টের মত আলোচনা করতে গেলে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে : কান্ট দেশ ও কাল নিয়ে এত চিন্তা করেছেন কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে কান্টের প্রাধান সমস্যাটি কী ছিল।

কান্টের সমস্যা/ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে

কান্টের পূর্বে দৃষ্টিবাদী এবং বুদ্ধিবাদী দার্শনিকগণ মনে করতেন—সংশ্লেষক বচনমাত্রই পরতঃসাধ্য এবং পূর্বতঃসিদ্ধ বচনমাত্রই বিশ্লেষক।[২] তবে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে একটি বিষয়ে পার্থক্য ছিল। দৃষ্টিবাদীরা পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক বচনকেই বেশি মূল্য দিতেন এবং পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক বচনকে অত মূল্য দিতেন না। যেমন, হিউম মনে করতেন, পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক বচনেই প্রকৃত জ্ঞান ব্যক্ত হয়। তাঁর মতে, পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক বচনগুলি বাস্তব ব্যাপার সম্বন্ধে কোন তথ্য জ্ঞাপন করে না, কাজেই এ জাতীয় বচনে প্রকৃত জ্ঞান ব্যক্ত হয় না। অন্যদিকে, বুদ্ধিবাদীরা মনে করতেন, পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক বচনেই প্রকৃত জ্ঞান ব্যক্ত হয়। যেমন, লাইবনিজের মতে, পূর্বতঃসিদ্ধ প্রত্যয়ের বিশ্লেষণই প্রকৃত জ্ঞান ; সংশ্লেষক বচনগুলি পরতঃসাধ্য ও আপতিক মাত্র, কাজেই দেখা যাচ্ছে, কান্টের পূর্ববর্তী বুদ্ধিবাদী ও দৃষ্টিবাদী উভয় সম্প্রদায়ের দার্শনিকগণ মনে করতেন জ্ঞান তথা বচন দু'প্রকার—পূর্বতঃসিদ্ধ বিশ্লেষক এবং পরতঃসাধ্য সংশ্লেষক। অন্যকোনো তৃতীয় প্রকার বচন নেই ; এমন কোন বচন নেই যা

Critique of Pure Reason'-এর আবার প্রধান বিভাগটি হল '*Transcendental Doctrine of Method*'। অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের পূর্ণাঙ্গ সংহতি (complete system of a priori cognition)-কে যদি একটা সৌধরূপে কল্পনা করা যায় তবে বলা যেতে পারে যে Critique-এর প্রথম বিভাগ অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের উপাদান এবং ক্রিয়া নিয়ে, এবং 'Transcendental Doctrine of Method' এই সৌধের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করে।

Critque-এর দ্বিতীয় বিভাগটির স্বরূপ

কাণ্ট এক জায়গায় বলেছেন যে, তত্ত্ববিদ্যা হল মানুষের বুদ্ধির পরিসীমা সম্পর্কীয় বিজ্ঞান। 'Critique of Pure Reason'-এ তিনি এই পরিকল্পনাকেই পরিপূর্ণ করতে চেয়েছেন। কিন্তু বুদ্ধি বলতে এখানে তাত্ত্বিক বা চিন্তনমূলক বুদ্ধিকেই বোঝান হচ্ছে, অর্থাৎ বুদ্ধির ব্যবহারিক ক্রিয়াকে বোঝাচ্ছে। ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় প্রদত্ত নয় এমন তত্ত্বের তাত্ত্বিক জ্ঞান আমরা পেতে পারি না। বুদ্ধি অবশ্য নিজের সমালোচনা বা বিচার করার জন্য নিজের সম্পর্কেই চিন্তা করে কিন্তু এই ধরনের চিন্তনের উদ্দেশ্য হল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের শর্ত, বস্তুর সম্ভাবনার শর্তগুলিকে প্রকাশ করা। তাত্ত্বিক জ্ঞানের বিষয়বস্তুরূপে কোন অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের জগৎ এ আমাদের কাছে উদ্ঘাটন করে দিতে পারে না।

ইন্দ্রিয় অভিজ্ঞতায় অতীত তত্ত্বের জ্ঞান সম্ভব নয়

বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের পরিসীমা নিরূপণের অর্থ এই নয় যে ঈশ্বর, অমরতা প্রভৃতি শব্দগুলি অর্থহীন। আসলে কাণ্টের মতে এরা প্রমাণের অতীত। কাজেই অতীন্দ্রিয় দার্শনিক যুক্তিবিজ্ঞান, যেখানে তত্ত্ববিদ্যার সমালোচনা দেখতে পাওয়া যায়, সেখানে নৈতিক চেতনার উপর প্রতিষ্ঠিত ব্যবহারিক বা নৈতিক বিশ্বাসের পথ উদ্ঘাটিত হয়ে যায়। কাজেই, ঈশ্বর, অমরতা প্রভৃতি জ্ঞানের বিষয়বস্তু না হয়ে বিশ্বাসের বস্তুতে পরিণত হয়।

ঈশ্বর, অমরতা প্রভৃতি বিশ্বাসের বস্তু

কাণ্ট তাঁর 'Critique-এ যা দেবার প্রস্তাব করেছেন তা হল শুদ্ধ প্রজ্ঞার বা যথার্থ তত্ত্ববিদ্যার একটা ভূমিকা। তিনি যে অনুসন্ধানের কাজে ব্রতী হয়েছেন তাহল অতীন্দ্রিয় (transcendental)। অতীন্দ্রিয় বলতে তিনি সেই সব জ্ঞানকে বোঝেন যে জ্ঞান বস্তুর আলোচনায় আগ্রহী নয়, বস্তুর অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের আলোচনায় আগ্রহী। অতীন্দ্রিয় অনুসন্ধানের অর্থ হল যা অভিজ্ঞতা-পূর্ব তার সম্পর্কে জ্ঞানবিদ্যা সম্পর্কীয় অনুসন্ধান (epistemological enquiry into the a priori)।

অতীন্দ্রিয় অনুসন্ধানের অর্থ বস্তুর অভিজ্ঞতা পূর্ব আলোচনা

কাণ্ট বলেন যে তিনি অতীন্দ্রিয় দর্শন পুরোপুরিই দিচ্ছেন না যদিও তাঁর 'Critique'-এ এই দর্শনের প্রয়োজনীয় সব কিছুই রয়েছে। সম্পূর্ণাঙ্গ অতীন্দ্রিয় দর্শনকে অভিজ্ঞতা পূর্ব মানবীয় জ্ঞানের বিস্তৃত বিশ্লেষণ দিতে হবে। 'Critique-এ নিঃসন্দেহে, এই শুদ্ধ জ্ঞান যার দ্বারা গঠিত, সেই সমস্ত মৌলিক ধারণার সম্পূর্ণ বর্ণনা আছে। কিন্তু এই সব ধারণার বিশদ বিশ্লেষণ নেই। 'Critique'-এ অভিজ্ঞতাপূর্ব এবং সংশ্লেষণাত্মক জ্ঞানের পরিপূর্ণ-বিচারের জন্য যতটুকু প্রয়োজন ততদূর পর্যন্তই বিশ্লেষণের কাজকে চালান হয়েছে। যেসব প্রত্যয় পুরোপুরি অভিজ্ঞতা-পূর্ব কেবলমাত্র তাদেরই অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

Critique-এর আলোচ্য বিষয়

প্রকৃতপক্ষে Critique-এর তিনটি অংশ Aesthetic, Analytic এবং Dialectic, এরা যথাক্রমে ইন্দ্রিয়ানুভূতি, বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞা নিয়ে আলোচনা করেছে। প্রথম দুটি অংশে আলোচনা করা হয়েছে শুদ্ধ গণিত ও শুদ্ধ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কিভাবে সম্ভব এবং শেষ অংশে আলোচনা করা হয়েছে তত্ত্ববিদ্যা কিভাবে সম্ভব?

আকারের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত না হলে বস্তুকে কখনও জানা যাবে না। মন জ্ঞানের অসংবদ্ধ উপাদানের উপর জ্ঞানের আকার আরোপিত করে। এর অর্থ এই নয় যে মন স্বেচ্ছায়, সজ্ঞানে এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে এই কার্য সম্পন্ন করে। মানুষের মন এক স্বাভাবিক অনিবার্যতাবশতঃ অর্থাৎ মানুষের মন যা, তারই জন্য অর্থাৎ কিনা, জ্ঞাতা হিসাবে তার স্বাভাবিক গঠনের জন্যই, মন বস্তুর এই জ্ঞানের আকারকে আরোপিত করে। এই জ্ঞানের আকারগুলিই বস্তুর সম্ভাবনাকে নিরূপণ করে অবশ্য যদি বস্তু বলতে জ্ঞানের বস্তুকেই বোঝান হয়। বস্তু বলতে যদি স্বরূপতঃ বস্তুর (things in themselves) অর্থাৎ জ্ঞাতার সঙ্গে কোন রকম সম্পর্কযুক্ত না হয়ে বস্তুর যে অস্তিত্বশীল অবস্থা, তাকে বোঝায়, তাহলে তারা মানব-মনের দ্বারা নিরূপিত হবে না। কান্টের কোপার্নিকীয় বিপ্লব অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানকে কিভাবে ব্যাখ্যা করতে সহায়তা করতে পারে? একটা উদাহরণের সাহায্যে বিষয়টাকে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা

আমরা জানি প্রতিটি ঘটনার একটা কারণ আছে। কিন্তু হিউম যথার্থই নির্দেশ করেছিলেন যে বিশেষ দৃষ্টান্ত পর্যবেক্ষণ করে এই জ্ঞান কখনও লাভ করা যেতে পারে না। হিউম বলেন আমরা কেবলমাত্র এই বিশ্বাসের একটা মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা খুঁজে বার করার চেষ্টা করতে পারি। কান্টের মতে আমরা অবশ্যই জানি যে, প্রত্যেক ঘটনার একটা কারণ থাকবে এবং এটা অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের উদাহরণ। কোন্ শর্ত পূরণ করলে এটা সম্ভব হয়? এই শর্তে সম্ভব যে বস্তুকে জ্ঞেয় হবার জন্য মানুষের বুদ্ধির পক্ষে অবশ্য স্বীকার্য ধারণার অর্থাৎ বুদ্ধির আকারের (catagories) অধীন হতে হবে, যে আকারগুলির মধ্যে কার্যকারণের তত্ত্ব একটি। অভিজ্ঞতার বস্তু যদি অনিবার্যভাবে অভিজ্ঞতা-পূর্ব প্রত্যয়ের দ্বারা অংশতঃ নিরূপিত হয় এবং এই প্রত্যয়ের মধ্যে কার্যকারণের প্রত্যয় যদি অন্যতম হয়, আমরা অভিজ্ঞতার বহু পূর্বেই জানতে পারব যে, মানুষের অভিজ্ঞতার রাজ্যে কারণ ছাড়া কখনও কোন কিছু ঘটতে পারবে না এবং এই ধারণাকেই কার্যকারণতত্ত্বের বিশেষ দৃষ্টান্তের বাইরে প্রসারিত করে আমরা সমস্ত অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের সম্ভাবনাকে ব্যাখ্যা করতে পারব।

'বস্তুকেই মনের অনুরূপ হতে হবে'—এই নতুন অনুমানের উপর ভিত্তি করে আমরা যা অন্য ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না, সেগুলিকে যদি ব্যাখ্যা করতে পারি তাহলে প্রথমে যেটিকে অনুমান রূপে গ্রহণ করা হয়েছিল, তার যাথার্থ্য প্রমাণে আমরা সফল হয়েছি বলতে হবে।

বস্তুকেই মনের অনুরূপ হতে হবে

৭। Critique of Pure Reason-এর লক্ষ্য এবং তার বিভাগ (The Idea and the Divisions of the Critique of Pure Reason):

কান্টের তিনটি গ্রন্থ—শুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচার (Critique of Pure Reason), ব্যবহারিক প্রজ্ঞার বিচার (Critique of Practical Reason), বিচারশক্তির বিচার (Critique of Judgment)—এই তিন বিচার মানব-মনের তিনটি মৌলিক বৃত্তি সম্পর্কীয় সমস্যার আলোচনা। যথাক্রমে এই তিনটি বৃত্তি হল অবগতি বা জানা, (Thinking), ইচ্ছা (Willing) এবং অনুভূতি (Feeling)। প্রথম বিচারের আলোচনা জ্ঞানতত্ত্ব সম্পর্কে, দ্বিতীয় বিচারের আলোচনা নীতিবিজ্ঞান সম্পর্কে এবং তৃতীয় বিচারের আলোচনা সৌন্দর্যতত্ত্ব এবং প্রকৃতির উদ্দেশ্য সম্পর্কে।

তিনটি বৃত্তির অনুরূপ তিনটি বিচার

কান্টের 'Critique of Pure Reason'-এর ছটি প্রধান বিভাগ, প্রথমটির নাম 'Transcendental Doctrine of Elements'। 'Transcendental' বা অতীন্দ্রিয় শব্দটি নির্দেশ করছে যে এই বিভাগ জ্ঞানের অভিজ্ঞতা-পূর্ব উপাদান নিয়ে আলোচনা করে। এর আবার দুটি উপবিভাগ আছে।—(১) অতীন্দ্রিয় অনুভূতি-বিজ্ঞান (Transcendental Aesthetic), এবং (২) অতীন্দ্রিয় যুক্তিবিজ্ঞান (Transcendental Logic)। প্রথমটিতে কান্ট ইন্দ্রিয়ের অভিজ্ঞতা-পূর্ব আকার নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন গণিতের সংশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান কিভাবে সম্ভব। অতীন্দ্রিয় যুক্তিবিজ্ঞান (Transcendental Logic)-এর আবার দুটি বিভাগ আছে—অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের বিশ্লেষণ (Transcendental Analytic) এবং অতীন্দ্রিয় দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিজ্ঞান (Transcendental Dialectic)।

Critique-এর দুটি প্রধান বিভাগ

অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের বিশ্লেষণে কান্ট শুদ্ধ প্রত্যয় বা বুদ্ধির পক্ষে অবশ্য স্বীকার্য ধারণা বা বুদ্ধির আকার (categories of the understanding) নিয়ে আলোচনা করেছেন, এবং দেখিয়েছেন যে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সংশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতা-পূর্ব বচন কিভাবে সম্ভব হয়। অতীন্দ্রিয় দ্বান্দ্বিক যুক্তিবিজ্ঞানে তিনি দুটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন—প্রথমতঃ, তত্ত্ববিদ্যার প্রতি স্বাভাবিক প্রবণতা, এবং দ্বিতীয়তঃ, তত্ত্ববিদ্যা অর্থাৎ চিন্তনমূলক তত্ত্ববিদ্যা বিজ্ঞান হতে পারে কিনা—সেই প্রশ্নের আলোচনা। আগেই বলা হয়েছে যে স্বাভাবিক প্রবণতারূপে তিনি তত্ত্ববিদ্যার মূল্য স্বীকার করেন। কিন্তু প্রকৃত বিজ্ঞানরূপে এর দাবি স্বীকার তিনি করতে চান না।

গ্যালিলিও (*Galileo*) এবং টরিসিলি (*Torricelli*) পরীক্ষামূলক পদ্ধতি প্রবর্তন করেছিলেন। জ্যোতির্বিজ্ঞানেও এই জাতীয় পরিবর্তন ঘটেছিল যখন কোপারনিকাস তাঁর প্রকল্প প্রথম উপস্থাপিত করেছিলেন।

জ্ঞান রাজ্যে কাণ্ট তাঁর দার্শনিক বিপ্লবকে কোপারনিকাস সূচিত বিপ্লবের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কোপারনিকাস জ্যোতির্বিজ্ঞানে তৎকালীন প্রচলিত ভূ-কেন্দ্রিক (geo-centric) ব্যাখ্যার পরিবর্তে সূর্যকেন্দ্রিক (helio-centric) ব্যাখ্যার প্রবর্তন করেছিলেন। কোপারনিকাসের পূর্বে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা স্থির তারকার গতিকে ব্যাখ্যা করার জন্য অনুমান করতেন যে গতিহীন দ্রষ্টার চারদিকে যে তারকা-

কোপারনিকাসের প্রকল্পের ব্যাখ্যা

গুলি আবর্তিত হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে, তারা প্রকৃতই আবর্তিত হচ্ছে। কোপারনিকাস দেখালেন যে স্থির তারকার অবস্থানের আপাত প্রতীয়মান পরিবর্তনের কারণ হল ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর উপর অবস্থিত মানুষের প্রত্যক্ষণের পরিবর্তন। সূর্যকে পূর্ব থেকে পশ্চিমে যেতে দেখে কোপারনিকাসের পূর্ববর্তী জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, পৃথিবী স্থির, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে আবর্তিত হচ্ছে। কিন্তু কোপারনিকাস দেখালেন যে,তাদের সিদ্ধান্ত ঠিক নয়; কেননা পৃথিবীর বুকে কোন দ্রষ্টাকে নিয়ে যদি পৃথিবী সূর্যের চারপাশে আবর্তিত হয় তাহলে সূর্যের সেই একই গতি প্রত্যক্ষিত হবে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা পরে দেখলেন যে, সূর্যকেন্দ্রিক ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করেই কেবলমাত্র জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক ঘটনাকে ব্যাখ্যা করা যায়, যা ভূকেন্দ্রিক ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে করা যায় না। পরে কোপারনিকাসের সিদ্ধান্তই সত্য প্রমাণিত হল।

কাণ্টের বিপ্লবকে কোপারনিকাসের বিপ্লবের সঙ্গে তুলনা করা হয়—এই কারণে যে কাণ্ট-পূর্ববর্তী দার্শনিকবৃন্দ মনে করতেন যে, মানুষের জ্ঞানকে সত্য হতে হলে বিষয়ের অনুরূপ হতে হবে, কিন্তু এই অনুমানের ফলে প্রত্যয়ের সাহায্যে, অভিজ্ঞতার

কাণ্টের প্রকল্প

উপর নির্ভর না করে, বস্তু সম্পর্কে কোন কিছু নিরূপণ করা এবং আমাদের জ্ঞানকে প্রসারিত করা নিরর্থক হয়ে পড়ে। সেই কারণে কাণ্ট অনুমান করলেন যে, জ্ঞানকে সত্য হতে হলে বিষয়কেই জ্ঞানের অনুরূপ হতে হবে। এই অনুমানের ফলে কাণ্ট দেখালেন যে অভিজ্ঞতামূলক তত্ত্বে (empirical reality) কোন পরিবর্তন কিছু হবে না; কিন্তু এই নতুন অনুমানের উপর ভিত্তি করেই অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে, যা পুরাতন প্রকল্পের উপর ভিত্তি করে দেওয়া যেতে পারে না।

অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান কিভাবে সম্ভব বা সংশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতা-পূর্ব অবধারণ কিভাবে সম্ভব—এই সাধারণ প্রশ্ন নিয়ে যদি আলোচনা করা হয় এবং সেই সঙ্গে

কাণ্টেরপ্রকল্পের কারণ

অনিবার্যতা এবং প্রকৃত সার্বিকতাকে যে অভিজ্ঞতামূলক উপায় থেকে নিঃসৃত করা যায় না, সেই সম্পর্কে কাণ্ট ও হিউমের মতের সাদৃশ্যের কথা যদি স্মরণে রাখা যায় তাহলে সহজেই বোঝা যাবে, জ্ঞানের জন্য মনকে বিষয়ের অনুরূপ হতে হবে, এই মতবাদ সমর্থন করা কাণ্টের পক্ষে কত কঠিন। এর কারণ হল যদি বস্তুকে জানতে গিয়ে মনকে তাদের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করতে হয় এবং যদি এই অভিজ্ঞতা প্রদত্ত বস্তুর মধ্যে মন অনিবার্য সম্পর্ক খুঁজে না পায় তাহলে ব্যাখ্যা করা অসম্ভব হয়ে পরে যে, আমরা কিভাবে অনিবার্য এবং প্রকৃত সার্বিক অবধারণ গঠন করতে পারি যেগুলিকে আমরা অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না করেই যথার্থ বলে জানি। আমরা যে কেবল অভিজ্ঞতাতেই ঘটনার কারণ আছে প্রত্যক্ষ করি তা নয়, আমরা আগে থেকেই জানি যে প্রতিটি ঘটনার একটা কারণ থাকবে। অভিজ্ঞতাকে যদি প্রদত্ত বিষয়ের মধ্যে সীমিত থাকতে হয় আমরা

বস্তুই মনের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করবে

তাহলে সেখানে কোন অনিবার্য কার্যকারণ সম্বন্ধ আবিষ্কার করতে পারি না। কাজেই মনের বস্তুর সঙ্গে সংগতি রক্ষা করার মধ্যেই জ্ঞান নিহিত—এই অনুমানের উপর ভিত্তি করেই প্রতি ঘটনার একটা কারণ আছে, এই জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে না। সেকারণেই সিদ্ধান্ত করতে হয় বস্তুই মনের সঙ্গে সংগতি রক্ষা করা চলবে, বিপরীত কথা সত্য নয়। কাণ্টের 'কোপার্নিকীয় বিপ্লব' এই অভিমত ব্যক্ত করে না যে সত্তাকে মানব-মন বা তার ধারণায় রূপান্তরিত করা যায়। বার্কলের আত্মগত ভাববাদের (Subjective Idealism) সঙ্গে কাণ্টের মতের কোন মিল নেই।

কাণ্টের মতের সঙ্গে বার্কলের আত্মগত ভাববাদের পার্থক্য

তিনি একথা বলতে চান না যে মানব মন বস্তুকে চিন্তা করতে গিয়ে তাকে সৃষ্টি করছে। তিনি যা ব্যক্ত করতে চান তা হল যে, বস্তু যদি জ্ঞাতার দিক থেকে কতকগুলি জ্ঞানের অভিজ্ঞতা-পূর্ব শর্তের অধীনতা স্বীকার না করে, তাহলে বস্তু কখনও জ্ঞানের বস্তু হতে পারে না। যদি আমরা অনুমান করি যে, মানব-মন জ্ঞানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়, তাহলে আমরা যে অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের অধিকারী তার ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না। সুতরাং আমাদের এই অনুমান করতে হয় মন সক্রিয়। এই সক্রিয়তা নিছক শূন্যতা থেকে কোন কিছুর সৃষ্টি নয়। এই সক্রিয়তার অর্থ হল মন অভিজ্ঞতার মূল উপাদানের উপর তার নিজের জ্ঞানের আকার (forms of cognition)-কে আরোপ করে দেয় এবং এই

থাকে।'—এই বচনটির উল্লেখ করা যেতে পারে। কাণ্টের মতে এই বচনটি অনিবার্য আবার সংশ্লেষণাত্মক—কেননা, নিত্যতার (অপরিবর্তিত থাকার) ধারণা জড়ের অর্থের কোন অংশ নয়। জড় বলতে জড়ের দেশ জুড়ে থাকার (occupation of space) কথাই আমরা বলি।

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান

তত্ত্ববিদ্যার লক্ষ্য নয় শুধুমাত্র প্রত্যয় বা ধারণার বিশ্লেষণ করা। তত্ত্ববিদ্যায় অবশ্য বিশ্লেষণাত্মক বচন আছে। কিন্তু তাদের, ঠিকমত বলতে গেলে তত্ত্ববিদ্যাসম্পর্কীয় বচন বলা চলে না। তত্ত্ববিদ্যার লক্ষ্য তত্ত্ব সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান বর্ধিত করা। কাজেই এর বচনগুলি অবশ্যই সংশ্লেষণাত্মক হবে। আবার যেহেতু তত্ত্ববিদ্যা অভিজ্ঞতাভিত্তিক বিজ্ঞান নয়, এর বচনগুলি অবশ্যই অভিজ্ঞতা-পূর্ব হবে। কাজেই তত্ত্ববিদ্যা যদি সম্ভব হয় তাহলে তত্ত্ববিদ্যায় সংশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতা-পূর্ব বচন থাকবেই। উদাহরণস্বরূপ কাণ্ট বলেন, 'এই জগত কোন কালে হয়েছে' (the world must have a first beginning)—এই জাতীয় বচনের উদাহরণ।

তত্ত্ববিদ্যা

(viii) শুদ্ধ প্রজ্ঞার সাধারণ সমস্যা (The general problem of Pure Reason): শুদ্ধ প্রজ্ঞার যেটি যথার্থ সমস্যা সেটি যে প্রশ্নের মধ্য দিয়ে উপস্থাপিত হয়েছে, তা হল, অভিজ্ঞতা-পূর্ব সংশ্লেষণাত্মক অবধারণ কি ভাবে সম্ভব (How are a priori synthetic judgments possible)। কেবলমাত্র যে দার্শনিক এই সমস্যাকে কিছুটা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন তিনি হলেন ডেভিড হিউম। কিন্তু তিনিও সাধারণভাবে সমস্যাটিকে অনুধাবন করতে পারেননি। তিনি বিশেষ করে কার্যকরণতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন যে, কার্যকরণতত্ত্বের জ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকেই লব্ধ এবং অভ্যাসবশতঃ মানুষ এটিকে অনিবার্য নিয়ম বলে অনুমান করেছে। তিনি যদি সাধারণভাবে সমস্যাটি নিয়ে আলোচনা করতেন তা হলে দেখতে পেতেন যে, অভিজ্ঞতা-পূর্ব সংশ্লেষণাত্মক বচনের সম্ভাবনাকে অস্বীকার করা ঠিক নয়। যদি করা হয় তাহলে শুদ্ধ গণিতকেও, যার মধ্যে এই জাতীয় বচন উপস্থিত, অস্বীকার করতে হয়।

হিউমও সমস্যাটির পুরোপুরি অবধারণে ব্যর্থ হয়েছেন

কিন্তু শুদ্ধ গণিত এবং শুদ্ধ বিজ্ঞানের বাস্তব অস্তিত্বই তাহাদের সম্ভাবনার প্রশ্নটিকে নাকচ করে দেয়। তাদের অস্তিত্বের বিষয়টি প্রশ্নাতীত, আমরা কেবলমাত্র প্রশ্ন করতে পারি তারা কিভাবে সম্ভব?

প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান হিসাবে তত্ত্ববিদ্যার অস্তিত্ব নেই। আমাদের বুদ্ধি পরিপক্কতার একটা বিশেষ স্তরে যখন উপনীত হয় তখন সে এমন সব প্রশ্ন উত্থাপন করে যেগুলি অভিজ্ঞতা বা অভিজ্ঞতা-নিঃসৃত কোন নীতির দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। তত্ত্ববিদ্যার প্রবণতা মানুষের বুদ্ধির মধ্যে নিহিত এবং আমাদের এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হয়, স্বাভাবিক প্রবণতা হিসাবে তত্ত্ববিদ্যা কিভাবে সম্ভব?

এই জগত কোন কালে আরম্ভ হয়েছে কিনা, বা এই জগৎ অনন্তকাল ধরেই বর্তমান—এই জাতীয় প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে সব সময়ই বিরোধিতা দেখা দিয়েছে।

বিজ্ঞান হিসাবে তত্ত্ববিদ্যার সম্ভাব্যতার প্রশ্ন

তত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্রে কোন কিছু আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব কিনা এটি নিরূপণ করতে না পারলে আমাদের বুদ্ধি পরিতৃপ্ত হতে পারে না। সুতরাং শেষ প্রশ্ন যেটি সাধারণ সমস্যা থেকে উদ্ভূত হয়, সেটি হল, বিজ্ঞান হিসাবে তত্ত্ববিদ্যা কিভাবে সম্ভব (How Metaphysics as a science possible)? প্রশ্নটার আসল অর্থ হল তত্ত্ববিদ্যার যে সমস্যাগুলি মানুষের বুদ্ধি আজ উত্থাপন করেছে সেগুলির সমাধান করা যায় কী, এবং কিভাবে যায়? কাণ্টের *'Critique'*-এর লক্ষ্য এই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দেওয়া।

৬। কোপার্নিকীয় বিপ্লব (The Copernican Revolution):

'Critique of Pure Reason' গ্রন্থে কাণ্ট মনে করেন যে, তিনি দর্শনের ক্ষেত্রে একটি বিরাট বিপ্লবের সূচনা করেছেন—যেমন, কোপারনিকাস জ্যোতির্বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে করেছিলেন।

কাণ্ট বিশ্বাস করেন যে, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এমন একটা অবস্থা আসে যখন কেউ সেই বিজ্ঞানের অনুসৃত পদ্ধতির মধ্যে একটা সম্পূর্ণ পরিবর্তন আনয়ন করে এবং ঐ পরিবর্তনের ফলে সেই বিজ্ঞান প্রকৃত বিজ্ঞান হয়ে ওঠে এবং লক্ষ্যভ্রষ্ট না হয়ে একটা স্থির অগ্রগতির পথে সেই বিজ্ঞান এগিয়ে যেতে থাকে। এই জাতীয় পরিবর্তন ঘটেছিল গণিতে যখন অঙ্কনের মধ্য দিয়ে কোন কিছু প্রদর্শন করার (demonstration by means of construction) পদ্ধতি প্রবর্তিত হয়েছিল। একটা উদাহরণের সাহায্যে এই পদ্ধতির ব্যাপারটা বুঝে নেওয়া যেতে পারে: কোন ব্যক্তি একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের অনুচিত্র বা নকশাটিকে মনে মনে চিন্তা না করে বা মনে অবস্থিত তার ধারণাটি সম্পর্কে চিন্তা না করে বাস্তব অঙ্কনের মাধ্যমে ত্রিভুজটির বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রদর্শন করতে সচেষ্ট হল। গণিত তখনই বিজ্ঞানে পরিণত হল যখন অভিজ্ঞতা-পূর্ব প্রত্যয় অনুযায়ী তা অঙ্কনমূলক (constructional) হয়ে উঠল। পদার্থবিদ্যায় এই জাতীয় পরিবর্তন ঘটেছিল যখন

গণিত, পদার্থবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে বিপ্লব

সংশ্লেষণাত্মক অবধারণগুলিকেও আবার, দু'শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে—সংশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতাপ্রসূত অবধারণ (synthetic a posteriori judgments) এবং সংশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতা-পূর্ব অবধারণ (synthetic a priori judgments)।

সংশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতাপ্রসূত অবধারণে উদ্দেশ্য এবং বিধেয়র মধ্যে যে সংযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় তার ভিত্তি হল অভিজ্ঞতা। 'সব জড় পদার্থ হয় গুরু বা ভারী'—এই অবধারণটি হল সংশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতাপ্রসূত অবধারণ। এই অবধারণাটি সংশ্লেষণাত্মক, কেননা 'গুরু' এই ধারণাটি আমরা উপরিউক্ত অবধারণের উদ্দেশ্যকে শুধু মাত্র বিশ্লেষণ করে পেতে পারি না। কেননা অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই আমরা 'জড় বস্তু' ও 'গুরু' এই উভয়ের সংযোগ লক্ষ্য করতে পারি। এই অবধারণটি ধারাবাহিক পর্যবেক্ষণের ফল।

সংশ্লেষণাত্মক অবধারণ—অভিজ্ঞতাপ্রসূত

সংশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতা-পূর্ব অবধারণে উদ্দেশ্য ও বিধেয়র মধ্যে সংযোগের বিষয়টি যদিও শুধুমাত্র উদ্দেশ্যের ধারণাকে বিশ্লেষণ করে পাওয়া যায় না, তবু এই ধরনের অবধারণ হল অনিবার্য ও সার্বিক। 'যা কিছু ঘটে তার কারণ আছে'—এই জাতীয় অবধারণের দৃষ্টান্ত। এই অবধারণটি সংশ্লেষণাত্মক, কেননা বিধেয় 'তার কারণ আছে', এই ধারণাটি, 'যা কিছু ঘটে'—এই ধারণার মধ্যে নিহিত নেই। কিন্তু এই বচনটি অভিজ্ঞতা-পূর্ব, কেননা অভিজ্ঞতা-পূর্ব অবধারণের যে দুটি বৈশিষ্ট্য, অনিবার্যতা এবং সার্বিকতা (necessity and universality), সেইগুলি এই অবধারণটিরও বৈশিষ্ট্য। এই অবধারণটি এক অর্থে অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর, যেহেতু অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই আমরা যে সব বস্তু ঘটে, তাদের অর্থাৎ ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হই। কিন্তু বিধেয় ও উদ্দেশ্যের মধ্যে যে সংযোগতা অভিজ্ঞতা-পূর্ব। এই অবধারণ আরোহানুমানের মাধ্যমে উপনীত অভিজ্ঞতা থেকে কোন সামান্যীকরণ (generalisation) নয়, বা অভিজ্ঞতার সমর্থন লাভের প্রয়োজনও এর নেই। আমরা বিশেষ কোন ঘটনার অভিজ্ঞতার পূর্বেই জানি যে, প্রতিটি ঘটনার কারণ থাকবে এবং অভিজ্ঞতাতে কোন ঘটনার ক্ষেত্রে, ঘটনা ও কারণের মধ্যে কোন সংযোগ লক্ষ্য করলে যে অবধারণটি আরও সুনিশ্চিত হল, তা আমরা মনে করি না।

সংশ্লেষণাত্মক অবধারণ—অভিজ্ঞতা-পূর্ব

(vii) সংশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতা-পূর্ব অবধারণ কিভাবে সম্ভব? (How are synthetic a priori judgments possible?): সংশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতা-পূর্ব অবধারণের যে অস্তিত্ব আছে, কান্ট সেই বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ হয়েছেন। এই জাতীয়

অবধারণ আমাদের জ্ঞানকে বর্ধিত করে এবং এগুলি অনিবার্য এবং সার্বিক। কাজেই অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান কিভাবে সম্ভব হয়—জ্ঞান সম্পর্কীয় এই সাধারণ সমস্যাটিকে এইভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে,—**'সংশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতা-পূর্ব অবধারণ কিভাবে সম্ভব হয়?** আমরা তত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞতার পূর্বে কোন কিছু কিভাবে জানতে পারি? কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হলে এই ধরনের অবধারণ কোথায় কোথায় পাওয়া যায় তা প্রথমে বিবেচনা করে দেখা দরকার।

কোথায় সংশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতা পূর্ব অবধারণ পাওয়া যায়

গণিতে আমরা সংশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতা-পূর্ব অবধারণ পাই। প্রথমতঃ, গণিতের অবধারণ, বিশেষ করে শুদ্ধ গাণিতিক অবধারণ হল অনিবার্য এবং সেইহেতু অভিজ্ঞতা-পূর্ব। কেননা অনিবার্যতার ধারণাকে অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া যেতে পারে না। ৭+৫=১২, এটি অভিজ্ঞতামূলক সামান্যীকরণ (empirical generalisation) নয়। এটি একটি অনিবার্য বচন। কান্টের মতে এই বচনটি সংশ্লেষণাত্মক। ৭ এবং ৫ এর ধারণার মধ্যে ১২-র ধারণা কোন মতেই নিহিত নেই। পাঁচ, সাত ও তাদের যোগের কল্পনাতেই ১২-র ধারণা এসে যায় না। আমরা শুধুমাত্র এইটুকু ধারণা করতে পারি যে ৭-এর সঙ্গে ৫ যোগ করে একটি সংখ্যায় উপনীত হওয়া যায়। কিন্তু সেই একটি সংখ্যা কি সংখ্যা হবে, ৭ এবং ৫—এর যোগ করার ধারণার বিশ্লেষণ থেকে কিছুতেই আমরা সিদ্ধান্ত করতে পারি না। ইন্দ্রিয়ানুভবের (intuition) সাহায্য ছাড়া আমরা ১২ এই সংখ্যায় উপনীত হতে পারি না, অর্থাৎ কিনা, আমাদের পাঁচটি আঙুলের সাহায্য নিয়ে বা পাঁচটি বিন্দুকে একের পর ৭ পর্যন্ত যোগ করে তবে আমরা ১২ সংখ্যাটিকে পাই। ৭+৫=১২ বলতে আমরা নতুন কিছু জানি। কাজেই এটি সংশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতা-পূর্ব অবধারণ।

গণিত

শুদ্ধ জ্যামিতির বচনগুলিও সংশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতা-পূর্ব বচন। 'সরলরেখা দুই বিন্দুর মধ্যবর্তী লঘুতম দূরত্ব ব্যক্ত করে'—এটি হল একটি সংশ্লেষণাত্মক বচন, কেন না, 'লঘুতম দূরত্বের' ধারণাকে 'সরলরেখার' ধারণাকে বিশ্লেষণ করে কখনও পাওয়া যাবে না। কেননা সরলতা রেখার গুণ প্রকাশ করে এবং লঘুতা দূরত্বের পরিমাণ নির্দেশ করে। গুণ ও পরিমাণ অভিন্ন বিষয় নয়। এক্ষেত্রেও সংশ্লেষণকে সম্ভব করে তোলার জন্য ইন্দ্রিয়ানুভবের প্রয়োজন।

শুদ্ধ জ্যামিতি

প্রাকৃতিক বিজ্ঞানেও (পদার্থবিদ্যা) অভিজ্ঞতা-পূর্ব সংশ্লেষণাত্মক বচন দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ, 'জড় জগতের সব রকম পরিবর্তনের মধ্যে জড়ের পরিমাণ অপরিবর্তিত

সেখানে কান্টের প্রশ্ন নয় যে, এই জাতীয় জ্ঞান সম্ভব কিনা বরং প্রশ্ন হল, কিভাবে সম্ভব। চিন্তনমূলক তত্ত্ববিদ্যার (speculative mataphysics) ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের অস্তিত্বের বিষয়টি সংশয়াত্মক, এইখানে প্রশ্ন এই নয় যে, অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান আদৌ সম্ভব কিনা। যদি তত্ত্ববিদ্যা আমাদের ঈশ্বর বা অমরতা সম্পর্কে জ্ঞান দেয়, এইরূপ জ্ঞান, কান্টের তত্ত্ববিদ্যা সম্পর্কীয় অভিমত অনুযায়ী, অভিজ্ঞতা-পূর্ব হবে। এই জ্ঞান অভিজ্ঞতা-নিরপেক্ষ হবে, এই অর্থে যে, এই জ্ঞান শুদ্ধ অভিজ্ঞতামূলক অবধারণ (pure empirical judgments)-এর উপরে যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ভর নয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, চিন্তনমূলক তত্ত্ববিদ্যা কি আমাদের এইরূপ জ্ঞান দিতে পারে? নীতিগতভাবে এইরূপ জ্ঞান দেবার সামর্থ্য কি এর আছে?

তত্ত্ববিদ্যার ক্ষেত্রেই অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের সম্ভাব্যতার প্রশ্ন কান্ট তুলেছেন

তত্ত্ববিদ্যা এতদিন যাবৎ অতীন্দ্রিয় তত্ত্বের জ্ঞান দিতে চেষ্টা করেছে এবং এ-যাবৎ তত্ত্ববিদ্যার পদ্ধতি হয়েছে বিচারবিযুক্তবাদী পদ্ধতি (dogmatic method)। অভিজ্ঞতার উপরে নির্ভর না করে অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান আমরা লাভ করতে পারি কিনা সেই সম্পর্কে কোন বিচারমূলক অনুসন্ধানের কাজে তত্ত্ববিদ্যা অগ্রসর হয় নি। বস্তুতঃ, তত্ত্ববিদ্যার জ্ঞান সম্পর্কে যাতে কোন সংশয় ও অনিশ্চয়তা দেখা না দেয় তার জন্য অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের সম্ভাবনা, সীমা এবং মূল্য সম্পর্কে অনুসন্ধান কার্যের একান্ত প্রয়োজন। কেননা তত্ত্ববিদ্যা যে জ্ঞান দিতে চায় অভিজ্ঞতায় তার যাথার্থ্য বিচারের প্রশ্ন ওঠে না।

তত্ত্ববিদ্যার জ্ঞানের যাথার্থ্য অভিজ্ঞতার বিচার করা চলে না

(v) **অবধারণের শ্রেণীবিভাগ (Classification of Judgments):** করণার (*Korner*) বলেন, কান্ট বচনের (propcsition) শ্রেণীবিভাগ করেননি, অবধারণের (judgment) শ্রেণীবিভাগ করেছেন। অবধারণ হল, কোন ব্যক্তির দ্বারা ঘোষিত বচন। 'বিড়ালটি মাদুরের উপর'—এই বচন নিয়ে কান্ট আলোচনা করতে চান না। কোন ব্যক্তির ঐ মর্মে অবধারণই কান্টের আলোচ্য বিষয় হতে পারে।[1]

(vi) **বিশ্লেষণাত্মক এবং সংশ্লেষণাত্মক অবধারণের মধ্যে পার্থক্য (The Distinction between Analytic and Synthetic Judgment):** যখন কোন অবধারণে আমরা বিধেয়কে (predicate) উদ্দেশ্যের (Subject) সঙ্গে যুক্ত করি তখন বিধেয় হয় উদ্দেশ্যের মধ্যে আগে থেকেই নিহিত থাকবে কিংবা থাকবে না।

বিশ্লেষণাত্মক অবধারণ (Analytical Judgments) হল সেই সব অবধারণ যে অবধারণে বিধেয় অন্ততঃপক্ষে প্রচ্ছন্নভাবে উদ্দেশ্যের ধারণার মধ্যে নিহিত থাকে। এই ধরনের অবধারণে বিধেয় উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত থাকে, কিংবা উদ্দেশ্যের অর্থের একটা অংশ হয়। 'সব জড় পদার্থ হয় বিস্তৃত' হল বিশ্লেষণাত্মক অবধারণের দৃষ্টান্ত, কেননা জড়বস্তুর ধারণার মধ্যে আগে থেকেই বিস্তৃতির ধারণা নিহিত আছে এবং অবধারণটি জড়বস্তু সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে বিশ্লেষণ করা ছাড়া অন্য কিছু করে না। এই জাতীয় অবধারণে আমরা বিধেয়র মাধ্যমে উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন কোন খবর পাই না। এই জাতীয় অবধারণ করার সময় আমাদের অভিজ্ঞতার সাহায্য নিতে হয় না। এরা হল অভিজ্ঞতা-পূর্ব এবং তাদাত্ম্য নীতি (Principle of Identity)-র উপর প্রতিষ্ঠিত।

বিশ্লেষণাত্মক অবধারণ

এই জাতীয় অবধারণকে অস্বীকার করতে গেলে আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই নিজেদের বিরোধিতা করতে হবে। উপরিউক্ত উদাহরণে আমরা দেখি বিস্তৃতিকে জড়বস্তুর সঙ্গে অভিন্ন করে দেখা হয়েছে এবং যদি আমরা বলি 'জড়বস্তু বিস্তৃত নয়' তাহলে আমরা আমাদেরই বিরোধিতা করব। অর্থাৎ বিশ্লেষণাত্মক অবধারণের যাথার্থ্য সম্পর্কে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। কারণ ঐ সব অবধারণ অস্বীকার করতে গেলে বিরোধ-বাধক নিয়ম (Law of Contradiction)-ই অস্বীকৃত হয়ে যায়।

সংশ্লেষণাত্মক অবধারণ হল সেই অবধারণ যে অবধারণে বিধেয় কোন নতুন ধারণা সূচিত করে, যা পূর্ব থেকেই উদ্দেশ্যের মধ্যে নিহিত নেই। যেমন, 'সব জড় পদার্থই হল গুরু বা ভারী' (All bodies are heavy)—এটি সংশ্লেষণাত্মক অবধারণ, যেহেতু গুরুত্বের বা ওজনের ধারণা জড়বস্তুর ধারণার মধ্যে নিহিত নেই বা জড়বস্তুর অর্থের কোন অংশ নয়। এ হল অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আবিষ্কার। এই ধরণেই অবধারণ শুধুমাত্র জড়বস্তু সম্পর্কে আমাদের ধারণাকে বিশ্লেষণ করে না, উপরন্তু উদ্দেশ্য সম্পর্কে নতুন খবর দিয়ে আমাদের জ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন করে। সংশ্লেষণাত্মক বচনকে অস্বীকার করার মধ্যে কোন আত্ম-বিরোধিতা নেই। কান্টের মতে সংশ্লেষণাত্মক অবধারণের মধ্য দিয়েই জ্ঞানের বিস্তার হয়।

সংশ্লেষণাত্মক অবধারণ

1. Kant's classification is, first of all, not of propositions, but of judgments, i.e. of propositions asserted by somebody. He is concerned not with the proposition that the cat is on the mat but with the judgement by some persson to that effect.'—*S. Korner* : *Kant* ; Page 18.

[1]অভিজ্ঞতা থেকে প্রদত্ত সংবেদন এবং জ্ঞানের বৃত্তির নিজের মধ্য থেকে যুগিয়ে দেওয়া উপাদান, এই উভয়কে নিয়েই জ্ঞান গঠিত। 'এই পাতাটি সবুজ' হল জ্ঞানের উদাহরণ। সবুজ-এর নিছক ইন্দ্রিয় সংবেদন জ্ঞানরূপে গণ্য হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এই জ্ঞান বুদ্ধির কাছ থেকে পাওয়া দ্রব্য (পাতা) এবং গুণ (সবুজ) এর ধারণার দ্বারা সুসংগঠিত না হয়। আমাদের জ্ঞানের বৃত্তি ইন্দ্রিয়-সংবেদন থেকে উপাদান না পাওয়া পর্যন্ত ক্রিয়া করতে পারে না।

ইন্দ্রিয় প্রদত্ত উপাদান পেলেই জ্ঞানের বৃত্তি ক্রিয়া করতে পারে

(iii) কেন কান্ট মনে করলেন যে অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্ভব? কান্ট এই জাতীয় জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্পর্কে সুনিশ্চিত হয়েছিলেন। তিনি ডেভিড হিউমের সঙ্গে একমত হতে পেরেছিলেন যে আমরা অনিবার্যতা (necessity) এবং প্রকৃত সার্বিকতা (strict universality) অভিজ্ঞতা থেকে পেতে পারি না। অনিবার্যতা এবং প্রকৃত সার্বিকতা অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের সুনিশ্চিত লক্ষণ এবং একটির সঙ্গে অপরটি অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানতে পারি একটি বস্তু কি, বস্তুটি অবশ্যই কি হবে তা আমরা জানতে পারি না। অনুরূপভাবে অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানতে পারি, যতদূর পর্যন্ত আমাদের পর্যবেক্ষণ প্রসারিত, যে একটি বস্তুর প্রকৃতি এই; কিন্তু তার এই প্রকৃতি যে সার্বিক, তা আমরা জানতে পারি না। কাজেই কোন জ্ঞানের যদি অনিবার্যতা ও প্রকৃত সার্বিকতা থাকে তাহলে সেই জ্ঞান অবশ্যই অভিজ্ঞতা-পূর্ব হবে, যেহেতু এই দুই বৈশিষ্ট্য (অনিবার্যতা ও সার্বিকতা) অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত হতে পারে না।

অনিবার্যতা ও সার্বিকতা অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের লক্ষণ

অতি সহজেই দেখান যেতে পারে যে, আমাদের অনেক অবধারণই অনিবার্য এবং সার্বিক। শুদ্ধ গণিতের সব বচনই অভিজ্ঞতা-পূর্ব। 'প্রত্যেক পরিবর্তনের অবশ্যই একটি কারণ আছে' (every change must have a cause)—অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের উদাহরণ। কেননা আমরা অভিজ্ঞতা থেকে জানতে পারি না যে, প্রতিটি পরিবর্তনের একটা কারণ

অনিবার্য এবং সামান্য জ্ঞানের দৃষ্টান্ত

1. অভিজ্ঞতা শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ক্ষুদ্র অর্থে অভিজ্ঞতা হল ইন্দ্রিয়সংবেদন। ব্যাপক অর্থে অভিজ্ঞতা হল অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান, ইন্দ্রিয়-সংবেদন এবং সেগুলির উপর যে ধারণাগুলিকে প্রয়োগ করা হয়েছে উভয়কে বোঝায়। শেষোক্ত অর্থে, এর মধ্যে অভিজ্ঞতাপূর্ব এবং অভিজ্ঞতা-প্রসূত উভয় প্রকার উপাদানই বর্তমান।

থাকবেই। জগতের সব পরিবর্তনের অভিজ্ঞতা আমাদের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয়। কিন্তু যদিও এই জ্ঞান অভিজ্ঞতা-পূর্ব এটি শুদ্ধ অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান (pure a priori knowledge) নয়। কেননা এই জ্ঞানে যে পরিবর্তনের ধারণা রয়েছে তা কেবলমাত্র অভিজ্ঞতা থেকেই শিক্ষা করা যেতে পারে।

অভিজ্ঞতা-পূর্ব এবং শুদ্ধ অভিজ্ঞতা পূর্ব জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য

কান্টের শুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচার (Critique of pure reasons), দর্শনের পক্ষে প্রয়োজনীয় এই অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান যুগিয়ে দিতে চায়।

গণিতের পদ্ধতিকে তত্ত্ববিদ্যার জ্ঞান লাভের যথার্থ পদ্ধতিরূপে গ্রহণ করার জন্য এবং তত্ত্ববিদ্যার অধিকাংশ কাজই বিশ্লেষণাত্মক (analytical) হওয়াতে এতদিন যাবৎ এই ধরনের অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয় নি। অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না করে অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান আমরা কিভাবে পেতে পারি গণিতে তার দৃষ্টান্ত রয়েছে। কিন্তু গণিতের অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান ইন্দ্রিয়ানুভবের মাধ্যমে প্রদর্শিত হতে পারে। কিন্তু গণিতের ইন্দ্রিয়ানুভব যেহেতু শুদ্ধ ইন্দ্রিয়ানুভব (pure intuition), একে নিছক প্রত্যয় (concept) থেকে পৃথক করে দেখা হয় নি। এর থেকেই তত্ত্ববিদ্‌রা এই ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত করলেন যে, জ্ঞানের জন্য ইন্দ্রিয়ানুভবের বা অভিজ্ঞতার কোন প্রয়োজন নেই।

তত্ত্ববিদ্‌দের ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত

অন্যান্য যে সব কারণে তত্ত্ববিদ্যা ভ্রান্ত পথে চালিত হল তা হল এই তত্ত্ববিদ্যা এমন সব প্রত্যয়ের বিশ্লেষণে নিজেকে নিযুক্ত করল যার বিশ্লেষণের জন্য কোন অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ টেনে আনার প্রয়োজন নেই। এই ধরনের বিশ্লেষণ কোন ব্যক্তির জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন নতুন সংযোজন করে না; ব্যক্তি যে সব ধারণার অধিকারী সেইগুলিকে সুস্পষ্ট করে তোলে মাত্র। তত্ত্ববিদ্যা অবশ্য অনেক বিবৃতি দিয়েছে, যেগুলি প্রত্যয়ের নিছক বিশ্লেষণ নয়। বরং জ্ঞাত প্রত্যয়ের সঙ্গে, অভিজ্ঞতার কোন সহায়তা গ্রহণ না করে, নতুন প্রত্যয়কে যুক্ত করেছে। অর্থাৎ কিনা, তত্ত্ববিদ্যা সংশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতা-পূর্ব অবধারণ গঠন করেছে। কাজেই কান্ট এবার বিশ্লেষণাত্মক এবং সংশ্লেষণাত্মক অবধারণের মধ্যে যে পার্থক্য তার আলোচনায় অগ্রসর হতে চান।

তত্ত্ববিদ্যা সংশ্লেষণাত্মক অভিজ্ঞতা-পূর্ব অবধারণ গঠন করেছে

(iv) অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের অস্তিত্ব যদি সত্যই থাকে, তাহলে এই জ্ঞান সম্ভব কিনা কান্ট এই প্রশ্ন তুলছেন কেন? অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান যদি বাস্তব (actual) হয়, তাহলে স্পষ্টতঃই এই জ্ঞান সম্ভব। আসলে শুদ্ধ গণিত এবং শুদ্ধ পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে যেখানে অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের অস্তিত্ব সম্পর্কে কান্ট সুনিশ্চিত

সম্ভব। কিন্তু বিজ্ঞান হিসেবে তত্ত্ববিদ্যা, যদি এর দ্বারা অতীন্দ্রিয় সত্তার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানকে বোঝান হয়, কাণ্টের মতে কখনও বাস্তব নয়। কাজেই প্রশ্ন হল বিজ্ঞান হিসেবে তত্ত্ববিদ্যা সম্ভব কিনা?

৫। পূর্বতঃ সিদ্ধ বা অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের সম্ভাবনা (Possibility of a priori knowledge) :

বিজ্ঞান হিসাবে তত্ত্ববিদ্যার সম্ভাব্যতা যদিও কাণ্টের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা তবু এই সমস্যা কাণ্টের শুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচার (Caitique of pure Reason) গ্রন্থে আলোচিত সমস্যার কেবলমাত্র একটি অংশ। সাধারণ সমস্যাটি হল অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের সম্ভাবনার প্রশ্ন।

যে প্রধান বিষয়টির উপর ভিত্তি করে কাণ্ট দর্শনে বিপ্লব আনার জন্য সচেষ্ট হয়েছেন সেটি হল, আমরা অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের অধিকারী। হয় আমাদের মনের ধারণাগুলি বস্তুর সঙ্গে সংগতি রক্ষা করে চলবে, অথবা বস্তু (যাদের জেনেছি) অবশ্যই মনের ধারণার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করা চলবে। যদি প্রথম সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করা যায় তাহলে অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান অসম্ভব হবে। কেবলমাত্র দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেই অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের সম্ভাবনার বিষয়টি বোঝা যাবে। এটিই কাণ্টের Critique-এর কেন্দ্রীয় এবং বিপ্লবাত্মক মতবাদ।

বস্তু মনের ধারণার সঙ্গে সংগতি রক্ষা করলে অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান সম্ভব

(i) **অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান কা'কে বলে ?** (What is a priori knowledge) : অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান হল সেই জ্ঞান যা সব রকম অভিজ্ঞতার এবং সর্ব প্রকার ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞান নিরপেক্ষ। যে জ্ঞান অভিজ্ঞতা বা ইন্দ্রিয়-লব্ধ জ্ঞান থেকে উদ্ভূত তা হল অভিজ্ঞতা-উত্তর বা অভিজ্ঞতা-প্রসূত (a posteriori)।

অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান বলতে কাণ্ট কোন বিশেষ অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে যে আপেক্ষিক অভিজ্ঞতা-পূর্ব (relatively a priori) জ্ঞান তাকে বুঝছেন না। কোন ব্যক্তি যদি আগুনের খুব কাছে একখণ্ড বস্ত্র রাখে এবং সেটি আগুনে দগ্ধ হয়, আমরা হয়ত একথা বলতে পারি যে, ঐ ব্যক্তি আগে থেকেই অর্থাৎ ঘটনার অভিজ্ঞতা লাভের পূর্বেই জানতেন যে ঐরূপ ঘটবে। অর্থাৎ কিনা, অতীত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ব্যক্তি তার কাজের পূর্বেই জানতে পারে যে তার কাজের ফলাফল কি হবে। কিন্তু এই ধরনের অভিজ্ঞতা-পূর্ববর্তী জ্ঞান (antecedent knowledge) কোন বিশেষ অভিজ্ঞতার পূর্ববর্তী হবে। এই ধরনের আপেক্ষিক অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানের

অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান কোন বিশেষ অভিজ্ঞতার পূর্ববর্তী জ্ঞান নয়

কথা কাণ্ট চিন্তা করছেন না। তিনি সবরকম অভিজ্ঞতার পূর্ববর্তী জ্ঞানের (knowledge which is a priori in relation to all experience) কথা চিন্তা করছেন।

অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান বলতে কাণ্ট অন্তর বা সহজাত ধারণার (innate ideas) কথা চিন্তা করছেন না, যে ধারণাগুলি, অন্তর ধারণার অস্তিত্বে বিশ্বাসী দার্শনিকবৃন্দের মতে, অভিজ্ঞতার 'পূর্বে' মানুষের মনে উপস্থিত থাকে। অবশ্য 'পূর্বে' বলতে সেইসব দার্শনিক কালিক পূর্ববর্তিতা বোঝেন। কাণ্টের মতে শুদ্ধ অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান (pure a priori knowledge) বলতে সেই জ্ঞান বোঝায় না, যা কোন কিছুর অভিজ্ঞতা লাভের পূর্বেই ব্যক্তির মনে স্পষ্টভাবে উপস্থিত থাকে। অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান বলতে বোঝায় যে জ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত নয়, যদিও অভিজ্ঞতা হবার সময় আমরা যাকে সাধারণতঃ জ্ঞান বলে অভিহিত করি, তার আবির্ভাব ঘটে থাকে।

অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞান অন্তর ধারণার জ্ঞান নয়

কাজেই অভিজ্ঞতা-পূর্ব বলতে কালিক পূর্ববর্তিতা বা অগ্রগামিতা (temporal priority) বোঝায় না। আমাদের সব জ্ঞান অভিজ্ঞতা দিয়েই শুরু হয় এবং এমন কোন জ্ঞান নেই যা কালের দিক থেকে অভিজ্ঞতার পূর্ববর্তী (which precedes experience in time)।

(ii) **শুদ্ধ এবং অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য** (Distinction between pure and empirical knowledge) : কাণ্ট বলেন যে অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র করেই আমাদের সব জ্ঞান শুরু হয়। কিন্তু তার থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না, আমাদের সব জ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত।[1] লক প্রমুখ অভিজ্ঞতাবাদীদের সঙ্গে কাণ্ট একমত যে আমাদের সব জ্ঞান অবশ্যই অভিজ্ঞতাকে নিয়েই শুরু হবে কেননা আমাদের ইন্দ্রিয়গুলি বস্তুর দ্বারা উদ্দীপিত হলেই জ্ঞানের বৃত্তি ক্রিয়া করতে পারে। অভিজ্ঞতার অসংবদ্ধ উপাদান (raw material) অর্থাৎ সংবেদন প্রদত্ত হলেই মন ক্রিয়া করতে পারে। যদিও কোন জ্ঞান কালের দিক থেকে অভিজ্ঞতার পূর্ববর্তী নয়, তবু এটা সম্ভব যে ইন্দ্রিয়-সংবেদনের সময় জ্ঞানের বৃত্তি নিজের মধ্য থেকে অভিজ্ঞতা-পূর্ব উপাদানগুলি (a priori elements) সরবরাহ করে। এই অর্থে অভিজ্ঞতা-পূর্ব উপাদান অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত নয়।

আমাদের সব জ্ঞান অভিজ্ঞতা থেকে উদ্ভূত নয়

1. 'All our knowledge no doubt begains with experience but is not wholly derived from experience.'

নিয়মের প্রয়োগ করতে পারে। এর ফলে, কাণ্ট মনে করেন, একাধিক বিচার-বিযুক্তবাদী তত্ত্ববিদ্যার (dogmatic metaphysics) উদ্ভব ঘটেছে। কাণ্ট মনে করেন যে, বুদ্ধিবাদীদের এই সিদ্ধান্ত হঠকারিতার ফল। কেননা শুদ্ধ বুদ্ধির ক্ষমতা কতটুকু, বিচার করে না দেখে, চট্ করে এই সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে না যে বুদ্ধির নিজের কাছ থেকে পাওয়া অভিজ্ঞতা-পূর্ব ধারণা এবং নিয়মগুলির প্রয়োগ অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে অতীন্দ্রিয় বিষয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। কাণ্ট মনে করেন সর্বাগ্রে প্রয়োজন শুদ্ধ বুদ্ধির নিজেরই ক্ষমতা কতটুকু পরীক্ষা করে দেখার জন্য বিচারমূলক অনুসন্ধানের কাজ শুরু করা। বিচার-বিযুক্তবাদী দার্শনিকেরা এই কাজের প্রতি অবহেলা দেখিয়েছেন।

কাণ্টের মতে শেষ সিদ্ধান্ত করার আগে শুদ্ধ বুদ্ধির ক্ষমতা বিচার করে দেখা দরকার

বিচার-বিযুক্তবাদের (Dogmatism) প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে কাণ্ট বলেন, 'এ হল এই অনুমান যে মানুষের বুদ্ধি বহু দিন ধরে যে নিয়মগুলিকে প্রয়োগ করতে অভ্যস্ত সেই নিয়মগুলিকে প্রয়োগ করে শুদ্ধ দার্শনিক প্রত্যয়ের ভিত্তিতে জ্ঞানের অগ্রগতি সাধন করা সম্ভব, যদিও কি উপায়ে এবং কি অধিকার বলে বুদ্ধি এই নিয়মগুলির অধিকারী হয়েছে সেগুলি অনুসন্ধান করে দেখা হয় না।' সুতরাং বিচার-বিযুক্তবাদ হল 'নিজের ক্ষমতা কতটুকু পূর্ব থেকে বিচার না করে শুদ্ধ প্রজ্ঞার বিচারবিযুক্তবাদী পদ্ধতি।'[1] এই বিচারের কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করার সঙ্কল্প করলেন কাণ্ট।

কাণ্টের মতে বিচার বিযুক্তবাদের স্বরূপ

যে বিচারের সামনে তত্ত্ববিদ্যাকে উপস্থিত হতে হবে সেটি 'আর কিছু নয়, শুদ্ধ প্রজ্ঞার নিজেরই বিচারমূলক অনুসন্ধানের কাজ' (critical investigation of pure reason itself)। যার অর্থ হল অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না করে বুদ্ধি যে সব জ্ঞান অর্জন করতে চেষ্টা করে সেই সব জ্ঞানের প্রসঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির বিচার-মূলক অনুসন্ধান। তাহলে প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে যে, অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না করে বুদ্ধি এবং প্রজ্ঞা কতটুকু জানতে পারে? যদি কাণ্টের সঙ্গে একমত হয়ে আমরা সিদ্ধান্ত করি চিন্তনমূলক তত্ত্ববিদ্যা একটি অভিজ্ঞতা-বর্জিত বিজ্ঞান যা অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে যাওয়ার দাবী করে এবং অভিজ্ঞতা-পূর্ব প্রত্যয় ও নিয়মের সাহায্যে সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিগম্য (অতীন্দ্রিয়) সত্তার জ্ঞানলাভ করতে সচেষ্ট হয় তাহলে এই দাবির যাথার্থ্য উপরের প্রশ্নের উত্তরের সাহায্যেই অর্থাৎ কিনা,

শুদ্ধ বুদ্ধি নিজেই নিজের বিচার করে

1. 'Dogmatism is thus the domatic procedure of the pure reason without previous criticisms of its own powers'.

মন অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না করে কি এবং কতটুকু জানতে পারে তা নিরূপিত হবে।

কাণ্ট বলেন, এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য প্রয়োজন বুদ্ধির বৃত্তি সম্পর্কে বিচার-মূলক অনুসন্ধান, বুদ্ধিকে মানসিক পদার্থরূপে গণ্য করে কোন মনস্তাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজ নয়।

বুদ্ধি যে অভিজ্ঞতা-পূর্ব জ্ঞানকে সম্ভব করে, সেই বুদ্ধি নিয়েই তাঁর আলোচনা। তার অর্থ বস্তুকে জানার জন্য মানুষের মধ্যে যে শুদ্ধ শর্ত (pure condition) তার আলোচনাই কাণ্ট করতে চান। এই জাতীয় অনুসন্ধানকেই কাণ্ট 'অতীন্দ্রিয়' (transcendental) নামে অভিহিত করেছেন। বস্তুকে জানার জন্য যে অনিবার্য শর্ত (necessary condition) স্বীকার করে নিতে হয় কাণ্ট তাই নিয়ে আলোচনা করতে চান, পরিবর্তনশীল অভিজ্ঞতামূলক শর্ত নিয়ে নয় এবং শর্তগুলি যদি এই হয় যে, অভিজ্ঞতাকে অতিক্রম করে যে সত্তা তা জ্ঞানের বস্তু হতে পারে না, তাহলে তত্ত্ববিদ্যার দাবি নিরর্থকই প্রতিপন্ন হবে।

কাণ্ট তত্ত্ববিদ্যাকে বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ করেছেন।[1] প্রথমতঃ, স্বাভাবিক প্রবণতা হিসাবে তত্ত্ববিদ্যা এবং বিজ্ঞান হিসাবে তত্ত্ববিদ্যা (metaphysics as a natural science), এই উভয়ের মধ্যে কাণ্ট পার্থক্য করেছেন। ঈশ্বর, অমরতা প্রভৃতি সমস্যা উত্থাপন করার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা মানুষের মনের আছে। এই স্বাভাবিক প্রবণতা মানুষের মনে কেন জাগে সেই সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। কিন্তু কাণ্ট এই প্রবণতাকে মন থেকে উৎপাটন করার ইচ্ছা করেন না বা তা বাঞ্ছনীয় হলেও তা করা সম্ভব বলে বিশ্বাস করেন না। স্বাভাবিক প্রবণতা হিসাবে তত্ত্ববিদ্যা বাস্তব এবং সেহেতু স্পষ্টতঃই

স্বাভাবিক প্রবণতা হিসাবে তত্ত্ববিদ্যা সম্ভব, বিজ্ঞান হিসাবে সম্ভব কী?

1. কাণ্ট তত্ত্ববিদ্যাকে সব সময় একই অর্থে ব্যবহার করেন নি। শুদ্ধ পূর্বতঃ সিদ্ধ বা অভিজ্ঞতাপূর্ব জ্ঞানের ক্ষেত্রে বুদ্ধির ক্ষমতার অনুসন্ধানকার্য হল বিচারমূলক দর্শন (Critical philosophy); আর শুদ্ধ বুদ্ধির ক্ষমতার সাহায্যে লব্ধ বা লাভ করা সম্ভব যে দার্শনিক জ্ঞান তার সুসংবদ্ধ উপস্থাপনই হল তত্ত্ববিদ্যা। যখন তত্ত্ববিদ্যাকে পূর্বোক্ত দ্বিতীয় অর্থে ব্যবহার করা হয় তখন বিচারমূলক দর্শন হয়ে পড়ে তত্ত্ববিদ্যার প্রস্তুতিপর্ব এবং প্রকৃত তত্ত্ববিদ্যার বহির্ভূত হয়ে পড়ে। আবার তত্ত্ববিদ্যা পদটি বিচারমূলক দর্শন সহ সমগ্র ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ-নিরপেক্ষ শুদ্ধ জ্ঞানের সুসংবদ্ধ দর্শনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে বিচারমূলক দর্শনকে তত্ত্ববিদ্যার আদিপর্ব বলা যেতে পারে। আবার তত্ত্ববিদ্যা পদটি ব্যাপক অর্থে যদি শুদ্ধ বুদ্ধির ক্ষমতার সাহায্যে লব্ধ সমগ্র দার্শনিক জ্ঞানের সুসংবদ্ধ উপস্থাপনকে বোঝায় তাহলে জ্ঞানকে আমরা যথার্থ জ্ঞান এবং ভ্রান্ত জ্ঞান (শুদ্ধ প্রজ্ঞার সাহায্যে যাকে লাভ করা যায় বলে অনেক দার্শনিক মনে করেন) এই দু'ভাবে বুঝতে পারি। যদি প্রথম অর্থে জ্ঞানকে বোঝান হয় তাহলে কাণ্ট তত্ত্ববিদ্যার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেন না, বরং এই জাতীয় জ্ঞানের সুসংহত ও পরিপূর্ণ বিকাশ কাণ্ট সম্ভব মনে করেন। কিন্তু যদি জ্ঞান বলতে শুদ্ধ প্রজ্ঞার সাহায্যে লব্ধ অতীন্দ্রিয় সত্তার জ্ঞান বোঝায় তাহলে সেই জ্ঞান হবে ভ্রান্ত এবং বিচারমূলক পদ্ধতির কাজ হবে ঐ জ্ঞানের অসারতা প্রমাণ করা।